মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মুক্তি কয় প্রকার?

আমাদিগের শাস্ত্রে নানারূপ মুক্তির কথা লিখিত আছে। তন্মধ্যে সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, ও নির্ব্বাণ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কথাই বিশেষ প্রচলিত।

সালোক্য অর্থে সহলোক অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এক লোকে বাস। সামীপ্য অর্থে সমীপস্থ হওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত একত্রাবস্থান। সাযুজ্য অর্থে সহযোগ অর্থাৎ ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া সংস্থিতি। নির্ব্বাণ অর্থে ঈশ্বরে লীন হওয়া অর্থাৎ তাঁহার মহান্ সত্তা-সমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া যাওয়া; ডুবিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলা।

"পরমেশ্বর সমুদয় স্থান অধিকার করত সকল লোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এবং পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি ভূলোক ও দ্যুলোক সমূহ পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"* সাধক যখন এই মহান্ সত্যটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এবং এই ভাবটী ক্রমে যখন তাঁহার জীবনগত হইয়া পড়ে, তখনই তিনি পরমেশ্বরের সহিত এক লোকে বাস করেন। এই অবস্থায় সাধক মহাসমুদ্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রের গর্ভে ভূলোক ও দ্যুলোক সমূহকে ভাসমান দেখিতে পান। যদিও বাহিরে পৃথিবীই তাঁহার বাসভূমি থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ অবস্থায় তিনি আর পৃথিবীর লোক থাকেন না। অনন্ত কালের জন্য ব্রহ্মে আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ করত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, ও পরমানন্দযুক্ত

* "ব্রহ্মে সকল এবং ব্রহ্ম সকলে" শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।

হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাবটী ক্রমে যখন সাধকের সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করে, তখনই তাঁহার সালোক্য মুক্তি বা পরমেশ্বরের সহিত এক লোকে বাস সিদ্ধ হয়।

সাধকের এইরূপ সালোক্য মুক্তির অবস্থা ক্রমে যখন অপেক্ষাকৃত গভীরতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মসত্তা অনুভবের ভাব যখন সাধকের অন্তশ্চক্ষুর নিকট উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি ধারণ করে; প্রেমময়ের প্রেমানন যখন তিনি সকল স্থানেই নিঃসংশয়রূপে দেখিতে পান; যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই যখন তাঁহার চক্ষু "বিশ্বতশ্চক্ষুর" উজ্জ্বল চক্ষুর উপরে পতিত হইতে থাকে, সেই সময়েই সাধকের প্রভুর সহিত একত্রাবস্থান ঘটে। এবং সেই অবস্থার নামই সামীপ্য মুক্তি।

যখন সাধকের এইরূপ সামীপ্য মুক্তির অবস্থা ক্রমে আরও গভীর ভাব ধারণ করে; এবং যখন তাঁহার আত্মা জনক পরমাত্মাতে সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করত সুধাপানে নিযুক্ত থাকে, তখনই তাঁহার সেই অবস্থাকে সাযুজ্য মুক্তি কহে। তদনন্তর ক্রমে যখন সাধক ব্রহ্মসত্তা-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া আপনার নিজ সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া বসেন, অর্থাৎ ক্রমে যখন তাঁহার বুদ্ধি মন ব্রহ্মধ্যানে একবারে লয় বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহার সেই অবস্থাকে নির্ব্বাণ বা চূড়ান্ত মুক্তি বলে।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, শাস্ত্রে যদিও সালোক্যাদি নানা প্রকার মুক্তির প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বাস্তবিক মুক্তি পদার্থ একপ্রকার মাত্র, নানাপ্রকার নহে; তবে সালোক্যাদি যে চারিটী মুক্তির অবস্থা বলা হইল তাহা কেবল সাধকের অনুরাগ বা উপাসনার গভীরতার তারতম্য মাত্র। অর্থাৎ সাধকের ব্রহ্মদর্শনভাব ক্রমশঃ যত উজ্জ্বলতর বেশ ধারণ করে; সাধক সর্ব্বপ্রকার পার্থিব ভাব হইতে ক্রমশঃ যত ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক ভাবে মগ্ন হইতে থাকেন; হৃদয় রাজের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও উপাসনা ক্রমে যত গভীর ভাব ধারণ করিতে থাকে; এবং ক্রমে তিনি যত আপনার সর্ব্বস্ব ধনকে নিকটতম প্রদেশে দর্শন করিয়া তাঁহার ভাবে মগ্ন হইতে থাকেন; ততই তাঁহার মুক্তির অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হইতে থাকে। অর্থাৎ ক্রমে সালোক্য হইতে সামীপ্য, সামীপ্য

হইতে সাযুজ্য, ইত্যাদি প্রকারে সাধক চূড়ান্ত মুক্তি লাভ করেন। অতএব মুক্তি পদার্থ একপ্রকারই, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মলাভই মুক্তি। আর ব্রহ্ম একপ্রকার ব্যতীত,নানাপ্রকার নহেন; সুতরাং মুক্তিও স্বরূপতঃ একপ্রকার বই নানাপ্রকার নহে। যথা, বেদান্তসার ৩। ৪। ১৭ অধিকরণ—

ব্রহ্মৈব মুক্তি র্ন ব্রহ্ম ক্বচিৎ সাতিশয়ং শ্রুতম্।
অত একবিধা মুক্তি র্বেধসো মনুজস্য বা॥

বিশেষরহিত যে ব্রহ্মাবস্থা বেদে তাহাকেই মুক্তি কহেন. সুতরাং মুক্তি পদার্থ একপ্রকার ব্যতীত নানাপ্রকার হইতে পারে না; তবে সালোক্য সামীপ্যাদি-রূপ যে বিশেষ কথন আছে তাহা কেবল উপাসনার তারতম্য প্রযুক্ত হয়, নতুবা প্রকৃত মুক্তি পদার্থ যাহাকে বলে তাহা ব্রহ্মা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই একরূপ। *

উপরে যাহা বলা হইল উহা মুক্তির ভাব পক্ষ। এক্ষণে মুক্তির অভাব পক্ষটী বুঝাইবার জন্য যতদূর পারা যায় চেষ্টা করা যাইতেছে।

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ † ব্যবস্থিতিঃ।

ভা. ২। ১০। ৬।

---

* পূর্ব্বে সমুদ্রেযঃ পন্থা ন স গচ্ছতি পশ্চিমং।
একঃ পন্থা হি মোক্ষস্য তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু॥

ম, ভা, মো', ধ, ৯৯। ৬।

† অর্থাদর্থান্তরং চিত্তে যাতি মধ্যে তু যা স্থিতিঃ।
নিরস্তা মননাকারা স্বরূপস্থিতিরুচ্যতে॥ ১।
সংশান্তসর্ব্বসংকল্পা যা শিলান্তরিব স্থিতিঃ।
জাড্যনিদ্রাবিনির্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃ স্মৃতা॥ ২।
অহন্তাংশে ক্ষতে শান্তে ভেদনিস্পন্দচিত্তয়া।
অজড়য়া প্রকটতি তৎস্বরূপমিতি স্থিতম্॥ ৩।
যৎ স্বরূপপরিভ্রংশশ্চেত্যার্থে চিতি মজ্জনম্।
এতস্মাদপরোমোহো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ৪। যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে মনের গমনকালে উভয় বস্তু অপ্রাপ্ত হইয়া মননত্যাগে মধ্যে যে অবস্থিতি সেই স্বরূপস্থিতি। ১। সকল সংকল্প ত্যাগ হইলে জড়তা এবং নিদ্রা রহিত অবস্থায় অন্তঃকরণের যে শিলার ন্যায় নিস্পন্দ স্থিতি সেই স্বরূপস্থিতি। ২। শরীরাদিতে অহংভাব ক্ষয় হইলে পর ভেদ শূন্য অজড় নিস্পন্দ জ্ঞান দ্বারা চিত্ত শান্ত হইলে জীবের স্বরূপ প্রকাশ হয় এই নিশ্চয় জানিবে। ৩। এবং দৃশ্য ধনাদি বিষয় জ্ঞানে যে মজ্জন অর্থাৎ আসক্তি সেই স্বরূপ-ত্যাগ; ইহার পর মোহ আর হয় নাই, হইবেও না॥ ৪।

আত্মা অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে তাহারই নাম মুক্তি। ১।

স্বরূপাবস্থিতির্ম্মুক্তিস্তদ্ভ্রংশোঽহন্ত্ববেদনম্ ॥

যো. বা. উৎ. প্রকরণ।

জ্ঞানভূমিতে স্বরূপাবস্থিতি মুক্তি, ও অজ্ঞানভূমিতে অহন্ত্ববেদন অর্থাৎ অহং সুখী অহং দুঃখী এইরূপ যে চিন্তা তাহাই বন্ধন। ২।

জ্ঞপ্তির্হি গ্রন্থিবিচ্ছেদস্তস্মিন্ সতি বিমুক্ততা।

মৃগতৃষ্ণাম্বুবুদ্ধ্যাদিশান্তিমাত্রাত্মকস্ত্বসৌ ॥

যো. বা. উৎ. প্রকরণ।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জড় ও চৈতন্যের বন্ধনগ্রন্থিচ্ছেদ হয়, এবং গ্রন্থিচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়। মৃগতৃষ্ণাতে জলবুদ্ধির শান্তি মাত্র মুক্তির স্বরূপ। ৩।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।

অথ মর্ত্ত্যো মৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥

কঠ. উপ. ৬ বল্লী। ১৫ শ্রুতি।

যখন পুরুষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থি * সকল ছিন্ন হয়, তখনই তিনি অমৃতত্তা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এই উপদেশকে সমুদয় বেদশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে। ৪।

যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে।

তদেব চ তপঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্তো মোক্ষ উচ্যতে ॥

যো. বা. উৎ. প্রকরণ।

চঞ্চলত্বহীন যে মন, তাহাকে জ্ঞানীরা মৃত কহেন, সেই মৃত মনই তপস্যার ফল মোক্ষরূপ হয়। ইহাই সকল-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৫।

তস্মাদুল্লাসমাত্রন্তু মনসো বন্ধতাং গতম্।

মনঃপ্রশমনো রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥

যো. বা. উৎ. প্রকরণ।

হে রাম! মনের যে উল্লাস অর্থাৎ প্রকাশ তাহাই বন্ধন। আর মনের যে শান্তি তাহাকেই জ্ঞানীরা মোক্ষ কহেন। ৬।

---

* আসক্তি ও কামনাদি।

এষ এব মনোনাশস্ত্ববিদ্যানাশ এব চ।
যদ্ যৎ সন্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবর্জ্জনম্ ॥
অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ।

যো. বা উৎ. প্রকরণ।

যে যে বস্তু সদ্রূপে বিদ্যমান আছে তাহাতে যে আস্থাপরিত্যাগ তাহাই মনোনাশ এবং অবিদ্যানাশ। ৭। এই অনাস্থারূপ যে মনোনাশ তাহাই নির্ব্বাণ, * আর আস্থা দ্বারা দৃশ্য বস্তুর যে গ্রহণ তাহাই সমস্ত দুঃখের কারণ। ৮।

" নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাদনিত্যসংসার সমস্ত-
সঙ্কল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ।"

নিরালম্ব উপনিষদ্।

নিত্যানিত্য বস্তু বিচার দ্বারা নিত্য বস্তু নিশ্চিত হইলে অনিত্য সংসারের সমুদয় সঙ্কল্প যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই সঙ্কল্পক্ষয়েরই নাম মোক্ষ †। ৯। অধিক কি, শাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের সঙ্কল্পকেও বন্ধনরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "আদ্যষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসসঙ্কল্পমাত্রং বন্ধঃ।"—'নিরালম্ব উপনিষদ্'।

ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেহ তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।

যো. বা. উৎ. প্রকরণ।

ইচ্ছা মাত্রই অবিদ্যাস্বরূপ, সেই ইচ্ছানাশের নামই মোক্ষ। ১০।

বন্ধোহি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

বাসনা দ্বারা যে বন্ধন সেই বন্ধন, এবং বাসনার যে ক্ষয় সেই মোক্ষ। ১১।

---

* শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার 'মণিরত্নমালা' নামক গ্রন্থের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন।—
" কস্যাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ ?"
কা হার বিনাশে জীবের মুক্তি হয় ?—মনের চঞ্চলতা।

† নিঃসঙ্কল্পো যথা প্রাপ্ত ব্যবহার পরো ভব।
ক্ষয়ে সঙ্কল্প জালস্য জীবো ব্রহ্মত্ব মাপ্নুয়াৎ ॥
অধ্যাত্ম রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৬ সর্গ ৫৫ শ্লোক।
সঙ্কল্প বিহীন হইয়া যথা প্রাপ্ত ব্যবহার কার্য্য সকল সমাধা কর।
সঙ্কল্প সকল ক্ষয় হইলেই মনুষ্য পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে লাভ করিতে পারে।—

ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
সর্ব্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষ ইতীষ্যতে॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

মোক্ষ বস্তু আকাশপৃষ্ঠে নাই পাতালে বা ভূতলেও নাই। সকল প্রকার আশাক্ষয় দ্বারা মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মোক্ষ। ১২।

শ্রূয়তাং জ্ঞানসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্।
ভোগেচ্ছামাত্রকো বন্ধস্তত্ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

জ্ঞানসাধনের সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর—ভোগেচ্ছা মাত্রই বন্ধন এবং ভোগেচ্ছাত্যাগের নামই মোক্ষ জানিবে। ১৩।

দৃশ্যসম্বলিতো বন্ধস্তন্মুক্তা মুক্তিরুচ্যতে।

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

জ্ঞান দৃশ্যযুক্ত হইলে বন্ধন হয় এবং দৃশ্যত্যাগে মুক্তিরূপ ধারণ করে। ১৪।

অসংসর্গাৎ পদার্থানামন্তঃশান্তির্বিমুক্ততা।

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

পদার্থ সকলের অসংসর্গ দ্বারা অন্তরে শান্তি হওয়াতে মুক্তি হয়। ১৫।

দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে॥

কুলার্ণবতন্ত্র ও উত্তরগীতা।

মম অর্থাৎ 'আমি আমার' এইরূপ যে দৃঢ় জ্ঞান তাহাই জীবের বন্ধের কারণ। এবং নির্ম্মম অর্থাৎ 'আমি আমার' এতদ্রূপ জ্ঞান রহিত হইলে অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে জীব মুক্ত হয়। ১৬।

অলমতিবিততৈর্বচঃপ্রপঞ্চৈরিয়মুদিতোরুসুখায় দৃষ্টিরেকা।
উপশমিতরসং সমং মনোঽন্তর্যদি উদিতং তদনুত্তমা প্রতিষ্ঠা॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ

বিস্তর বাক্যপ্রপঞ্চে কার্য্য নাই, এইপ্রকার একদৃষ্টির উদয় হইলেই নিত্য সুখ জন্মে। বিষয়-রসের শান্তি হইয়া যদি মনোমধ্যে সমতার উদয় হয়, তবে সেই উত্তম স্থিতিকেই পণ্ডিতেরা মুক্তি কহেন। ১৭।

এতাবতা মুক্তি সম্বন্ধে যত কিছু বলা হইল তাহাদ্বারা ইহা প্রকাশ হইতেছে যে, জীবাত্মার স্বরূপ-অবস্থিতিই মুক্তি এবং স্বরূপত্যাগই বন্ধন। হৃদয়গ্রন্থিসমূহের অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যের বন্ধনগ্রন্থিসমূহের উচ্ছেদই মুক্তি, এবং ঐ গ্রন্থির নামই বন্ধন। বস্তুর যথার্থ দর্শন বা ভ্রমবুদ্ধির অপনয়নই মুক্তি এবং অযথার্থ দর্শনই বন্ধন। চঞ্চলতাশূন্য মনের যে স্থির ভাবে অবস্থিতি তাহাই মুক্তি, এবং বহু বিষয়ে মনের যে গমনাগমন তাহাই বন্ধন। মনের যে শান্তিরূপ নির্ম্মল আনন্দ তাহাই মুক্তি, এবং মনের যে উল্লাস বা প্রকাশ তাহাই বন্ধন।

পৃথিবীর কোন বস্তুর প্রতি আস্থা না থাকার নামই মুক্তি, এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকাও সুদৃঢ় বন্ধন। অনিত্য সংসারের সমস্ত সঙ্কল্পের ক্ষয় হওয়ার নাম মুক্তি; এবং সঙ্কল্প মাত্রেই বন্ধন; অধিক কি, প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের যে সঙ্কল্প তাহাকেও বন্ধন বলিয়া জানিবে। আমি বা আমার জ্ঞান না থাকা অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের এইরূপ যে জ্ঞান তাহাই মুক্তি, এবং আমি বা আমার এতদ্রূপ যে অজ্ঞান তাহারই নাম বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা বা বাসনার ত্যাগই মুক্তি, এবং স্থূল বাসনা মাত্রেই আত্মার বন্ধন। সকলপ্রকার আশা ক্ষয় হইলে মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মুক্তি, এবং আশা মাত্রেই বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে ভোগচিন্তার যে বিরাম তাহাই মুক্তি এবং অতিসামান্যপরিমাণ যে ভোগ-চিন্তা তাহাও সুদৃঢ় বন্ধন। সকলপ্রকার আসক্তিত্যাগই মুক্তি, এবং এবং বিষয়সঙ্গই বন্ধন।

দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য বস্তুর যখন সম্বন্ধ না থাকে, অর্থাৎ দৃশ্য বস্তুর মধ্যে কেবল সর্ব্বত্রব্যাপ্ত ব্রহ্মের দর্শন যখন ঘটে, তখনই মুক্তি; এবং দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য বস্তুর যে সম্বন্ধ, অর্থাৎ দৃশ্য বস্তুর মধ্যে ব্রহ্মদর্শন না হইয়া কেবল মাত্র জড় বস্তুর যে দর্শন হয় তাহাই বন্ধন। বিষয়-রসের শান্তি হইলে মনের মধ্যে যে সমতার উদয় হয় তাহাই মুক্তি

এবং আত্মপদ লব্ধ হইলেও মনের দ্বারা যে বিষয়-মনন তাহাই সর্ব্বপ্রধান বন্ধন জানিবে।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই সমস্ত বাক্য দ্বারা একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ জীবাত্মা যখন আপনার চির আশ্রয়-স্বরূপ জনক পরমাত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, সেই সময়ই তাহার মুক্ত বা জীবন্ত অবস্থা; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র অবস্থিতি করে, ততক্ষণই তাহার বন্ধন বা বিকৃতাবস্থা। যথা, পঞ্চদশী ধ্যানদীপ ১৩৯ শ্লোক—

নিত্যং নির্গুণরূপন্তন্নামমাত্রেণ গীয়তাম্।
অর্থতো মোক্ষএবৈষ সংবাদিভ্রমবন্মতঃ॥

মুক্তি এবং গুণাতীত পরব্রহ্ম প্রাপ্তি এ কেবল নাম মাত্র প্রভেদ, নতুবা উভয়েরই মোক্ষমাত্র অর্থ। উভয়েই সংবাদিভ্রমের ন্যায় ফলজনক হয়।

জীবন্মুক্ত অবস্থা।

যশঃপ্রভৃতিকা যস্মৈ হেতুনৈব বিনা পুনঃ।
ভোগা ইহ ন রোচন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

যো. বা. বৈ. প্রকরণ।

রোগাদি হেতু ব্যতিরেকে স্বভাবতঃ যশঃ পুণ্য ঐশ্বর্য্যাদি ভোগে যাঁহার রুচি না হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত।

তস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

যে ব্যক্তি হইতে লোকের উদ্বেগ না হয়, এবং লোক সকল হইতে যিনি উদ্বিগ্ন না হন, আর যিনি হর্ষ এবং ক্রোধ হইতে মুক্ত, তিনিই জীবন্মুক্ত।

আপৎসু চ যথাকালং সুখদুঃখেষ্বনারতম্।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স মুক্ত ইতি কথ্যতে ॥*

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

আপৎকালে অথবা অন্যকালে সুখ দুঃখ প্রাপ্তিতে যিনি হৃষ্ট কিংবা ম্লান না হন, তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত হন।

একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবগুণবর্জ্জিতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানরসাস্বাদে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

জীবন্মুক্তিগীতা।

যিনি স্বাভাবিকগুণবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ-রসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা একাকী অবস্থিতি করিতে ভাল বাসেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন।

বিদ্যাদৃশীং প্রৌঢ়িমুপাগতেন স্বয়ম্ভুবিদ্যাবিষয়েণ তেন।
সর্ব্বত্র সংসক্তিবিবর্জ্জিতেন স্বতেজসা তিষ্ঠতি যঃ সমুক্তঃ ॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

বিবৃদ্ধবিদ্যাদৃষ্টিপ্রাপ্ত, ব্রহ্মবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, এবং সর্ব্বত্র সংসক্তিহীন যে স্বকীয় তেজঃ সেই তেজঃ দ্বারা যাঁহার স্থিতি হয়, তিনিই মুক্ত।

কো বন্ধঃ কস্য বা মোক্ষ একং পশ্যেৎ সদা হি সঃ।
এতৎ করোতি যো নিত্যং স মুক্তো নাত্র সংশয় ॥

শি. সং. ৫। ১৭৩।

বন্ধই বা কি এবং মোক্ষই বা কার হয়, এ সকল কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া যে সাধক সর্ব্বদা কেবল এক পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, সেই সাধক নিশ্চয় মুক্ত।

---

* দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ গী, ২। ৫৬।

দুঃখ কষ্টে যাঁহার মন বিষাদিত না হয়, আর সুখ ভোগেও যাঁহার স্পৃহা না থাকে, এবং অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তাঁহাকেই যথার্থ স্থির-প্রজ্ঞ মুনি কহা যায়।

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বমাকাশং জগদীশ্বরম্।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

জী. গী.।

সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্যস্বরূপ জগদীশ্বর তাঁহাকে যিনি সমুদয় জীবের অন্তরাত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন।

ঊর্দ্ধং ধ্যানেন যঃ পশ্যেৎ বিজ্ঞানং মন উচ্যতে।
শূন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

যিনি ধ্যান দ্বারা উর্দ্ধ দর্শন করেন অর্থাৎ উর্দ্ধস্থিত আকাশের ন্যায় পরমাত্মাকে ভাবনা করেন, তাঁহার মনকে বিজ্ঞান কহা যায়, এবং সেই মন যাঁহার শূন্যস্বরূপ হইয়া লয় বিলয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন।

চিদাত্মন ইমা ইত্থং প্রস্ফুরন্তীহ শক্তয়ঃ।
ইত্যস্যাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুতূহলম্॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

জগতে যত বস্তু প্রকাশ পাইতেছে সকলই চিদাত্মার শক্তি এইরূপ জ্ঞান দ্বারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কোন আশ্চর্য্য বিষয়ে কৌতূহল হয় না।

নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাম্।
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহান্মুক্ততৈব যা॥

যো. বা উৎ, প্রকরণ।

ব্রহ্মজ্ঞানবিচারকারী কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ মনুষ্যদের দেহত্যাগে যে মুক্তি হয় সেই মুক্তি জীবদ্দশাতেই হয়।

ব্রহ্ম।

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ॥

ম. ত. ৩। ৯.

যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ইহা অবস্থিতি করিতেছে, এবং সৃষ্টির অব্যক্ত অবস্থায় এ সমস্তই যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও।

তদেব সর্ব্বমেবৈতদ্ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্॥
পরস্য ব্রহ্মণোরূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ।
ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথা পরম্॥

বি. পু.।

সেই ব্রহ্ম ব্যক্ত ও অব্যক্ত লক্ষণাক্রান্ত সৃষ্টিশক্তিস্বরূপে, পুরুষস্বরূপে, এবং কালস্বরূপে স্থিতি করেন। পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞানভাবই তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্বরূপ; ব্যক্ত ও অব্যক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট সৃষ্টিশক্তি তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ *; এবং আদ্যন্ত রহিত কাল তাঁহার তৃতীয় স্বরূপ।

পরিচ্ছেদো যতো নাস্তি দেশকালস্বরূপতঃ।
আত্মনঃ সর্ব্বথা তস্মাদাত্মা পূর্ণো ভবেৎ কিল॥

শি. সং. ১। ৫৪।

অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার স্বরূপতঃ দেশকালাদিতে পরিচ্ছেদ নাই। সেই পূর্ণ পুরুষ পূর্ণভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন।

---

* শক্তি যদিও কার্য্য করে বটে, কিন্তু সে নিজে অন্ধ, একারণ জ্ঞানের অধীন হইয়া তাহাকে কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং পুরুষভাবই পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ।

যদি সৃষ্টিশক্তিকে পরমেশ্বরের দ্বিতীয় স্বরূপরূপে বলা হইয়াছে বটে, বস্তুতঃ উহা তাঁহার স্বরূপ নহে। তিনি উহার অতীত।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

কঠ উ. ৬।১২ শ্রুতি।

এই পরমাত্মাকে বাক্য দ্বারা মন দ্বারা অথবা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল জগতের মূল অস্তিস্বরূপে তাঁহাকে জানা যায় মাত্র। অতএব অস্তিস্বরূপে তাঁহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে না পায়, তাহার জ্ঞানাগোচর তিনি কিরূপে হইবেন? *

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥

কঠ উ. ৬। ১২-১৩।

এই পরমাত্মাকে দুই প্রকারে জানা যায়। তিনি আছেন এইরূপ করিয়াও তাঁহাকে জানা যায়; আর তাঁহার তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে জানা যায়। এই উভয় প্রকারের মধ্যে অস্তি মাত্র রূপে প্রথমতঃ যাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায়, পশ্চাৎ আপনা হইতেই তাহারা তাঁহার সেই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বভাব জানিতে পারে।

* ইহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাতন বাইবেলে এই বিষয়ের একটি সুন্দর গল্প আছে; যথা,
(And) God said unto Moses, I AM THAT I AM : and he said. Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you—EXODUS III. 14.

যাঁহাদিগের শুনিবার শক্তি আছে বাস্তবিকই তাঁহাদিগকে পরমেশ্বর প্রত্যেক স্থান হইতে অবিরত উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "আমি আছি," "আমি আছি।" তাঁহারা আরও শুনিতেছেন, বৃক্ষ লতাগণ নিঃশব্দে তাঁহারই অস্তিত্বের কথা বলিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ ঘোর রবে মহাগগনে তাঁহারই অস্তিত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে; গর্ভস্থ শিশুও যোড়করে সমস্ত জগদ্বাসীকে সেই পরমেশ্বরের মহান্ সত্তাতে বিশ্বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। অন্যের কথাতেই বা প্রয়োজন কি? প্রত্যেক মনুষ্যের নিজ নিজ দেহ ও প্রাণ কি বলিতেছে? প্রাণ এবং দেহ ইহারা উভয়েই বীরদর্পে বলিতেছে "তিনি আছেন" "তিনি আছেন।" অতএব সেই সকল জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞানান্ধ জীবগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ও বাহ্য সভ্যতাতে ধিক্ থাকুক, যাহাদের অপবিত্র কর্ণ এরূপ পবিত্রতম গম্ভীর শব্দ শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

রাজর্ষি জনক উপবনে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিয়াছিলেন—তমাল বনে অদৃশ্য সিদ্ধগণ এইরূপ গাথা গান করিতেছেন—

অশিরস্কমকারাভমশেষাকারসংস্থিতম্।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥ যো, বা, উপ, প্রকরণ।

যিনি মস্তকাদি অবয়ব রহিত, যিনি প্রত্যেক বস্তুতে সমভাবে অবস্থিত, যিনি "আমি আছি" এই কথা অজস্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা সেই পরমাত্মাকে উপাসনা করি।

ঋতমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ।
কল্পিতা ব্যবহারার্থং সত্য সংজ্ঞা মহাত্মনঃ॥

যো. বা. উৎ. প্রকরণ।

এই অস্তি স্বরূপ পরমেশ্বরের কোন নাম নাই। জ্ঞানীরা ব্যবহারার্থে এই নাম-রহিত মহাত্মার নাম ঋত, আত্মা, পরব্রহ্ম এবং সত্য ইত্যাদি শব্দরূপে কল্পনা করিয়াছেন মাত্র।

আকাশং বাহ্যশূন্যত্বাদনাকাশঞ্চ চিত্ততঃ।
অকিঞ্চিদ্‌যদনির্দেশ্যং বস্তু সদিতি কিঞ্চন॥

যো. বা. উৎ. প্রকরণ।

বাহ্যরূপাদির শূন্যত্ব প্রযুক্ত এই ব্রহ্মই আকাশ, এবং চিৎস্বরূপ প্রযুক্ত ইনিই অনাকাশ; অপর নির্দ্দেশকরণাভাব জন্য এই ব্রহ্ম অকিঞ্চিৎ অর্থাৎ কিঞ্চিদ্বস্তুভিন্ন, এবং ইনিই একমাত্র সত্য বস্তু এজন্য কিঞ্চিৎও হন।

সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম।

পূর্ণশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের সমুদয় শক্তিই যে এই বিশ্বের সৃজন পালনাদিতে নিযুক্ত আছে তাহা নহে। তাঁহার অনন্ত শক্তির সামান্য একাংশ মাত্র কেবল এই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অবস্থিতি করিতেছে; অবশিষ্ট সমস্ত অংশই শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত স্বভাবে অবস্থিত আছে। এই জগতে সৃজন-পালনাদিতে পরমেশ্বরের যে অংশ ব্যাপৃত আছে তাহারই নাম সগুণ ব্রহ্ম * বা ঈশ্বর। এবং জগতের অতীতরূপে মুক্ত স্বভাবে তাঁহার যে অবশিষ্ট অংশ অবস্থিতি করে তাহারই নাম নির্গুণ ব্রহ্ম অথবা তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য।

---

* গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ। ভা, ২।৬।৩১।

স্বরূপতঃ তিনি নির্গুণ; কিন্তু সৃষ্টির সময় মায়া অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তির সংসর্গে মহৎ মহৎ গুণ গ্রহণ করেন।

"বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ।"

বে. সূ. ৪।৪।১৯।

ঈশ্বর যে কেবল সগুণরূপে সৃষ্ট্যাদি বিকারের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাহা নহে, তিনি নির্গুণরূপে অনাবৃত স্বভাবেও অবস্থিতি করেন।

ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেকদেশভাক্।
ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদ্যেব বর্ত্ততে॥

প. দ. ২।৪৮।

পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তি যাহার নাম মায়া তাহা তাঁহার পূর্ণ শক্তি নহে, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ শক্তির একদেশ মাত্র। যেমন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি হইতেই ঘট-শরাবাদি উৎপন্ন হয় না, কেবল মাত্র আর্দ্র মৃত্তিকাতেই হয়।

পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ।
ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ॥

প. দ. ২।৪৯।

পরমাত্মার এক পাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপ। এই প্রকারে পরব্রহ্মেতে মায়ার অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তির একদেশবৃত্তিত্ব শ্রুতিতে উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি তাঁহার পূর্ণভাবের একাংশ মাত্র।

স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
বিকারাবর্ত্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্বচঃ॥

সেই পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরশক্তি মায়া ঈশ্বরের সর্ব্বাবয়বব্যাপী নহে, এতদ্বিষয়ে শ্রুতি এবং শারীরক সূত্র প্রমাণ দর্শাইতেছেন। যথা, পরমেশ্বরের স্বীয় শরীরের কিয়দংশ এই সমুদয় জগৎকে ব্যাপিয়া, ও অতিরিক্ত কিয়দংশ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত রূপে অবস্থিতি করিয়া আছে।

নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী॥

প. দ. ২।৫২।

পরমেশ্বর নিরবয়ব, সুতরাং তাঁহার স্বরূপের অংশ সম্ভব হয় না, অতএব তাঁহার স্বরূপের কোন অংশ বিকারব্যাপী কোন অংশ অনাবৃত ইহা বলা কি প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হয়? তাহাতে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। নিরংশ নির্ব্বিকার পরমেশ্বরে অংশ আরোপ করিয়া পরমহিতৈষিণী শ্রুতি প্রশ্নকারী শিষ্যদিগের প্রতি উক্তপ্রকার-অংশচ্ছলে উপদেশ করিয়াছিলেন মাত্র। নতুবা বস্তুতঃ নিরংশ পরমেশ্বরের অংশ সম্ভবে না।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয়।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

গী. ১০।৪২।

হে ধনঞ্জয়! পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ বিভূতি চিন্তায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই। এইমাত্র জানিও যে, আমি একাংশে সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি, এবং আমার অতিরিক্ত অংশ শুদ্ধ মুক্ত নিত্য রূপে অবস্থিত আছে।

অতএব কেবল মাত্র বুঝিবার সুবিধার জন্যই প্রথমোক্ত তিন পাদ অনাবৃত ব্রহ্ম. অসঙ্গ ব্রহ্ম চৈতন্য, তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য, আধার চৈতন্য, নিরুপাধি, নিষ্ক্রিয়, নিগুর্ণ ইত্যাদি এবং শেষোক্ত এক পাদ ঈশ্বর, সর্ব্বেশ্বর সগুণ, বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর ইত্যাদি এবং সমুদয় চারি পাদ পূর্ণব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ইত্যাদি নাম ও বিশেষণ দ্বারা কথিত হইয়া থাকে। নতুবা উপরি উক্ত তিন পাদ এক স্বতন্ত্র ব্রহ্ম এবং এক পাদ আর এক ব্রহ্ম এমত নহে।

ব্রহ্মে সকল এবং ব্রহ্ম সকলে।

সর্ব্বত্রব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর প্রত্যেক ভূতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; এবং তাঁহারই প্রকাণ্ড উদরে অর্থাৎ এই মহাচিৎ গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে।

অসংখ্যেয়জগদ্ভূতহৃৎপদ্মভ্রমরাত্মনে।
জগত্ত্রয়ৈকনলিনীসরসে বিষ্ণবে নমঃ॥

যো. বা উপ প্রকরণ।

গাধি কহিলেন, অসংখ্যেয় প্রাণীর হৃদয়পদ্মের ভ্রমরস্বরূপ এবং জগত্ত্রয়-রূপ পদ্মের সরোবরস্বরূপ বিষ্ণুকে নমস্কার করি।

তত্রব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি সন্ত্যসংখ্যানি ভূরিশঃ।
তান্যন্যোন্যমদৃষ্টানি ফলানীব মহাবনে॥*

যো. বা. উৎ. প্রকরণ।

---

* আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই প্রাচীন কালেও জানিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ড দুটী একটি নহে। শত শত সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড এই অসীম ব্রহ্মসমুদ্রের গর্ভে অব-স্থিতি করিতেছে। কেবলই যে ভগবান্ বশিষ্ঠের উক্তিতে এ বিষয় জানিতে পারা [illegible] নহে, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতিতেও এইপ্রকার উক্তি অনেক আছে, যথা—

হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ পরমা মুনে।
অণ্ডানাং তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ॥
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানি চ॥

বি, পু, ২ স, ৭ অ,।

হে মুনে! প্রকৃতি অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিই সকলের হেতুভূত। তাহা সহস্র সহস্র অণ্ডের কারণ। ঈদৃশ অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড [প্রকৃতি বা মায়া শীর্ষক প্রস্তাব দেখ] শত শত সহস্র সহস্র অযুত অযুত এবং কোটি কোটি আছে।

ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে চত্বারিংশ এবং একচত্বারিংশ শ্লোকে

দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্ট পরমাণুবৎ।
লক্ষ্যন্তেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশোহ্যণ্ডরাশয়ঃ॥
তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্।
বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্য মহাত্মনঃ॥

এইরূপ কোটি কোটি অর্থাৎ রাশি রাশি ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্নিবিষ্ট পরমাণুর ন্যায় যাঁহাতে লক্ষ্য হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই অক্ষর এবং নিখিল কারণের কারণ স্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন।

তথা ব্রহ্মসংহিতায় ৫ম অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবনে যেমন অসংখ্য ফল থাকে, তাহার ন্যায় এই মহাচিৎ-গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে, কিন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর দৃষ্ট হয় না।

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুতঃ
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ॥

আত্মজ্ঞাননির্ণয়।

যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্তু সমূহের বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদয় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্রূপ স্বরূপতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ যে পরমাত্মা তিনি সত্তারূপে ইহার অন্তর্ব্বাহ্যে অবস্থিতি করিয়া আকাশাদি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

স্বয়মন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নিখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিপ্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ॥

আত্মবোধ।

যে প্রকার অগ্নি প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের অন্তরে ও বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে প্রকাশ করত আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মবস্তু সমস্ত পদার্থের অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসারকে প্রকাশন করত স্বয়ং প্রকাশিত রহিয়াছেন।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

ঈশোপনিষদ ৬ শ্রুতি।

যিনি সকল বস্তুকে পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত দেখেন এবং এই পরমাত্মাকে সকল বস্তুতে বর্ত্তমান দেখেন, তিনি আর কোন বস্তুতে ঘৃণা করেন না।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

মনু ১২। ৯১।

পরমাত্মা স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতেতে আছেন এবং পরমাত্মাতে সকল ভূতের অবস্থিতি, এইরূপ সমদৃষ্টি দ্বারা আত্মযাজী ব্যক্তি স্বারাজ্য অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

গী. ৬। ২৯।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যোগাভ্যাসাধীন যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ সমদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মাকে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকল প্রাণীতে বিরাজিত এবং পরমাত্মাতেও সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অবস্থিত দেখেন।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

গী. ৬। ৩০।

যে ব্যক্তি সকল প্রাণীতে পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে এবং সকল প্রাণীকে আমাতে দৃষ্টি করেন, তিনি আমার অপ্রত্যক্ষ নহেন এবং আমিও তাঁহার অপ্রত্যক্ষ নহি।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥*

গী. ৬। ৩১।

যিনি সকল ভূতেতে অবস্থিত আমাকে সর্ব্বদা একরূপ দৃষ্টি করেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোন রূপে অবস্থিত হউন না কেন, তিনি সর্ব্বদা আমাতেই অবস্থিত থাকেন।

---

* সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃপরিপঠ্যতে॥

বি, পু, ১।২।১১।

পরমেশ্বর এই জগতের সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এবং সমুদয় বিশ্ব সংসার তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, এই কারণে জ্ঞানীরা তাঁহাকে বাসুদেব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ ম, নি, তন্ত্র, ১০।২১২।

দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ।

এই দ্বৈত জগৎ যাহা সম্মুখে দেখিতেছি, ইহা এক ভাবে সৎ এবং আর এক ভাবে অসৎ, ইহা সত্যাসত্য উভয়ই। এক পক্ষে জগৎ নিত্য ও সৎ; অর্থাৎ চিরদিনই ইহার কার্য্যপ্রণালী যথানিয়মে চলিয়া আসিতেছে, ও চলিতে থাকিবে। জগতে কেবল রূপান্তর, স্থানান্তর, ও অবস্থান্তর হইতেছে মাত্র; কিন্তু কোন বিষয়েরই সম্যক্ বিলোপ বা সম্যক্ প্রাগভাব নাই।

যদিও জগৎ উক্ত ভাবে নিত্য, তথাপি প্রকৃত পক্ষে ইহা নিতান্তই অবস্তু, ইহার নিজ সত্তাশক্তি মাত্র নাই, ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও ইচ্ছাই ইহার সর্ব্বস্ব। ইহা চিরকালই বস্তুরূপে প্রকাশিত বটে, কিন্তু চিরকালই যথার্থতঃ অবস্তু!

সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্কইব বাসরঃ।
সতি পুষ্পইবামোদশ্চিতি সত্যং জগত্তথা॥
প্রতিভাসত এবেদং জগন্ন পরমার্থতঃ॥

যো. বা. স্থিতি প্রকরণ।

যেমন, যাবৎ দীপ থাকে তাবৎ আলোক থাকে, এবং যাবৎ সূর্য্য প্রকাশ থাকে তাবৎ দিন থাকে, আর যাবৎ পুষ্প থাকে তাবৎ গন্ধ থাকে, সেই রূপ সত্যস্বরূপ ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সত্তাতেই এই জগৎ সত্যরূপে প্রকাশ হয়। এই জগৎ কেবল প্রতিবিম্বমাত্ররূপেই প্রতিভাসমান হয়, পরমার্থতঃ জগৎ বস্তু নহে।

এক ভাবে এক অবস্থাতেই যে চিরকাল বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকৃত পক্ষে নিত্য; জগৎ সেপ্রকার নহে, ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থেরই প্রতিনিমেষে অবস্থা-পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং ইহা এ ভাবেও নিত্য

হে পার্ব্বতি! যিনি ব্রহ্মেতে সকল বস্তুর অবস্থিতি, এবং সমস্ত জগতে ব্রহ্মের অবস্থিতি দর্শন করেন; তাঁহাকেই উৎকৃষ্ট কুলাচারী; এবং জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিও।—

নহে। যাহা বাস্তবিক নিত্য, তাহার কোনরূপই ভাবান্তর ও পরিবর্ত্তন নাই। আর জগতের উপাদানস্বরূপ পরমাণুগণ যদি নিত্য ও স্বতন্ত্র হইত, তাহা হইলে কেনই বা উহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ বা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে বা সম্পূর্ণরূপে পরকীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে যাইবে। সর্ব্বতোভাবে নিত্য ও স্বতন্ত্র পরমাণুগণ তাহা হইলে কখনই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্বাধীন হইত না। ঈশ্বর যতই তাহাদিগকে স্বীয় নিয়মশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে যাইতেন, তাহারা কোন মতেই তাহাতে সম্মত হইত না, প্রত্যুত সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সমকক্ষতাচরণই করিত।*

* ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন পরমাণু ও জীবাত্মা এতদুভয়কেই নিত্য বলিয়াছেন। উক্ত দর্শনদ্বয় যে প্রলয়াবস্থাতেও পরমাণু ও জীবাত্মার সত্তা স্বীকার করেন তাহার কারণ এই যে, মহর্ষি গোতম ও কণাদ "মহৎ" "অহঙ্কার" ও "সূক্ষ্মভূত" সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতির অবান্তর সর্গ সকল পরিত্যাগ করত সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন (প্রকৃতি বা মায়া নামক প্রস্তাব দেখ)। তাঁহারা প্রাকৃতিক প্রলয় সম্বন্ধে কোন কথাই কহেন নাই। সুতরাং নৈমিত্তিক প্রলয়ে যে পরমাণু ও জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে ইহা সকল শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত।

কেবল গোতম ও কণাদই যে অবান্তর সর্গ সকল পরিত্যাগ করত সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন তাহা নহে। শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে মনু প্রভৃতি অনেকেই ঐ সকল পরিত্যাগ করত জল হইতে সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন (মনু ১। ৮)। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতির কথাও স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন (মনু ১। ১৪—১৫)।

প্রতি কল্পান্তে পৃথিবী জল দ্বারা প্লাবিত হইলে পুনর্ব্বার পরমেশ্বর যখন পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করত তৎপৃষ্ঠে সৃষ্টি রচনা করেন তখন তাঁহাকে নূতন করিয়া আর 'তন্মাত্র' বা 'আত্মমাত্র' সকল সৃজন করিতে হয় না। কারণ নৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রাকৃত অর্থাৎ সূক্ষ্ম সৃষ্টি সকল নষ্ট হয় না। তাহারা স্থূল অণ্ড স্বরূপ পৃথিবীতে অতিসূক্ষ্মভাবে অবস্থিত থাকে। সুতরাং এই প্রকার নৈমিত্তিক জগৎ রচনার উপলক্ষে উহারা পূর্ব্ব হইতেই থাকে, এবং ঈশ্বরও পূর্ব্ব হইতেই থাকেন। সুতরাং এতাদৃশ অবস্থায় উহাদিগকে নিত্য বলিলে আপাততঃ কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে, এই অভিপ্রায়েই ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র পরমাণু, জীব, ও ঈশ্বর এই তিনকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিত্য বলিয়াছেন।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সহিত অন্যান্য শাস্ত্র সমূহের প্রলয় ও সৃষ্টি সম্বন্ধে এইপ্রকার অনৈক্য দেখিয়া অনেকেই ইহাদিগকে পরস্পর বিপরীতমতপ্রকাশক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদিগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহের মধ্যে যিনি যেটী অস্বীকার করিয়াছেন, অথবা যিনি যেটীর উল্লেখ না করিয়া উহ্য রাখিয়াছেন, তিনি সেইটীর গুণ, ধর্ম্ম ও শক্তি তদ্রূপ অন্য এক বস্তুতে আরোপ করিয়া আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন

যদিও জগতের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তথাচ ইহা ভেল্কী বা মায়া নহে; জগতের নিয়মশৃঙ্খলার বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিলে ইহাকে ভেল্কী বলিয়া কখনই বোধ হইতে পারে না।

ফল কথা এই যে, এই জগৎ সৎ ইহাও সত্য, এবং বাস্তবিক অসৎ ইহাও সত্য। ইহার সত্তা আছে বটে, কিন্তু সে সাপেক্ষ সত্তা, নিরপেক্ষ সত্তা নহে। ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছাই ইহার পত্তনভূমি।

জগৎ যেরূপ ব্রহ্ম নহে, আমাদের জীবাত্মাও সেইরূপ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাত্মা নহে। উহা জড়োৎপন্নও নহে; কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মই তাহার সমুদয় শক্তি ও জ্ঞানের অবলম্বন। ব্রহ্মই তাহার প্রাণ। যথা—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥

কঠ. উপ. ৩।১ শ্রুতি।

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে গুহা মধ্যে দুইজন প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; তন্মধ্যে একজন অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপর একজন তাহা প্রদান করেন। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে ছায়া আর আতপের ন্যায় বলেন; এবং পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মীরাও এইপ্রকার কহিয়া থাকেন।

মাত্র। (যথা, ভা, ১১।২২।২৩) নতুবা স্থূল বিষয়ে প্রায়ই ঐক্য আছে। এ বিষয়ে ভগবান্ পার্ব্বতীপতি এই কথা বলিয়াছেন। যথা,

ষড়্ দর্শনানি স্বাঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিকরৌ শিরঃ।
তেষু ভেদং হি যঃ কুর্য্যান্মমাঙ্গচ্ছেদ এব হি॥

কুলার্ণব তন্ত্রম্।

বেদান্তাদি ছয় দর্শন আমার শরীরের ছয় অঙ্গ স্বরূপ হয়। তাহাদিগকে যাহারা ভিন্ন-ভাবে দর্শন করে, তাহারা আমার অঙ্গচ্ছেদ করে।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণের ন্যায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যেও অনেকেই জগতের ভাবি প্রলয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের Proctor, অষ্ট্রিয়ার Lohschmidt, এবং তদ্ব্যতীত Professor Tay, Thompson এবং Klansius ইহাঁরা প্রত্যেকেই জগতের ভাবি প্রলয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মনু লিখিয়াছেন।

জীবসংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু॥

অ. ১২।১৩।

অন্তরাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার অতিরিক্ত জীবাত্মা নামে একটি স্বতন্ত্র আত্মা প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে জন্মে, তাহাই সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে।

এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা,
বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ।
স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে॥

প্রশ্ন. উপ. ৪।৯।

মহর্ষি পিপ্পলাদ কহিলেন, হে গার্গ্য! ইনি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। ইনি অক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বর্ত্তমান সময়ের অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের মত এই যে, বৃক্ষ লতা, জীব জন্তু, গ্রহ নক্ষত্রাদি যে কিছু বস্তু আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমস্তই অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মবস্তু। কারণ এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কোথা হইতে আসিবে? সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন কেবল একমাত্র পরমেশ্বরই পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, এবং এই বহু হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের মতে এই জগৎও ব্রহ্মবস্তু এবং আমাদের আত্মাও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাত্মা। যখন মনুষ্যরূপী অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি আপনাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন। তাঁহাদিগের মতে আপনাকে এইরূপে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার নামই মুক্তি বা মোক্ষ।

যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কিছুই ছিল না; এক মাত্র তিনিই পূর্ণভাবে অনন্তদেশ অধিকার করত বর্ত্তমান ছিলেন; যদিও এই জগতের উপাদান সকলকে তিনি বাহির হইতে আহরণ করেন নাই, তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় শক্তি হইতেই এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল;

যদিও তিনিই ইহার সর্ব্বস্ব; তথাচ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছি এ সমস্তই যে জড় ও জীব ভাবাপন্ন ব্রহ্ম, এ কথা কখনই বলিতে পারিব না। কারণ, জ্ঞানময় ব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব ও জড় জগৎরূপে স্বয়ং পরিণত হইলেন, এ কথা আদৌ গ্রাহ্য নহে। যদিও পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান বিরহে আমাদের আত্মা জড় মাত্র এবং তিনিই আমাদের আত্মার আত্মা বা মুখ্য আত্মস্বরূপ হন, তথাচ আমরা যে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, ইচ্ছা করিয়া অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়া সংসার-তাপে তাপিত হইতেছি এবং আমার সম্মুখস্থ ঐ দস্যুগণ এবং ঐ শিবিকাবাহকগণ ও সেই ব্রহ্ম স্ব-ইচ্ছায় অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়া এক্ষণে এই মর্ত্ত্যলোকে জীবিকার জন্য সদসৎকার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে, এ কথা উন্মাদ না হইলে গ্রাহ্য করা যায় না। সুতরাং আমি বা আমার সম্মুখস্থ ঐ দস্যুগণ কেহই অবিদ্যা-বচ্ছিন্ন ব্রহ্ম নহি।

কিন্তু যে চৈতন্যস্বরূপ দেবতা আমাদের অন্তঃকরণে সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, যাঁহার সত্তাকে আশ্রয় করিয়া আমরা জীবিত আছি, তিনি ব্রহ্ম। "সেই ব্রহ্মই আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণ এবং সেই ব্রহ্মই আমাদের সকলের প্রকৃত আমিত্ব"। এই ভাবের অদ্বৈতবাদই যথার্থ প্রেম-পূর্ণ অদ্বৈতবাদ। এই অদ্বৈতবাদের মধ্যে দ্বৈতবাদও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছে। বস্তুতঃ এই দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্রিত ভাবটী যে পর্য্যন্ত সাধক উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তত দিন তিনি প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞান হইতে অনেক দূরে অবস্থিতি করেন। যথা,—ভগবান শিব বলিয়াছেন—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্ ॥

কু. ত. ৫।১।১১০।

কেহ কেহ অদ্বৈত পক্ষ প্রতিপন্ন করেন এবং কেহ কেহ দ্বৈতপক্ষ প্রতি-পন্ন করেন; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই আমার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত নহেন, কারণ যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, তাহা সম্পূর্ণ দ্বৈত অথবা সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় বিবর্জ্জিত। অর্থাৎ দ্বৈত এবং অদ্বৈত এই উভয়ের মিশ্রিত ভাবটীকেই যথার্থ তত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

প্রজাপতি দক্ষও অবিকল এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা,—

দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্ ॥

দক্ষস্মৃতি, ৭ম অধ্যায় ৪৯ শ্লোক।

দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়, ইহার মধ্যে শুদ্ধ দ্বৈত কি শুদ্ধ অদ্বৈত এরূপ নহে, দ্বৈতাদ্বৈতই পারমার্থিক।*

নবীন অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণকে রামানুজ বলিয়াছিলেন—

নিরস্তাখিলদুঃখোঽহমনন্তানন্দভাক্ স্বরাট্।
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ত্ততে ॥

---

* নাহং নৈব চ সংবদ্ধো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতঃ।
ঈদৃশায়াং ত্ববস্থায়ামবাপ্তং পরমং পদম্ ॥
দ্বৈতপক্ষঃ সমাখ্যাতো যে দ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ।
অদ্বৈতানাং প্রবক্ষ্যামি যথা ধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ ॥
বোধস্বরূপমাত্রস্তু জ্ঞানালোকং নিরাময়ম্।
আনন্দৈকরসং নিত্যং ব্রহ্ম ধ্যায়েৎ সনাতনম্ ॥
অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যো বিপশ্যতি।
অতঃ শাস্ত্রাণ্যধীয়ন্তে শ্রূয়ন্তে গ্রন্থবিস্তরাঃ ॥

সাধক অহং ও অহংসম্বন্ধ শূন্য ব্রহ্মভাবে পূর্ণ ও সুসংস্কৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পরম পদ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা দ্বৈত পক্ষে অবস্থান করেন, তাঁহাদের জন্য দ্বৈত পক্ষের ধর্ম্ম এই উক্ত হইল। এক্ষণে অদ্বৈত পক্ষের সুনিশ্চিত ধর্ম্ম বলিতেছি।

বোধস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন, আনন্দময়, নিত্য ও সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করিবে। অর্থাৎ আমিই পরব্রহ্ম এরূপ চিন্তার বশীভূত হইয়া পরম দেবের উপাসনা ত্যাগ করিবে না। সকল সময়েই তাঁহাকে আপনার আশ্রয় জানিয়া গভীর ভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে।

এই অবস্থাতে সাধক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে দেখেন না। এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্যই অধ্যয়ন ও বেদার্থ বিচার করিতে হয়। দক্ষ ৭। ৫০—৫৩।

এই অবস্থায় সাধক সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন, এবং স্পষ্ট দেখিতে পান যে দ্বৈত বস্তু যাহা কিছু সে সমস্তই এক ব্রহ্ম শক্তির প্রতিবিম্ব মাত্র। বস্তুতঃ সাধকের সে অবস্থা বর্ণনা করা অতীব সুকঠিন। দ্বৈত বা অদ্বৈত এই উভয় ভাবই সে সময় থাকেনা। পরন্তু ইহাদের মিশ্রিত ভাবটি থাকে।

আমি অখিল দুঃখ হইতে নিরস্ত হইব এবং অনন্ত আনন্দের ভাগী হইব এই আশা করিয়া ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মননে প্রবৃত্ত হই।

অহমর্থবিনাশে চেৎ মোক্ষ ইত্যধ্যবস্যতি।
অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথাপ্রস্তাবগন্ধতঃ॥

কিন্তু "অহং" এই অর্থের বিনাশে যদি মোক্ষ স্থাপন হয়, তবে তাদৃশ মোক্ষ কথার প্রস্তাবের গন্ধমাত্রে আমি পশ্চাৎ প্রস্থান করি।

দক্ষ এবং অন্যান্য ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়াছেন "আমি" "আমার" ইত্যাদি ভাব মন হইতে বিদূরিত না হইলে মোক্ষ হয় না। কিন্তু রামানুজ বলিতেছেন "আমি" এই অর্থ বিনাশে যদি মোক্ষ হয়, তবে সেরূপ মোক্ষ প্রয়োজন নাই। হঠাৎ দেখিলে এই দুইটীকে সম্পূর্ণবিপরীতভাবপ্রকাশক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক এ দুইটীর মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বর্ত্তমান নাই।

প্রজাপতি দক্ষ যে বলিয়াছেন "আমি এবং আমার সম্বন্ধ থাকিতে জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয় না" তাহার স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে, মুক্তি ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ঈশ্বরের অধীন করিয়া ভাবিতে হইবে, আপনাকে ঈশ্বরের চরণে একেবারে সমর্পণ করিতে হইবে, অনন্ত কালের মত তাঁহার অভয় পদে আপনাকে বিক্রয় করিতে হইবে, এবং ঈশ্বরই যে আমার আমিত্ব তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বস্তুতঃ ভূলোকে বা দ্যুলোকে ঈশ্বর ব্যতীত সাধকের যখন আপনার বলিতে আর কিছুই থাকে না, যখন তিনি জগতে ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না, তখনই তিনি মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। নতুবা মুক্তিকালে জীবের আত্মা অস্বীকার করা বা জীবাত্মার বিনাশ স্বীকার করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কারণ, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তিনি অদ্বৈতবাদী নহেন। যে জ্ঞানে দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয় ভাবই বিরাজিত, তাঁহার মতে তাহাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান। রামানুজ যে "অহং" অর্থ বিনাশে মোক্ষ চাহেন না, তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। উপরে যে ভাব বলা হইল সে ভাবের সহিত বিরোধ করা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের সহিত বিরোধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা স্বতন্ত্র জীবাত্মার স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে জীবাত্মা অবিদ্যাবচ্ছিন্ন পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুতরাং তাঁহাদিগের মতে যাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে "আমি ব্রহ্ম" এবং "অন্যান্য সকলেই ব্রহ্ম" এইরূপ সাধন করিতে হয়। সুতরাং রামানুজ যে অহং অর্থ বিনাশ করিতে চাহেন নাই, ইহা দ্বারা তিনি এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি জীবাত্মার অস্তিত্ব বিলোপ করিতে চাহেন না এবং জীবাত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাত্মা বলিয়া বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত নহেন।

মহাবাক্য।

উপনিষদের মধ্যে অদ্বৈতবাদপ্রতিপাদক কয়েকটী সংক্ষেপ উক্তি আছে। ঐ সমুদায়গুলি এক্ষণে সামান্যতঃ মহাবাক্য নামে উক্ত হইয়া থাকে। সেগুলি এই, যথা, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "একমেবাদ্বিতীয়ম্," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

মহাবাক্য নামে যে কয়েকটীপদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে 'তত্ত্বমসি' নামক পদটীই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই মহাবাক্যটী সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে। উদ্দালক ঋষি তৎপুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশপ্রদানচ্ছলে কহিয়াছিলেন, হে শ্বেতকেতো, ব্রহ্মই বিশ্বের প্রাণ, এবং সকলের আত্মা। হে শ্বেতকেতো তুমি তিনিই (তিনিই তোমার আত্মা)। পঞ্চদশীতে ইহার এইরূপ অর্থ আছে—

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বংপদেরিতং।
একতা গৃহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্॥

নামরূপাদিবিহীন একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যই 'তৎ' শব্দের বাচ্য। এবং জীবগণের অন্তঃকরণস্থিত যে ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্য তিনিই "ত্বং" পদের বাচ্য। ঐ উভয় চৈতন্য একই ইহা 'অসি' পদের অর্থ।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন।—

তত্ত্বংপদার্থৌ পরমাত্মজীবকা-
বসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ।
প্রত্যক্পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো-
র্বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্॥
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
জ্ঞাতস্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ॥

রামগীতা।

তৎপদের অর্থ পরমাত্মা ও ত্বংপদের অর্থ জীবাত্মা। এবং এই তৎ ও ত্বং পদার্থের যে ঐক্য অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে ঐক্য তাহাই অসি পদের দ্বারা সাধিত হয়।

যদি বল, সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত অল্পজ্ঞ জীবাত্মার ঐক্য কি প্রকারে সম্ভব হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থ স্বরূপ ঈশ্বর ও জীবের পরোক্ষত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব অল্পজ্ঞত্বাদি রূপ পরস্পরবিরুদ্ধ অংশ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বংপদটী শোধন করিয়া লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশস্বরূপ চিদ্রূপকে (চৈতন্য মাত্রকে) গ্রহণ করিলে ব্রহ্মচৈতন্য এবং জীবচৈতন্য ঐ উভয় চৈতন্য এক চৈতন্য মাত্ররূপে অবশিষ্ট থাকেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সকল বিষয়ে ঐক্য নাই, কেবল চৈতন্যমাত্ররূপে ঐক্য হয়; অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং জীব নহেন, কিন্তু তিনি জীবের প্রাণস্বরূপ হন; তাঁহার অধিষ্ঠানের বিরহে জীবের চৈতন্য থাকে না; তাঁহার অভাবে জীবাত্মা জড়মাত্র; সুতরাং ব্রহ্মই আমাদের আত্মার আত্মা বা মুখ্য আত্মা। তিনিই একমাত্র চেতন পদার্থ। সেই চৈতন্য-স্বরূপের অধিষ্ঠানেই আমাদের আত্মা চৈতন্যলাভ করিয়া থাকেন। অতএব উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ইহাই কহিয়াছিলেন, যে, হে শ্বেতকেতো, সেই ব্রহ্মই তোমার আত্মা, সেই ব্রহ্মই তোমার তুমিত্ব।

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ।

বেদান্ত ৪।৪।৬ সূত্রম্।

জীব অল্পজ্ঞাতা, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞাতা; ইহার অল্প ও সর্ব্ব এই দুই শব্দকে ত্যাগ করিলে জ্ঞাতা মাত্র থাকে। অতএব কেবল জ্ঞান (চৈতন্য) মাত্রের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য হয়; ইহা ঔডুলোমির মত।

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ।

বেদান্ত ৪।৪।৭ সূত্রম্।

এই ঔডুলোমির মত পূর্ব্বোক্ত জৈমিনির মতের সহিত বিরোধ নাই, ইহা ব্যাস কহিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। "ইহারা উভয়ে সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট, উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং সদৃশ; উভয়ের পরস্পর বিয়োগ নাই, ঐকমত্য আছে, সুতরাং সখা; যদৃচ্ছাক্রমে দেহ-বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাঁরা বৃক্ষজাত পিপ্পলান্ন অর্থাৎ দেহজাত কর্ম্মফল ভক্ষণ করেন। যিনি পিপ্পল ভক্ষণ করেন না, সেই বিদ্বান্ আত্মাকে ও তদ্ভিন্নকে জ্ঞাত আছেন; যিনি পিপ্পল আহার করেন, তিনি সেরূপ নহেন।"—ভাগবত।

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যটী অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থও পূর্ব্বোক্ত মহাবাক্যটীর ন্যায় দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত। যিনি আমাদের আত্মার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আত্মার চৈতন্য সম্পাদন করেন, তিনিই যথার্থ জীবচৈতন্য। সেই জীবচৈতন্যের অধিষ্ঠানবিরহিত হইলে আমাদের আত্মা আর আত্মপদবাচ্য থাকে না। আত্মা তখন জড়মাত্র। সুতরাং যে চৈতন্য-স্বরূপের অভাবে আত্মা অনাত্মা এবং যাঁহার অধিষ্ঠানে আত্মা আত্মপদবাচ্য হয়, সেই চৈতন্যস্বরূপই আমাদের আত্মার আত্মা অর্থাৎ আমাদের মুখ্য আত্মা। এবং ব্রহ্মই সেই চৈতন্যস্বরূপ দেবতা; তিনিই একমাত্র এই বিশ্বের জীবন; তিনিই একমাত্র চৈতন্যপদবাচ্য। অন্য যাহা কিছু চৈতন্যবিশিষ্ট বা প্রাণযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই তাঁহার চৈতন্যের প্রতিবিম্ব মাত্র বা তাঁহাকর্তৃক অনুপ্রাণিত মাত্র। সুতরাং ইহা সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মই প্রকৃত আত্মা।

ফলতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ এত নিকট যে, উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যবধান নাই। পরমাত্মাই জীবাত্মার আশ্রয় ও প্রকাশক।

জীবাত্মা স্বয়ং তিষ্ঠিতে পারেন না, তিনি পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। অথচ এই জীবাত্মার স্বাধীন কর্ত্তৃত্বও আছে; যথা—"এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে।" প্রশ্ন. উপ. ৪।৯।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ "ছায়া ও আতপের ন্যায়" এইরূপ যম নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যটীর অর্থ বেদান্তসারে এইরূপ আছে—

"আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদ বিবিক্তং সৎ অনুপহিতং চৈতন্যং 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেবেতি' মহাবাক্যস্য বাচ্যং ভবতি, বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমপি ভবতি।"

বে. সা. ৪০ পত্র।

এই ভূতপ্রপঞ্চের সহিত অবিবিক্তরূপে সেই তদুপহিত চৈতন্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের বাচ্য এবং বিবিক্তরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হন; যেমন দগ্ধ লৌহপিণ্ডের সহিত অভিন্ন অগ্নি "অয়োদহতি" এই বাক্যের বাচ্য এবং লৌহপিণ্ড হইতে ভিন্নরূপে তাহার লক্ষ্য হয়।

স্কন্দপুরাণ এইরূপ বলেন——

দেহস্তদঙ্গমাত্মেতি জীবাধ্যাসাৎ যথোচ্যতে।
বিশ্বেঽস্মিন্ তৎপ্রতীকে চ ব্রহ্মত্বং কল্প্যতে তথা ॥

যেমন শরীরকে ও তাহার অঙ্গকে জীবের আরোপ দ্বারা আত্মশব্দে কহা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মের অধ্যাসে তাবৎ বিশ্বকে ও বিশ্বের অঙ্গকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহা প্রকৃত তত্ত্ব তাহা এক ভাবে অদ্বৈত এবং এক ভাবে দ্বৈত; অর্থাৎ ব্যাবহারিক পক্ষে দ্বৈত এবং পারমার্থিক পক্ষে অদ্বৈত।

জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ।

শাস্ত্রকারগণ কেবল একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। নতুবা বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়াও যাঁহারা নানাপ্রকার সাংসারিক বন্ধভাবের মধ্যে অবস্থিতি করেন, বহুপ্রকার বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াও যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম না হন, বিজ্ঞ হইয়াও যাঁহারা আপনার আত্মার মুক্তিসাধনে মূঢ়ের ন্যায় অবস্থিতি করেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে মূঢ় ভিন্ন পণ্ডিতরূপে কোথাও বর্ণন করেন নাই। শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মণিরত্নমালা-নামক গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন—

বোধো হি কো যস্ত বিমুক্তিহেতুঃ।

জ্ঞান কি?—যাহা বিমুক্তির কারণ।

পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধর্ম্মং
প্রাচীনশাস্ত্রেঽপি ন চাত্মবোধঃ।

পশু অপেক্ষাও পশু কে? যে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও ধর্ম্মাচরণ ও আত্মজ্ঞান লাভ করে না।*

---

* ভগবান্ শিব বলিয়াছেন——
বেদাগমপুরাণজ্ঞঃ পরমার্থং ন বেত্তি যঃ।
বিড়ম্বনঞ্চ তস্তস্মাৎ তৎসর্ব্বং কাকভক্ষণম্॥ কু, ত, ৫।১।৮৮।

মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনককে কহিয়াছিলেন—
তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
তথাপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ মু, ১। ৫ শ্রুতি।

বিদ্যা দুই প্রকার; শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। তাহার মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, ও জ্যোতিষ এ সমস্তই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কেবল যাহার দ্বারা সেই অক্ষয় পরব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রকৃত জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা,

অনাদ্যন্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেহ বিদ্যতে।
ইত্যেবংনিশ্চয়ঃ স্ফারঃ সম্যক্ জ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ॥

যো. বা. উপ. প্রকরণ।

পরমাত্মা এই জগতের প্রত্যেক স্থানে বর্ত্তমান আছেন এবং এই জগৎ পরমার্থতঃ তাঁহার শক্তির প্রতিবিম্বস্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ যে সুস্পষ্ট নিশ্চয় তাহারই নাম সম্যক্ জ্ঞান, ইহা জ্ঞানীরা কহিয়া থাকেন। এইরূপ জ্ঞানকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান কহে; এবং ইহাই মুক্তির একমাত্র সাক্ষাৎ কারণ।

ভগবান্ শিব বলিয়াছিলেন—

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।

হে দেবি, এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। ইহা ব্যতীত মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই।*

সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।

কু. ত.

সৌভাগ্যবশতঃ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যাহারা জ্ঞানী হয়, তাহারাই মোক্ষসুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, অন্যে পারে না।†

---

* ক্ষিতিং বিনা যথা নাস্তি সংস্থিতেঃ কারণং সদা।
তোয়ং বিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণম্।
তমোহন্তা যথা নাস্তি ভাস্করেণ বিনা প্রিয়ে।
বিনা অগ্নিপ্রয়োগে চ যথা কিঞ্চিন্ন পচ্যতে।
মাতৃগর্ভং বিনা কান্তে উৎপত্তির্ন যথা ভবেৎ।
তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি তথা মুক্তির্ন জায়তে। তন্ত্রবচনম্।

† ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তির্ন শাস্ত্রপঠনাদপি।
জ্ঞানাদেব হি মুক্তিঃ স্যান্নান্যথা বীরবন্দিতে॥
নাশ্রমাঃ কারণং মুক্তে র্দর্শনানি ন কারণম্।
তথৈব সর্ব্ব শাস্ত্রাণি জ্ঞানমেব হি কারণম্॥
মুক্তিদা তত্ত্বভাবৈকা বিদ্যাঃ সর্ব্বা বিড়ম্বকাঃ।
কাষ্ঠভারসমাস্তস্মাদেকং সংজীবনং পরম্॥ কু, ত, ৫।১।১০৫-১০৭।

শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

আরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বন্তৎতিমিরে হতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব॥

আ. বো.।

সূর্য্য যে প্রকার উদয়ের পূর্ব্বে [স্বকীয়] কিরণের অরুণতা দ্বারা তম নষ্ট করিয়া পশ্চাৎ উদয় হন, পরমাত্মাও সেই প্রকার অগ্রে জ্ঞানচ্ছটা দ্বারা অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়া তদনন্তর স্বয়ং আবির্ভূত হন।

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥*

মনু ১২।১০৪।

ভৃগু বলিয়াছেন, তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান এতদুভয় মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষলাভের হেতু। তন্মধ্যে তপস্যা দ্বারা পাপাসক্তি যায় এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

গী. ৭ম. অ.

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বজন্মকৃত অপেক্ষাকৃত পুণ্যভেদে চারিপ্রকার ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন। প্রথম আর্ত্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু, তৃতীয় অর্থার্থী, চতুর্থ জ্ঞানী। ঐ চারিপ্রকার ভক্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং এক পরমেশ্বরেই তাঁহার অচলা ভক্তি থাকে। অতএব আত্মজ্ঞানীর এক মাত্র আমিই প্রিয় হই, এবং জ্ঞানীও আমার পরমপ্রিয়পাত্র হন †

---

* সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥ মনু ১২।৮৫।

† ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এই প্রকার অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন।

ইন্দ্রিয়-দমনের আবশ্যকতা।

জ্ঞানলাভে কৃতকার্য্য হইলেও সাধক ইন্দ্রিয় সকলকে দমনে রাখিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবেন। ইন্দ্রিয়গণ চপলতাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ অব্যাহতভাবে থাকিতে পারে না। পরন্তু ইন্দ্রিয়দমন ব্যতিরেকে আদৌ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। * জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ব্রহ্মপদ আশ্রয় করিতে পারিলে অতিসহজেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যথা, মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম

যথাম্ভসি প্রসন্নে তু রূপং পশ্যতি চক্ষুষা।
তদ্বৎ প্রসন্নেন্দ্রিয় বান্ জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন পশ্যতি॥

ম, ভা, মো, ধ, ৩১।২।

পুষ্করিণি প্রভৃতির জল স্থিরভাবে থাকিলে তবে যেমন তাহাতে প্রতিবিম্ব সকল সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয় সকল স্থিরভাব ধারণ করিলে তবে জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থকে স্থায়ীভাবে দর্শন করিতে পারা যায়।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসং শয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

মনু, অ. ২। শ্লোক ৯৩।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে একান্ত আসক্তি হওয়াতেই মনুষ্যগণ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ সমস্ত প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই তাঁহারা অনায়াসে সকল বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হন।

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥

মনু, অ. ২। শ্লোক ৯৯।

---

* ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

যাবৎ কামাদি দীপ্যেত, তাবৎ সংসারবাসনা।
যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ॥ কুলার্ণবতন্ত্র।

অধিক কি, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহার একটী ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে একান্ত আসক্ত হয়, তাহার তত্ত্বজ্ঞান থাকে না। যেমন কোন জলপূর্ণ চর্ম্মপাত্রে একটী ছিদ্র থাকিলেই তদ্দ্বারা সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্তআসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গী. ২। ৬০—৬১।

বিবেকী ব্যক্তিও যদ্যপি মোক্ষের প্রতি যত্ন আরম্ভ করেন, তথাপি ক্ষোভ-কারক ইন্দ্রিয়বর্গ মনকে বলপূর্ব্বক বিষয়েতে আকর্ষণ করে। অতএব যত্নপূর্ব্বক ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া সাধক (আমাতে) অর্থাৎ পরমেশ্বরেতে একমনা হইয়া থাকিবেন; যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত হয়, তাঁহারই তত্ত্বজ্ঞান স্থির থাকে; অন্যের থাকে না।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গী. ২। ৫৮।

কচ্ছপ যেমন হস্তপদাদি সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে স্বভাবতঃ শরীরের মধ্যে লুক্কায়িত করে; সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যখন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে অনায়াসে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হন, তখনই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান স্থিরভাব ধারণ করে।

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥

গী. ৫। ২৬।

সেই সকল কামক্রোধবিহীন শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কি জীবদ্দশা কি মরণদশা সর্ব্বকালেই ব্রহ্মভাব সমান থাকে *।

নবচ্ছিদ্রান্বিতা দেহাঃ স্রবন্তে জালিকা ইব।
ব্রহ্মণৈব ন শুদ্ধঃ স্যাৎ পুমান্ ব্রহ্ম ন বিন্দতি ॥

উ. গী.

যে প্রকার ছিদ্রযুক্ত জলপাত্র হইতে নিরন্তর বারি ক্ষরিত হয়, সেইপ্রকার ইন্দ্রিয়রূপ নবচ্ছিদ্রযুক্ত দেহঘট হইতে সর্ব্বদাই জীবের জ্ঞানবারি ক্ষরিত হইতেছে; সুতরাং পুরুষ ইন্দ্রিয়নিরোধ দ্বারা যাবৎ ব্রহ্মের ন্যায় বিশুদ্ধ অর্থাৎ দেহাভিমান ও রাগদ্বেষাদিরহিত না হন, তাবৎ তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থকে সুন্দররূপে জানিতে সক্ষম হন না।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

গী ৭। ১৫।

মনুষ্যের মধ্যে পাপকর্ম্মে রত মূঢ় ব্যক্তিরা আমার উপাসনা করে না, অতএব তাহারা দম্ভদর্পাদিরূপ অসুরস্বভাব প্রাপ্ত হয়; এবং শাস্ত্র অথবা আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সে জ্ঞানকে মায়া * অপহরণ করে।

---

* দেবর্ষি নারদ শুকদেবকে বলিয়াছিলেন—জ্ঞনবান্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই পরম পরিতৃপ্ত হইয়া পরমাত্মাকে সর্ব্বলোকে পরিব্যাপ্ত ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্বলোক নিহিত অবলোকন করেন। তাঁহার জ্ঞান কখনও বিনষ্ট হয় না। ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭। ২৩।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন:—

দুরন্তেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ।
যে ত্বসক্তা মহাত্মান স্তে যান্তি পরমাং গতিং ॥ ম, ভা, মো, ধ, ৪২। ১।

মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হইয়াই এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হন, তাঁহারাই পরম গতি লাভ করিতে পারেন।

* মায়া অর্থে ঈশ্বরের জগৎসৃজনের শক্তি। যথা, ভাগবতে—

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥

মহারাজ ভর্ত্তৃহরি নিজ জীবনের অজিতেন্দ্রিয় অবস্থা এবং জিতেন্দ্রিয় অবস্থার তুলনা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—

যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং।
তদা দৃষ্টং নারীময়মিদমশেষং জগদপি॥
ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং
সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে॥

বৈ, শ, ৮৭।

যখন আমাদিগের কামান্ধকার-জনিত অজ্ঞান ছিল, তখন এই সমস্ত জগৎই নারীময় দর্শন করিতাম, এক্ষণে আমরা বিবেকরূপ কজ্জল ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়াছি, ত্রিভুবনই আমাদিগের ব্রহ্মময় বোধ হইতেছে।

যম বলিয়াছেন—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

কঠ, উপ, ২।২৪।

যিনি দুশ্চরিত হইতে বিরত হন নাই, যিনি শান্ত, সমাহিত হন নাই, যিনি শান্তমানস হন নাই, তিনি কেবল প্রজ্ঞামাত্র দ্বারা ইহাঁকে প্রাপ্ত হন না।

তুলসীদাস বলিয়াছেন—

কাম্ ক্রোধ মদ্ লোভ্ কি
যব্ লগ্ মন্‌মে খান্।

পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তি সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত। হে মহাভাগ! ঐ শক্তির নামই মায়া, ভগবান্ তাহার দ্বারা এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ঐ সৃষ্টিশক্তি বা মায়ার কার্য্যস্বরূপ যে এই জগৎ সংসার ইহা মধ্যে আবরণস্বরূপ হইয়া মানবের পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা সম্পাদন করে; এজন্য যে প্রচ্ছন্ন শক্তি মানবের আত্মাকে সংসারে আবদ্ধ করে সেই সংসারআসক্তি বা বিষয়াশক্তিকেও বিস্তীর্ণ অর্থে মায়া নামে উল্লেখ করা হয়। যখন আমরা পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সংসারের সেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়ি, তখন ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ মায়ার কার্য্যস্বরূপ এই সংসারই ঈশ্বর এবং আমাদের আত্মার মধ্যে আবরণস্বরূপ হইয়া আত্মাকে ঈশ্বরদর্শনে বঞ্চিত করে, এজন্য এই মায়া অবিদ্যা-শব্দেও অনেক স্থলে কথিত হইয়া থাকে।

তব্ লগ্ পণ্ডিত মুরখৌ
তুলসী এক সমান্ ॥

পণ্ডিতউপাধিবিশিষ্টই হউক বা মূর্খপদবীযুক্তই হউক, মানবগণের চিত্তক্ষেত্রে যে পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, মদ এবং লোভের খনি বিদ্যমান থাকে, সেপর্য্যন্ত সেই পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়েই সমান।

ভগবান্ ব্যাসদেব তদীয় মুমুক্ষু পুত্র শুকদেবকে বলিয়াছিলেন—

শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্ম্মমাচরেৎ।
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো বশী ॥

ম, ভা, মো, ধ, ১৫৭। ৯১।

জ্ঞান লাভ করিয়াও যদ্যপি মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ না করে, তবে সে বৃথা জ্ঞানে কি প্রয়োজন? এবং জীবিতসত্ত্বেও যদ্যপি জিতেন্দ্রিয়বৃত্তি অবলম্বন না করা যায় তাহা হইলে ঐ বৃথা জীবনেই বা প্রয়োজন কি?

ইন্দ্রিয়-সংযমনের উপায়।

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥

মনু ২। ৯৬।

ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়ে আসক্ত; বিষয়ের নশ্বরত্বাদি দোষ-জ্ঞান দ্বারা তাহাদিগকে বিষয় হইতে যেমন নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, বিষয় সেবা না করিলে তেমন পারা যায় না। অতএব প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ।
প্রসিদ্ধা মোক্ষশাস্ত্রেষু তানন্বিষ্য সুখী ভব ॥

প, দ, ৪।৫৭।

কাম্য প্রভৃতি বস্তুতে অনিত্যত্বাদি দোষের অনুসন্ধান করাই কামক্রোধাদি পরিত্যাগের অসাধারণ উপায়। ইহা বেদান্তাদি মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব সেই সকল বিষয়দোষ অন্বেষণ করিয়া কামক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখে কালযাপন কর।

উত্থিতানুত্থিতানেতানিন্দ্রিয়াদীন্ পুনঃ পুনঃ।
হন্যাৎ বিবেকদণ্ডেন বজ্রেণেব হরির্গিরীন্॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

বিষয়াভিমুখে উত্থিত ইন্দ্রিয় সকলকে বিবেকদণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ হনন করিবেক, যেমন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা পর্ব্বত হনন করেন সেইরূপ।

একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥

মনু ২। ৯২।

অন্তরিন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। এই মন স্বীয় সঙ্কল্প দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয়কেই প্রবর্ত্তিত করে। অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই প্রোক্ত দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারা যায়।*

মানবগণের হৃদয়মধ্যে মনোবহা * নামে যে শিরা আছে ঐ শিরা তাহা-

---

* মন কমদেবের একমাত্র উৎপত্তি স্থান। এই জন্য কামদেবের অপর একটি নাম মনসিজ। যথা,—অমর সিংহকৃত অভিধান স্বর্গ বর্গ ২০। ২১ শ্লোক।

মদনো মন্মথো মারঃ প্রদ্যুম্নো মীনকেতনঃ।
কন্দর্পো দর্পকোঽনঙ্গঃ কামঃ পঞ্চশরঃ স্মরঃ॥ ২০।
শম্বরারি মনসিজঃ কুসুমেষু রনন্যজঃ।
পুষ্পধন্বা রতিপতি মকরধ্বজ আত্মভূঃ॥ ২১।

অমর সিংহ কৃত অভিধান স্বর্গ বর্গঃ ২০। ২১

* Sympathetic nerve.

† অল্পান্নাভ্যবহারেণ রহঃস্থানাসনেন চ।
হ্রিয়মাণানি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ॥

মনু ৬। ৫৯।

দিগের সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজ শুক্র গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থের উন্মুখ করিয়া দেয়। মন্থান দণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রীদর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গের অসত্ত্বেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঐ অবস্থায় মনোবহা নাড়ী ও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়। মহর্ষি অত্রি শুক্রবিষয়িণী বিদ্যা সবিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন। অন্নরস †, মনোবহা নাড়ী, ও সঙ্কল্প এই তিনটী শুক্রের বীজভূত। বিপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিরা পূর্ব্বভাগ্যপ্রভাবে সঙ্কল্পকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্গম পথের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি-রূপ বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া দোষ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মোক্ষামৃত পান করিতে সমর্থ হন।

ম, ভা, মো, ধ, ।

মনস্যেবেন্দ্রিয়াণ্যত্র মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ।
সর্ব্বভাববিনির্মুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ॥
বহির্মুখাণি সর্ব্বাণি কৃত্বা চাভিমুখানি বৈ।
এতদ্ধ্যানং তথা জ্ঞানং শেষস্তু গ্রন্থিবিস্তরঃ॥

দক্ষ ৭ অ, ।

ইন্দ্রিয়গুলিকে মনেতে এবং মনকে আত্মাতে যোগ করিবেক। মনের বৃত্তিনাশহেতু জীব সর্ব্বভাবমুক্ত হইলে তাহাকে ব্রহ্মে লয় করিবেক। সকল ইন্দ্রিয়ের মুখ বাহিরে, সুতরাং ইহারা বহিঃস্থ বস্তু দেখে, অন্তরে কি আছে তাহা দেখে না। অতএব এই বহির্মুখ ইন্দ্রিয়দিগকে অভিমুখ বা অন্তর্মুখ করিবেক। ইন্দ্রিয়গণের মুখ ফিরাইতে পারিলে তাহাই ধ্যান ও জ্ঞান, আর সমস্ত পুস্তকের রাশি।

অল্প ভোজন (আহার লাঘব) এবং নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান দ্বারা বিষয়ে একান্ত আক্রান্ত ইন্দ্রিয় সকলকে ক্রমে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে।

মোক্ষ ধর্ম্মেষু নিয়তো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং তৎপরং প্রকৃতে ধ্রুবং।

ম, ভা, মো, ধ, ৫৬। ২।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মোক্ষ ধর্ম্ম পরায়ণ অল্পাহার নিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই মায়া প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥

কঠ, উপ, ৩। ৫

যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্ আর সর্ব্বদা অযুক্তমনা অর্থাৎ উপাসনাবিহীন, তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

কঠ, উপ, ৩। ৬।

কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্ আর সর্ব্বদা যুক্তমনা অর্থাৎ উপাসনা ভাবে মগ্ন থাকে, সারথির শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয় সকল অতি সহজেই বশীভূত হয়। *

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষেলনাদিকম্।
প্রাণিনো মিথুনীভুতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ॥

ভা, ১১। ১৯। ২৮।

কৃষ্ণ কহিলেন, সখে উদ্ধব! অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীদিগের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও পরিহাসাদি ত্যাগ করিবেন, এবং মিথুনীভূত প্রাণিগণকে অগ্রে পরিত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দর্শন করিবেন না।

---

* শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে যাঁহারা যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কিন্তু এখনও যোগ পক্ব হয় নাই, এরূপ যোগীর শরীর অভ্যন্তর হইতে উত্থিত উপদ্রব সকলের দ্বারা যদি বিঘ্নীকৃত হয়, সে বিষয়ে এই বিধি বিহিত হইয়াছে—সন্তাপ ও শৈত্যাদি উপদ্রব সকলকে যোগধারণাদ্বারা, বায়ুরোগাদি উপদ্রব সকলকে বায়ুধারণাসংযুক্ত আসন দ্বারা, কামাদি অশুভ-দায়ক উপদ্রবকে আমার চিন্তা ও নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা, এবং দম্ভাদিকে যোগেশ্বরদিগের অনুবৃত্তি দ্বারা অল্পে অল্পে নাশ করিবে।

ভা, ১১। ২৯ অ,

শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণকে পরমেশ্বররূপে, এবং মদনকে তাঁহার পুত্ররূপে, বর্ণন করিয়া অতি সহজ কথায় সাধারণ লোকদিগকে ইহাই বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, যদিও মদন নিতান্ত দুর্দ্দান্ত এবং ত্রিলোকবিজয়ী তথাচ পিতার নিতান্ত অনুগতবর্গের বিপক্ষে বাণ নিক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। বাস্তবিকই যাঁহারা পরমদেবের নিতান্ত আশ্রিত এবং সর্ব্বদা উপাসনা-শীল হন, তাঁহাদিগের পক্ষে ইন্দ্রিয়দমন নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নহে।

অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ।
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ব্বাণ্যেব বিবর্জ্জয়েৎ॥

মনু ৪। ১৪৪।

পীড়িত না হইলে এবং কারণ ব্যতীত স্বীয় ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল ও গোপনীয় লোম সকল স্পর্শ করিবেক না।

ক্রুদ্ধে স্মের মুখাবলোকন মথারিষ্টে প্রসাদ ক্রমো।
ব্যাক্রোশে কুশলোক্তি রাত্ম দুরিত চ্ছেদোৎসব স্তাড়নে॥

প্র, চ, নাটক ৯৩ পত্র।

ক্রুদ্ধব্যক্তিকে হাস্যমুখে সম্ভাষণ করিবে। অপকারি ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিবে। কটুভাষি ব্যক্তিকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাড়না কারি ব্যক্তির নিকট আত্ম পাপ খণ্ডনের কীর্ত্তন করিবে। অর্থাৎ কামরীপু সম্বন্ধে যে প্রকার বস্তুবিবেক ক্রোধ রীপু সম্বন্ধে তদ্রূপ ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিবেক। ক্ষমাগুণ অভ্যাস করিতে হইলে নরনারী মাত্রকেই সম অধিকার প্রাপ্ত আপনার ভাই ভগ্নি রূপে, অর্থাৎ পিতা পরমেশ্বরের যত্নের সামগ্রী প্রিয় সন্তান রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে পুনঃ পুনঃ নশ্বরত্বাদি দোষ দর্শন, জীব মাত্রেরই প্রবল ইন্দ্রিয় সুখাশক্তি সম্বন্ধে পরমেশ্বরের সুমহৎ অভিপ্রায় ও কৌশল অবগত হওন, সামান্য পরিমাণে সত্যগুণিভোজন, অসৎ সঙ্কল্পমাত্রেরই পরিত্যাগ, প্রলোভনের পদার্থ সম্মুখীন হইলে তাহা হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে অন্যদিকে প্রত্যাবর্ত্তন, অনাথশরণ পরমেশ্বরের শরণগ্রহণ * এবং মনুষ্য মাত্রকেই আপনার ন্যায় সম অধিকার প্রাপ্ত ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র রূপে প্রত্যক্ষ দর্শন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা মানবগণ অতি

---

* ক নিরোধো বিমূঢ়স্য যো নির্বন্ধং করোতি বৈ।
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্ব্বদাসাবকৃত্রিমঃ। অষ্টাবক্রসংহিতা। ১৮। ৪১।

যে মূঢ়, ঈশ্বরনিষ্ঠানিরপেক্ষ হইয়া, ইন্দ্রিয়দমনে কৃতসঙ্কল্প হয়, সে ইন্দ্রিয়ের প্রসর রোধ করিতে পারে না। যিনি জ্ঞানী ও পরব্রহ্মপরায়ণ, তাঁহার আপনাহইতেই ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপ-নিরোধ হইয়া আইসে।

সহজেই দুর্ব্বৃত্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে শান্ত ও বশীভূত করিতে সমর্থ হন। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা কেহ কখনই ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে সক্ষম হন না।

শরীরের উপর মনের অধিকার।

সর্ব্বএব জগত্যস্মিন্ দ্বিশরীরাঃ শরীরিণঃ।
একং মনঃ শরীরস্তু ক্ষিপ্রকারি চলং সদা॥
অকিঞ্চিৎ করমন্যত্তু শরীরং মাংসনির্ম্মিতম্॥

যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

এই জগতে প্রত্যেক শরীরীর দুই শরীর। এক শরীর চঞ্চল শীঘ্র কর্ম্মকারী মন; দ্বিতীয় শরীর মাংসনির্ম্মিত অকিঞ্চিৎকর এই স্থূল দেহ। মনঃশরীর ব্যতিরেকে মাংসনির্ম্মিত এই শরীর কোন কর্ম্মের যোগ্য হয় না।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। *
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

পঞ্চদশী, যোগানন্দ।

মনই মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। মন বিষয়াসক্ত হইলে তাহাকে বন্ধ বলে, আর নির্বিষয় হইলে তাহাকেই মুক্ত কহে।

মনোহি জগতাং কর্ত্তৃ মনো হি পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মনঃকৃতং কৃতং লোকে ন শরীরকৃতং কৃতম্॥

যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

---

* মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিংবদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতি র্ভবেৎ॥

অ, সং, ১।১০।

যে ব্যক্তি মুক্তাভিমানী, তিনিই মুক্ত; যে ব্যক্তি বদ্ধাভিমানী, সেই ব্যক্তিই বদ্ধ; এই যে কিংবদন্তী আছে, তাহা সত্য; কারণ মনের ভাব যেরূপ, গতিও সেইরূপ হইয়া থাকে।

নেই জগতের কর্ত্তা এবং পুরুষ জানিবে; মন দ্বারা যাহা কৃত, সেই কৃত, শরীর দ্বারা যাহা কৃত হয় তাহা কৃত নহে।

মনসা ভাব্যমানো হি দৃঢ়তাং যাতি দেহকঃ।
দেহভাবনয়া মুক্তো দেহধর্ম্মৈর্ন বাধ্যতে॥

যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

মনের দ্বারা দৃঢ়চিন্তিত দেহ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়; দেহ-ভাবনা হইতে মুক্ত হইলে জীব দেহধর্ম্ম শীতাদি দ্বারা পীড়িত হন না।

ইষ্টার্থে চিরমাবিষ্টং ক্বাপি ধীরস্থিতং মনঃ।
ভাবাভাবাঃ শরীরোত্থা নৃপ শক্তা ন বাধিতুং॥

যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

হে নৃপ, কোন প্রিয় বস্তুতে মন স্থিরভাবে চির প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলে শরীর হইতে উত্থিত যে ভাব ও অভাব বস্তু তাহা কোন পীড়ার নিমিত্ত হয় না।

ভাবিতং তীব্রবেগেন মনসা যন্মহীপতে।
তদেব পশ্যত্যমলং ন শরীরবিচেষ্টিতম্॥

যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

হে রাজন্, তীব্রবেগ মন দ্বারা চিন্তিত যে বস্তু তাহারই সর্ব্বদা নির্ম্মল দর্শন হয়, শরীরক্রিয়া বোধ হয় না।

এককার্য্যনিবিষ্টং মনোধীরস্য ভূপতে।
ন চাল্যতে মেরুরিব বজ্রপাতশতৈরপি॥

যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

হে ভূপতে, যেমন শত বজ্রপাত দ্বারাও সুমেরু চালিত হয় না, তদ্রূপ এক কার্য্যে নিবিষ্ট ধীর ব্যক্তির মনকে কোন প্রকারে চালিত করা যায় না।

মনঃ-সংযমনের উপায়।

মন এব সমর্থং স্যাৎ মনসো দৃঢ়নিগ্রহে।

যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

মনের নিগ্রহ করিতে কেবল মনই সমর্থ হয়॥

তৃষ্ণাগ্রহগৃহীতানাং সংসারার্ণবপাতিনাম্।
আবর্ত্তৈরুহ্যমানানাং বরং স্বমন এব নৌঃ॥

যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

সংসার সমুদ্রে পতিত ও তৃষ্ণারূপ কুম্ভীরকর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং পুনঃ পুনঃ ভ্রমণরূপ জলাবর্ত্তে ভ্রাম্যমান ব্যক্তির তাহা হইতে উত্তরণে কেবল স্বকীয় মনঃস্বরূপ নৌকাই শ্রেষ্ঠ জানিবে।

যেষু যেষু প্রদেশেষু মনোমজ্জতি বালবৎ।
তেভ্যস্তেভ্যঃ সমুদ্ধৃত্য তদ্বীজত্বে নিয়োজয়েৎ॥ *

যো, বা, উৎ, প্রকরণ।

যে যে বস্তুতে বালকের ন্যায় মন নিমগ্ন হয়, সেই সেই বস্তু হইতে মনকে উদ্ধার করিয়া আদি কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহাতে যুক্ত করিবে।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহচঞ্চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

গী, ৬। ৩৬।

---

* যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ গী, ৬। ৩৫।

মনের চঞ্চল স্বভাবপ্রযুক্ত বারণ করিলেও বিষয়েতে ধাবমান হয়, অতএব মন যে যে বিষয়েতে গমন করিবে, সেই সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে পরমাত্মাতে স্থির রাখিবে।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

"সমুদ্ধর মনো রাম মাতঙ্গমিব কর্দ্দমাৎ। যোগবাশিষ্ঠ।

হে রাম! হস্তীকে যেপ্রকার কর্দ্দম হইতে উদ্ধার করে, মনকে সেইরূপে উদ্ধার কর।

হে অর্জ্জুন! চঞ্চলত্বাদি প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত মনকে বশীভূত করা যদিও এক-প্রকার অসাধ্য বটে, তথাপি অভ্যাস এবং বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমে বশীভূত হয়।

যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি।
তথা বৃত্তিক্ষয়াচ্চিত্তং স্বযোনাবুপশাম্যতি॥

পঞ্চদশী, যোগানন্দঃ।

যেমন দাহ্যতৃণাদির অবসানে অগ্নি স্বয়ং উপশান্ত হয়, তদ্রূপ পুনঃ পুনঃ উপাসনাবশতঃ বৃত্তিক্ষয়ে অন্তঃকরণ স্বয়ং নিগৃহীত হইয়া উপশান্ত হয়।

ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তগণ অজ্ঞান হইলেও আপনা হইতে হৃদয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

(ভক্তি মানব আত্মার একটী পরম সম্পত্তি। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে যত শীঘ্র এবং যত সহজে লাভ করা যায়, ভক্তি ভিন্ন অপর কিছুতেই সেরূপ হয় না। * যদিও বিচাররূপ জ্ঞান-চক্ষে আমরা ব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে দর্শন করিতে পারি বটে; কিন্তু ভক্তি দ্বারা আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকি; এবং ভক্তিই তাঁহার সহিত আমাদের পরম আত্মীয়তা স্থাপন করে। ভক্তি না থাকিলে কি জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপস্যা, কিছুতেই হৃদয়কে সেরূপ মধুময় করিতে পারে না। এবং ভক্তির অভাবে যদিও জ্ঞান একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না বটে, কিন্তু ভক্তিহীন হইলে কি

---

* সাধয়দি মাং যোগেন ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ভা, ১১। ১৪। ১৯।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমাতে নিষ্ঠাযুক্ত যে ভক্তি তাহা দ্বারা সাধকগণ আমাকে যেরূপ বশীভূত করেন, কি যোগ, কি জ্ঞান, কি বেদপাঠ, কি তপস্যা, কি দান, কি সদাচার কিছুতেই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মপ্রিয়ঃ সতাম্। ভা, ১১। ১৪। ২০।

সাধুগণেরপ্রিয় ধনস্বরূপ যে, আমি, আমাকে লোকে কেবল একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি দ্বারা লাভ করিতে পারে; অন্যথা পারে না।

জ্ঞান, কি বৈরাগ্য, কি তপস্যা ইহারা সকলেই ক্রমে ম্লান ও তেজোহীন হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভক্তিই সাধকের প্রকৃত জীবনী শক্তি। * যাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই, তাঁহাদিগের হৃদয়েও যদি যথার্থ পবিত্র ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই ভক্তির প্রসাদে তাঁহারা জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় যথাসময়ে আপনা হইতে লাভ করিয়া কৃতার্থ হন; এবং তাঁহাদের সমস্ত প্রতিবন্ধক অচিরে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত জগতে অনেক আছে।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহেতুকম্॥

ভা, ১।২।৭।

ঈশ্বরবিষয়িণী ভক্তির সহযোগে শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং জ্ঞান স্বয়ং উৎপাদিত হইয়া থাকে।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

ভা, ১১। ২০ অধ্যায়।

অতএব আমার ভক্তিযুক্ত যোগাশ্রিত যোগিগণ নিশ্চয়ই আমার আত্মস্বরূপ। যদিও তাঁহাদের জ্ঞান অথবা বৈরাগ্য না জন্মিয়া থাকে, তথাপি এই ভক্তি প্রযুক্ত তাঁহাদিগের বিশেষ কল্যাণ হয়। †

---

* কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—

"আমি ভক্তির জোরে কিন্তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী"।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"সকলের মূল ভক্তি,—মুক্তি তার দাসী"।

প্রসাদ-প্রসঙ্গ।

† কপিলদেব তদীয় জননী দেবহূতিকে কহিয়াছিলেন—

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ ভা, ৩।২৫।১৯।

অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগের সমান যোগিগণের ব্রহ্মসিদ্ধির নিমিত্ত শুভদায়ক পন্থা আর দ্বিতীয় নাই।

নারদ-পঞ্চরাত্র-নামক গ্রন্থে প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ এইরূপ লেখা আছে—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

যখন অন্য কোন বিষয়ের প্রতি মমতা না থাকিয়া একমাত্র পরমেশ্বরের দিকেই সমগ্র হৃদয় প্রধাবিত হইয়া থাকে, তখনই সেই প্রেমসংযুক্ত ঈশ্বরাসক্তিকে প্রকৃত ভক্তি শব্দে কহা যায়। ইহা ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব এবং নারদ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণ একবাক্যে বলিয়াছেন।

কপিলদেব তদীয় জননীকে চারিপ্রকার ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছিলেন; যথা, লোকে হিংসা গর্ব্ব এবং মাৎসর্য্যের উদ্দেশে ভেদদর্শী হইয়া যে আমার অর্চ্চনা করে, তাহার নাম তামস ভক্তি। মাল্য, চন্দন ও বনিতাদি বিষয়, ঐশ্বর্য্য এবং যশঃ এই সকলে অভিসন্ধি রাখিয়া মনুষ্য ভেদদর্শী হইয়া যে আমার পূজা করে, তাহার নাম রাজস ভক্তি। আর পাপক্ষালন এবং ভগবানে কর্ম্মসমর্পণের উদ্দেশে, অথবা "কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য" এইরূপ অভিসন্ধিতে মনুষ্য ভেদদর্শনপূর্ব্বক যে আমার পূজা করে, তাহার নাম সাত্বিক ভক্তি। (এই ত্রিবিধ ভক্তিই সগুণ; এতদ্ভিন্ন নির্গুণ ভক্তি আছে।) পুরুষোত্তম এবং সর্ব্বভূতের হৃদয়শায়ী আমার গুণকথন শ্রবণ মাত্রেই যে, মন, সাগরের প্রতি গঙ্গাজলপ্রবাহের ন্যায়, আমার প্রতিই নিরন্তর ধাবিত হয়, এবং এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিচ্ছিন্ন হয় না, তাহারই নাম নির্গুণ ভক্তিযোগ *; তাহাতে কোন ফলের কামনা বা ভেদজ্ঞান

* মহাত্মা চৈতন্য দেবের শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামী তৎকৃত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥

ভ, র, সি, ১ম, ৩।

বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধি।
তত্র শাস্ত্রং যথাতর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥

ভ, র, সি, ১ম, ১১৭।

যখন রাগবিরহিত হইয়া কেবল শাস্ত্রশাসনেই প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই বৈধ ভক্তির উদ্রেক হয়। বৈধভক্তি-অধিকারী ব্যক্তির যেপর্য্যন্ত ভাবের আবির্ভাব না হয় ততদিন তাঁহার শাস্ত্র

নাই। যে সকল ব্যক্তি আমাতে এইরূপ ভক্তি করেন, আমি তাঁহাদিগকে আমার সহিত এক লোকে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য্য, আমার নিকটে বাস, আমার সমান রূপ এবং আমার সহিত একত্ব, দান করিতে বারংবার প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন না। কিন্তু যাহাতে আমার সেবা করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা তাহাই প্রার্থনা করেন। এই সকল কারণেই লোকে ভক্তি যোগকে পরম পুরুষার্থ কহিয়া থাকে। আমার ভক্ত ঐ ভক্তিযোগ দ্বারাই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। *

উপাসনার উপকারিতা।

শিশুসন্তানের পক্ষে তাহার মাতৃস্তন্য যেরূপ, উপাসনার দ্বারা যে অমৃত পান করা যায় আত্মার পক্ষে তাহাও ঠিক সেই প্রকার। উপাসনা দ্বারা

এবং অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা থাকে; কিন্তু ভক্তির ভাব উপস্থিত হইলে এরূপ লোভবিরহ উপস্থিত করে যে, তৎকালীন শাস্ত্রীয় শাসন কিংবা যুক্তি অথবা কোন ব্যক্তির অনুকূলতা প্রভৃতি কোন বিষয়েরই অপেক্ষা করে না।

* অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃক্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চাদাবর্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥
কর্ম্মাণি হরিমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্বিকঃ॥
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্ব-মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

* * * * ভা, ৩। ২৯। ৮—১৩

আমাদিগের আত্মা ক্রমশঃ অধিকতর দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, এবং অসংখ্যপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও উন্নতির পথে যাত্রা করিতে সমর্থ হয়। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মার যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, উপাসনা দ্বারা অতি সহজে সে সমস্তই লাভ করা যায়। অধিক কি, উপাসনাই আত্মার সর্ব্বস্ব। যাহাতে আমরা সর্ব্বদা উপাসনা করিবার অধিকার পাই, তজ্জন্যও পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা আমাদের প্রার্থনা করা আবশ্যক। *

উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ। †

পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ ১৪২।

উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতিজ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ॥

আত্মবোধ।

আত্মরূপ অরণিকাষ্ঠে (যজ্ঞকাষ্ঠবিশেষে) সর্ব্বদা ধ্যানরূপ মথনক্রিয়া করিলে জ্ঞানরূপ অগ্নি উদিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে।

এতদ্ব্যতীত পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা আমাদের চিত্ত যে প্রকার নির্ম্মল ভাব ধারণ করে সেরূপ আর কিছুতে হয় না। যথা,

---

* ঈশা বলিয়াছিলেন, উপাসনা আমাদের নিজস্ব নহে, উপাসনার জন্যও আমরা ঈশ্বরের নিকট ঋণী।

† তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

গী, ১০। ১০—১১।

যাঁহারা নিরন্তর উদ্‌যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহাদিগকে আমি সেই জ্ঞানরূপ উপায় প্রদান করি যদ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। এবং তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিতে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের অজ্ঞানজন্য যে অন্ধকার তাহাকে আমি দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা নষ্ট করি। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তি দিই।

বিদ্যাতপঃ প্রাণ নিরোধ মৈত্রী
তীর্থাভিষেক ব্রতদান জপ্যৈঃ।
নাত্যন্ত শুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥ ভা, ১২।৩।৪৮।

অনন্ত পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে মানবের অন্তরাত্মা যে প্রকার অত্যন্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে প্রকার আত্যন্তিক শুদ্ধি কি বিদ্যা, কি তপস্যা, কি প্রাণনিরোধ রূপ যোগ সাধন, কি সর্ব্বভূতে মিত্র ব্যবহার, কি তীর্থসেবা, কি ব্রত, দান বা জপ কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারে না।

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নি র্দুর্ব্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্।
তথৈবাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্॥
ভাগবত।

অগ্নি যে প্রকার সুবর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে সুবর্ণকে বিশুদ্ধ করে (অর্থাৎ তাম্রাদি-ধাতু-মিশ্রণজনিত সুবর্ণের যে মলিনতা তাহাকে বিনাশ করে), পরমেশ্বরও সেইরূপ যোগীদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে তাহাদিগের হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা (অশুভ বাসনাদি) বিদূরিত করেন। *

অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানাদ্দিনে দিনে।
পশ্যন্নপি ন চেৎ ধ্যায়েৎ কোঽপরোঽস্মাৎ পশুর্ব্বদ॥

আত্মাতে স্বাভাবিক যে অনাত্মজ্ঞান ধ্যান দ্বারা ক্রমশঃ তাহা অপনীত হয়; এইরূপ ফল দেখিয়াও যে ব্যক্তি ধ্যান না করে, তাহা অপেক্ষা পশু আর কে আছে?

দেহাভিমানং বিধ্বস্য ধ্যানাদাত্মানমদ্বয়ম্।
পশ্যন্ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভূত্বা হ্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
প, দ, ৯, ১৫৬—১৫৭।

---

* পুংসাং কলিকৃতা ন্দোষান্দ্রব্য দেশাত্ম সংভবান্।
সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥ ভাঃ।১২।৩।৪৫॥

ভগবান্ পুরুষোত্তম চিত্তে সংস্থাপিত হইলে মনুষ্যগণের কলিকৃত এবং দ্রব্য দেশ ও আত্মা হইতে সমুদ্ভূত সমস্ত দোষ হরণ করেন।

দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান দ্বারা অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করত জীব সকল অমৃত হয় এবং ইহলোকেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে।

ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনি-
স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনং॥

রামগীতা।

মননশীল ব্যক্তি অপরোক্ষরূপে অনুভূত আত্মাকে দিবানিশি ধ্যান করত কামক্রোধাদি নমুদয় হৃদয়গ্রন্থি ছেদনপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন।

নিষ্কামোপাসনান্মুক্তিস্তাপনীয়ে সমীরিতা।

প, দ, ৯। ১৪৩।

নিষ্কাম উপাসনা হইতে যে মুক্তিলাভ ঘটে, ইহা তাপনীয় শ্রুতিতে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

উদ্ভবো যস্য ধর্ম্মার্থো ধর্ম্মো জ্ঞানার্থ এব চ।
জ্ঞানঞ্চ ধ্যানযোগার্থং সোঽচিরাৎ পরিমুচ্যতে॥

কু, ত, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস।

এই দেহের উৎপত্তি ধর্ম্মের জন্য হইয়াছে, ধর্ম্মও জ্ঞানের জন্য হইয়াছে, এবং জ্ঞানও ধ্যানযোগের নিমিত্ত হইয়াছে, কারণ ধ্যান দ্বারা জ্ঞানী শীঘ্রই মুক্তি প্রাপ্ত হন।

ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ।
তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মৌক্ষ্যং ন সংশয়ঃ॥'

জ্ঞা, স, তন্ত্র।

ধ্যানকে ধ্যান বলি না, কিন্তু শূন্যগত যে মনঃ তাহাই ধ্যান, কেননা সেই ধ্যানের প্রসাদে জীবের নিঃসন্দেহ মোক্ষজনিত সুখ লাভ হয়।

উপাসনা।

সাধক চিরদিনই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন; প্রাণ থাকিতে উপাসনা হইতে কখনও বিরত হইবেন না।

আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং।

বে, সূ, ৪। ১। ১২।

মুক্তি পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবেক। জীবন্মুক্তি লাভ হইলে পরেও পরমাত্মার উপাসনা করিবেক, এমত বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।

উপাস্তীনাং যাবদিচ্ছমাবৃত্তিঃ স্যাদুতামৃতি।
উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পত্তের্যাবদিচ্ছং নতূপরি॥
অন্ত্যপ্রত্যয়তোজন্ম ভাব্যতস্তৎপ্রসিদ্ধয়ে।
আমৃত্যাবর্ত্তনং ন্যায্যং সদা তদ্ভাববাক্যতঃ॥

বে, সা, ৪। ১। ৮ অধিকরণ।

উপাসনার অনুষ্ঠান যত দিন ইচ্ছা তত দিন করিবেক, কি মরণ পর্য্যন্ত করিবেক? এইরূপ সন্দেহে—যত কালে উপাসনার অর্থনিষ্পত্তি হয় অর্থাৎ একাগ্রতা জন্মে, তত দিনই যথা ইচ্ছা উপাসনা করিবেক—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, অন্তকালে মনে যে ভাব উদিত হয় পরলোকে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, এই হেতু তাহার সিদ্ধির নিমিত্তে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য।

সমস্ত দিবস অন্যমনস্ক থাকিয়া কেবল মাত্র একবার বা কোন দিবস দুইবার উপাসনা করিলে তদ্দ্বারা মুক্তি হওয়া অসম্ভব। পুনঃ পুনঃ উপাসনা করা চাই এবং সমস্ত সময় উপাসনার ভাবে মগ্ন থাকা আবশ্যক; কারণ সামান্য উপাসনা দ্বারা মুক্তি হয় না। যথা,

সর্ব্বদৈবমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ।

শ্রুতিঃ।

মুক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আত্মার উপাসনা করিবেক।

মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে। শ্রুতিঃ।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরাও ইহাঁকে উপাসনা করিয়া থাকেন।

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্ম্মৃত্যুবন্ন হি লোপাপত্তিঃ।

বে, সূ, ৩।৩।৫২।

সামন্য উপাসনা করিলে মুক্তি হয় না, যে হেতু সেই উপাসনা হইতে মুক্তির কারণ তত্বজ্ঞান অথবা উৎকৃষ্ট যে বহ্মলোক এই দুয়ের একটীও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এইরূপ শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মৃদু আঘাতে মর্ম্মভেদ হয় না বলিয়া মৃত্যু হয় না, কিন্তু দৃঢ় আঘাত হইতে মর্ম্মভেদ হইয়া মৃত্যু হয়, সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হয়। সামান্য উপাসনায় মুক্তি হয় না।

দাঁড়াইয়া কিংবা শয়ন করিয়া আত্মবিদ্যার উপাসনা করা অপেক্ষা উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করা অধিক প্রশস্ত।

আসীনঃ সম্ভবাৎ।

বে, সূ, ৪। ১। ৭।

উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক, যে হেতু শয়ন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয়, আর দাঁড়াইলে চিত্তবিক্ষেপ * জন্মে।

ধ্যানাচ্চ।

বে, সূ, ৪। ১। ৮।

ধ্যানের দ্বারাও উপাসনা হয়; না বসিলে ধ্যান হইতে পারে না। †

---

* অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে সমর্থ না হইয়া অন্তঃকরণবৃত্তির যে অন্য অবলম্বন হয়, তাহার নাম বিক্ষেপ।

† কোন কোন দুর্ব্বালাধিকারী ভ্রাতার মুখে সময়ে সময়ে এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায় যে "যাঁহার রূপ নাই, আকার নাই, তাঁহার কি ধ্যান করিব?" তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, যদি নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তবে তাঁহারা যথাশক্তি তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করিবেন। যথা,

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।" গায়ত্রী।

আমরা জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং শক্তি ধ্যান করি।

অচলত্বং চাপেক্ষ্য। বে, সূ, ৪।১।৯।

বেদে কহিয়াছেন, পৃথিবীর ন্যায় হইয়া ধ্যান করিবেক, অর্থাৎ উপাসনার কালে চঞ্চল হইবেক না।* কারণ উপাসনার সময় সম্পূর্ণ স্থির ভাবে না থাকিলে উপাসনা হয় না।

স্মরন্তি চ। বে, সূ, ৪।১।১০।

স্মৃতিতেও উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক এমত কথন আছে।

ব্রহ্মোপাসনাতে স্থান বা সময়ের কোনরূপ নিয়ম নাই। †

পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে পরব্রহ্মের স্তব করিয়াছিলেন—

স্থিতং সর্ব্বত্র নির্লিপ্তমাত্মরূপং পরাৎপরম্।
নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম্॥ ব্র, বৈ, পুরাণ।

যিনি আত্মরূপে অলিপ্তভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, যাঁহার তুল্য বস্তু অথবা যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কোথাও কিছু নাই, সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোরূপে বিদ্যমান, পুরুষকে বার বার নমস্কার করি।

* স্থিরাসনো ভবেন্নিত্যং চিন্তানিদ্রাবিবর্জ্জিতম্।
আশু স জায়তে যোগী নান্যথা শিবভাষিতম্। জ্ঞা, স, তন্ত্র।

শিব বলিয়াছেন, প্রতিদিন স্থিরাসনে উপবিষ্ট হওত চিন্তা এবং নিদ্রাবিবর্জ্জিত হইয়া উপাসনা ও ধ্যান করিবেক। তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মযোগী হইতে পারিবে, ইহার কদাচ অন্যথা হইবে না।

† পরব্রহ্মের উপাসনায় একমাত্র কেবল চিত্তের নির্ম্মলতাই বিশেষরূপে আবশ্যক হয়। নতুবা স্নান, উপবাস, কোন বিশেষ দিকাদির আশ্রয়, কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম, অথবা উপাসনা-কালে গাল-বাদ্যাদি অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি কোনরূপ বাহ্যানুষ্ঠানের নিয়ম ইহাতে নাই। যথা, ভগবান্ মহেশ্বর পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—

বাচিকং কায়িকং বাপি মানসং বা যথামতি।
আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৩।৭৫।
অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তো বাপি বুভুক্ষিতঃ।
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মলমানসঃ॥ ম, নি, তন্ত্র ৩,৭৮।
নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে।
নৈবাচারাদিনিয়মো নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ॥
ন দিক্‌কালবিচারোঽস্তি ন মুদ্রান্যাসসংহতিঃ।
যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ॥ ম, নি, তন্ত্র ২।৫৩-৫৪।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।

বে, সূ, ৪।১।১০।

যে কোন স্থানে চিত্ত স্থির হইবেক সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

চিত্তস্যৈকাগ্রসম্পাদকে দেশে উপাসীত।

বে, সা,।

যে স্থানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে উপাসনা বিধেয়।

যাঁহাদিগের উপাসনার অভ্যাস নাই এবং যাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রকৃত ভক্তির আবির্ভাব হয় নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে উপাসনা প্রথমতঃ কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সেই সময় সাধক যদ্যপি কষ্টকর ভাবিয়া উপাসনা পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে অতি অল্প দিনের অভ্যাসেই তিনি তাহার স্বাদুতা অনুভব করিতে পারেন; এবং পরিণামে তিনি উহাতে এতদূর আনন্দ লাভ করেন যে, জগতের কোন পদার্থের সহিতই তিনি আর উহাকে বিনিময় করিতে চাহেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন;—

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিযচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥

গী, ১৮।৩৭।

যাহা বিষয়সুখের ন্যায় হঠাৎ প্রীতিজনক নহে অথচ অভ্যাসাধীন হইলে রমণযোগ্য হয় এবং যে সুখে রত হইলে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ বিনাশ পায়, এবং যে সুখ প্রথমে মনঃপ্রভৃতিকে দমনকরণে দুঃখজনকের ন্যায় হয় কিন্তু পরিণামে অমৃতের কর্ম্ম করে, সেই সুখ সাত্বিক, তাহা পরমাত্মবিষয়ে নির্ম্মল বুদ্ধি প্রসাদে জন্মে।

পরব্রহ্মের উপাসনায় ধূপ, দীপ, পুষ্প চন্দন অথবা নৈবেদ্যাদি কোনরূপ বাহ্যবস্তু প্রদানেরও ব্যবস্থা নাই, যথা ভগবান্ মহেশ্বর বশিষ্ঠদেবকে বলিয়াছিলেন; "অতত্ত্বজ্ঞ বিলাসী ব্যক্তি অন্নপানাদি ভোগসম্ভার দ্বারা, এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বোধ দ্বারা, আত্মাকে অর্চ্চনা করিবেক।"

যো, বা, নি, প্রকরণ।

মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকৈব।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সেবয়ৈব
স্বাদ্বী পুনর্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

পিত্তদুষ্ট হইলে জিহ্বায় সিতা অর্থাৎ চিনিও ভাল লাগে না, তিক্ত লাগে; কিন্তু যদি আদরপূর্ব্বক ঔষধসেবনের ন্যায় প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া তাহার সেবা (ভক্ষণ) করা যায়, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা সেই পিত্তদোষ নিবারিত হইয়া ক্রমে তাহাতেই রুচি জন্মে এবং তখন তাহার সম্যক্ স্বাদুতা অনুভূত হয়। এইরূপ অপবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়া-মোহে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরধ্যান ভাল লাগে না, কিন্তু তাদৃশ মনুষ্য যদি (ভাল না লাগিলেও) যত্নপূর্ব্বক কিছু কিছু করিয়া প্রতিদিন তাহার সেবা করে, তাহা হইলে সেই ভাল না লাগার কারণ অজ্ঞান বা মায়ামোহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়া ক্রমে তাহার মনে ঈশ্বরধ্যানের স্বাদুতা অনুভূত হয়।

শুভ ইচ্ছা ও ব্রহ্মবিচার।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এইরূপ ব্রহ্মবিচারকে মোক্ষদ্বারের অন্যতম দ্বারপাল-স্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন *। বস্তুতঃ যিনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার

---

* মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষ-শ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥ ১।
এতেঽন্বেষ্যাঃ প্রযত্নেন চত্বরো দ্বৌ ত্রয়োঽথবা।
দ্বারমুদ্ঘাটয়ন্ত্যেতে মোক্ষে রাজগৃহে যথা॥ ২।
একং বা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বমুৎসৃজ্য সংশ্রয়েৎ।
একস্মিন্ বশগে যান্তি চত্বারোঽপি বশং ততঃ॥ ৩।

যো, বা, মু, ব, প্রকরণ।

জন্য যথার্থ যত্নশীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে আপনার অন্তরে সর্ব্বদা তদ্বিষয়ক বিচার করিতে থাকেন, তিনি অচিরেই আপনার অভিলষিত পদার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ॥

নারদীয় পুরাণ।

যে সাধু-ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তি পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে বিশেষ ইচ্ছুক হন, অতি শীঘ্রই তাঁহার সেই পবিত্র অভিলাষ পূর্ণ হয়।

এইরূপ শুভ-ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ব্রহ্মবিচার আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের যে ৭টী অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিষয়টী অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।*

মোক্ষদ্বারে চারি দ্বারপাল আছেন, যথা প্রথম শম, দ্বিতীয় ব্রহ্মবিচার, তৃতীয় সন্তোষ, চতুর্থ সাধুসঙ্গম। ১।

যত্নপূর্ব্বক এই চারি দ্বারপালের সেবা করিবেক, অশক্ত হইলে তিনের অথবা দুই-এর সেবা অবশ্য করিবেক; কেন না রাজগৃহে যেমত দ্বারীর উপাসনা করিলে তাহারা দ্বার উদ্ঘাটন করে, সেইরূপ এই চারি দৌবারিকের উপাসনা করিলে মোক্ষে প্রবেশ করা যায়। ২।

অথবা নিকৃষ্ট পক্ষে সকল ত্যাগ করিয়া এই চারি দ্বারপালের মধ্যে একজনকেও আশ্রয় করত সেবা করিবেক, যে হেতু একজন বশ হইলেও ক্রমে চারিজন বশতাপন্ন হইতে পারিবে। ৩।

* কোন ব্যক্তির জীবনে যখন প্রথম পরিবর্ত্তন ঘটে, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে যখন কোন সংসার-মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মুক্তিপথের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাঁহার মনে স্বতঃ এইরূপ ভাবের উদয় হয় যে "আমি কেন মূঢ়ের ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া আছি, আমি শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ দ্বারা নিশ্চয়ই জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিব"। সাধকের জীবনে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ যে দৃঢ় ইচ্ছার উদয় হয় তাহারই নাম শুভেচ্ছা বা প্রথমা জ্ঞানভূমি।

এইরূপ শুভ-ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে আপনা হইতেই সদসৎ-বিচার আরম্ভ হইয়া থাকে, এবং ধীরভাবে সাধক যখন এইরূপে আপনার হৃদয়ে ব্রহ্মবিষয়ক বিচার করিতে থাকেন, তখনই তাহাকে বিচারণা বা দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি কহে।

এইরূপে মনের মধ্যে বিচার করিতে থাকিলে ক্রমে সাধকের মনের স্থূলত্ব নষ্ট হইয়া তনুতা অর্থাৎ যে সূক্ষ্মত্ব হয় তাহারই নাম তনুমানসা বা তৃতীয়া জ্ঞানভূমি।

কোঽহং কথমিদঞ্চেতি যাবন্নান্তর্বিচারিতম্।
সংসারাড়ম্বরং তাবদন্ধকারোপমং স্থিতম্ ॥

যো, বা, স্থিতি প্রকরণ।

আমি কে, এবং কি প্রকারে কোথা হইতে এই জগৎ হইল, এই প্রকার বিচার যাবৎপর্য্যন্ত অন্তঃকরণে উদিত না হয়, তাবৎপর্য্যন্ত অন্ধকারের ন্যায় এই সংসারের আড়ম্বর বিদ্যমান থাকে।

অনষ্টমন্ধকারেষু বহুতেজঃসুজৃম্ভিতম্।
পশ্যত্যপি ব্যবহিতং বিচারচারুলোচনম্ ॥

যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের দর্শনাভাব অন্ধকারেও হয় না এবং অগ্ন্যাদি তেজঃ-সমূহমধ্যে যাঁহার তেজঃ অতিশয় জৃম্ভিত, তিনি ব্যবহিত হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তি বিচাররূপ সুন্দর চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন।

সমুদ্রস্যেব গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যং মেরোরিব স্থিরম্।
অন্তঃশীতলতা চেন্দোরিবোদেতি বিচারিণঃ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিচার করেন তাঁহার অন্তকরণে সমুদ্রের ন্যায় গাম্ভীর্য্য গুণ এবং সুমেরুর ন্যায় স্থিরতা আর চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা উদিত হয়।

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা।
ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

তদনন্তর আত্মা অত্যর্থ নির্ম্মল হইয়া উঠিলে ব্রহ্মই একমাত্রনিত্যবস্তু, তদতিরিক্ত সকলই অনিত্য ও অসার—এইরূপ নিশ্চয় বোধের উদয় হয়; এবং ইহারই নাম সত্তাপত্তি বা চতুর্থী জ্ঞানভূমি।

তদনন্তর ক্রমে এই তত্ত্বভাব দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে বিষয়েতে অসংসর্গজনক যে সত্ত্ব গুণ প্রাপ্তি হয় এবং তদ্দ্বারা যে চমৎকার ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই অসংসক্তি নামে পঞ্চমী জ্ঞানভূমি জানিবে।

এতদ্ব্যতীত আর দুইটী জ্ঞানভূমি আছে, অনাবশ্যক-বোধে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম না।

যাহার চিত্ত গমন-কালে স্থিতি-কালে জাগ্রত-অবস্থাতে এবং স্বপ্নাবস্থাতে সর্ব্বদা ব্রহ্মবিচারাসক্ত না হয়, সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা মৃত কহেন।*

যাঁহাদিগের মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় আপন মনের মধ্যে বিচার করিতে না পারেন, তাঁহাদিগের তাদৃশ দুর্ব্বল হৃদয়ে কোন গভীর বিষয় কখনই দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্য আঘাতেই একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সাধকের পক্ষে চিন্তাশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়।

যাঁহার মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, যিনি আপনার অন্তরে গভীর বিষয় সকল তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে পারেন না (অথবা করেন না) তিনি রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিলেও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান-লাভে বঞ্চিত থাকেন এবং অন্য ব্যক্তি যদিও তাদৃশ উচ্চ শিক্ষা না পাইয়া থাকেন, কিন্তু যদি তাঁহার মন যথার্থ চিন্তাশীল হয়, এবং সত্যলাভের জন্য পিপাসু হইয়া যদি তিনি আপনার অন্তরে নিজ অভিলষিত বিষয়সকল সর্ব্বদা বিচার করিতে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি উপযুক্ত অবসরে জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে সক্ষম হন। পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যথাসময়ে দুর্ল্লভ সত্য সকল আপনা হইতে তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। কারণ, একমাত্র কেবল এইরূপ ব্রহ্মবিচারের মধ্যেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থিতি করে, অন্যথা জ্ঞানলাভ হয় না।†

বিচারেঽধ্যাত্মবিদ্যানাং জ্ঞানমঙ্গং বিদুর্বুধাঃ।
জ্ঞেয়ং তস্যান্তরেবাস্তি মাধুর্য্যং পয়সো যথা॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ

---

* তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

যো, বা,

বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্ষীরাও জীবন ধারণ করে কিন্তু যে ব্যক্তির মন চিন্তাশীল অর্থাৎ ব্রহ্ম-মননের দ্বারা জীবিত, তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন।

† প্রকৃত ভক্তিযোগে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তাঁহাদিগেরও হৃদয়ে যথাসময়ে ব্রহ্মবিচার আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মবিচারের অঙ্গস্বরূপ জানিবে এবং তাহার মধ্যে জ্ঞেয় ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন, যেমন দুগ্ধমধ্যে মাধুর্য্যরস থাকে সেইরূপ।

অবিচারোঽপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ।

প, দ, ৯। ৩১।

নিজ অন্তরে ব্রহ্মবিচার ব্যতিরেকে পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান কখনই জন্মে না; কারণ বিচারের অভাবই অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান প্রতিবন্ধক।

বিচারাজ্জায়তে বোধোঽনিচ্ছা যং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্॥

প, দ, ৯। ৭৫।

বিচার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা একবার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও উহা কখনও নিবারিত হইবার নহে। ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র সমস্ত সাংসারিক অনিত্যবস্তুবিষয়ক সত্য ভ্রমকে বিনাশ করিয়া থাকে।

মনাগপি বিচারেণ চেতসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ।
মনাগপি কৃতো যেন তেনাপ্তং জন্মনঃ ফলম্॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, অল্প যথার্থ বিচার করিয়াও যে ব্যক্তি স্বকীয় চিত্তের কিঞ্চিৎ নিগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তির জন্ম সফল হয়।

বিচারকণিকা যৈষা হৃদি স্ফুরতি পেলবা।
এষৈবাভ্যাসযোগেন প্রয়াতি শতশাখতাম্॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

এই যে ব্রহ্মবিচার-কণিকা চিত্তে প্রকাশ হয় ইহা অভ্যাসযোগ দ্বারা ক্রমে শতশাখাযুক্ত হইয়া উঠে।

অগৃহীতমহাপীঠং বিচারকুসুমদ্রুমম্।
চিন্তাবাত্যা বিধুন্বন্তি ন স্থিরস্থিতিষু স্থিরম্

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

অকৃতজট অর্থাৎ অবদ্ধমূল হইলেও স্থির স্থানে স্থিত যে ব্রহ্মবিচারস্বরূপ বৃক্ষ তাহাকে চিন্তারূপ বায়ুসমূহে চালিত করিতে পারে না।

যদ্যপি বিশেষরূপে নিজ অন্তরে বিচার না করিয়া কেবল মাত্র শাস্ত্রীয় উপদেশ বা বড় বড় লোকের মত জানিয়া কোন সত্যকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা হইলে পরীক্ষার সময় ঝড় আসিলে সে সত্য কখনই আর হৃদয়ে স্থান পায় না। অনেক লঘুচিত্ত ব্যক্তিকে যে প্রতিদিন নূতন নূতন মতের বশীভূত হইতে দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা নিজ অন্তরে কোন গভীর বিষয়ের সম্যক্ চিন্তা করিতে অক্ষম।

অতএব যিনি পরব্রহ্মের সাধনা দ্বারা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনি কোন শাস্ত্রকে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মতকে অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া অন্ধবিশ্বাসী হইবেন না। সৎ যুক্তির সহিত সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে যাহা সত্য বলিয়া বোধ হইবে তাহাই যত্নের সহিত গ্রহণ করিবেন। * এইরূপ প্রণালীতে শাস্ত্র হইতে সত্য নির্ব্বাচন করাকে আজ কাল আমাদের দেশের অনেকেই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শাস্ত্রের উপদেশই এইরূপ। যথা—

---

* অণুভ্যশ্চ মহদ্‌ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

ভা, ১১।৮।১০।

ভৃঙ্গ যেরূপ সকল পুষ্পহইতে সার গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল শাস্ত্রহইতে সার গ্রহণ করিবেন।

বিশেষতঃ যদি পুরাকালহইতে সকলেই বিচার পরিত্যাগ করত অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া শাস্ত্র-উপদেশ-মাত্রেরই অনুগামী হইতেন, তাহাহইলে ঋষি ও মুনিদিগের মধ্যে পরস্পরের মতের এত বিভিন্নতা ঘটিত না। এ বিষয়ে ব্যাস বলিয়াছেন—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—

নানামতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা।
দৃষ্ট্বা নির্ব্বেদমাপন্নঃ কোন শাম্যতি মানবঃ॥

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

মনুসংহিতার ১২শ অধ্যায়ের ১১৩ শ্লোকের টীকায়
টীকাকার কুল্লুকভট্টধৃত বৃহস্পতির বচন।

কেবল মাত্র শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না, যুক্তিকেও অবলম্বন করা চাই, কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্য-মপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

যো, বা, মু, ব, প্রকরণ।

বালক যদ্যপি যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে, তাহাও আদরপূর্ব্বক অবশ্য গ্রহণ করা উচিত; কিন্তু অযুক্তিকর কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহা তৃণের ন্যায় ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু ব্রহ্মবিচার কর্ত্তব্য জানিয়া যেন কেহ কুতার্কিকতা অবলম্বন না করেন; কারণ তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকার না হইয়া কেবল মাত্র অনিষ্ট-সংঘটনই হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণও এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাবধান করিয়া গিয়াছেন। সাধক আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার করিবেন এবং যে বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে না পারিবেন, অথবা যেগুলিতে তাঁহার সন্দেহ হইবেক, সেইগুলির মীমাংসা করণার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র। বস্তুতঃ তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না।

স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ।
কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ॥
বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।
স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কু তর্কতাম্॥

প, দ, ৬।২৯—৩০।

যদি স্বীয় অনুভবেতে বিশ্বাস না হয়, তবে কেবল তর্কদ্বারা তার্কিকেরা কিপ্রকারে তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিবেক। যে হেতু তর্কের সমাপ্তি নাই;

অর্থাৎ এক ব্যক্তি তর্ক দ্বারা একপ্রকার নিশ্চয় করে, তাহা হইতে বুদ্ধিমান্ অন্য ব্যক্তি তাহা খণ্ডন করিয়া অন্যপ্রকার নিরূপণ করিতে পারে।

যদিও কেবল তর্ক দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় না হউক, তথাপি বুদ্ধিতে অনুভব ধারণা করিবার নিমিত্তে সম্ভাবিত তর্ক যদি অপেক্ষিত হয়, তবে স্বীয় অনুভব অনুসারে অনুগত তর্ক আলোচনা কর, কিন্তু কোন প্রকারে কুতর্ক আলোচনা করিও না; যে হেতু কুতর্ক দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হওয়া দূরে থাকুক, সমূহ অনিষ্ট সংসাধিত হয়।

এক্ষণে কতদিন পর্য্যন্ত বিচার করিবেক তাহারই সীমা লিখা যাইতেছে—

তাবদ্বিচারয়েৎ প্রাজ্ঞো যাবদ্বিশ্রান্তমাত্মনি।

যো, বা, মু, ব, প্রকরণ।

যেপর্য্যন্ত ব্রহ্মেতে অবস্থিতি না হয়, ততদিনপর্য্যন্ত তাহার বিচার করিবেক।

সর্ব্বসংভ্রমসংশান্ত্যৈ পরমার্থফলায় চ।
ব্রহ্মবিশ্রান্তিপর্য্যন্তো বিচারোঽস্তু তবানঘ॥

যো, বা,।

সমুদয় ভ্রান্তিশান্তি এবং পরমার্থফললাভ নিমিত্ত, যেপর্য্যন্ত ব্রহ্মেতে চিত্ত-বিশ্রাম না হয়, তাবৎপর্য্যন্ত তোমার ব্রহ্মবিচার স্থিত হউক।

পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা।
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে॥

প, দ, চিত্রদীপ, ১৫ শ্লোক।

বিচার দ্বারা পরমাত্মবিষয়ক দুইপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞান; তাহার মধ্যে পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান না হইবে ততকাল পর্য্যন্ত বিচার করিবেক, পশ্চাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে সুতরাং বিচারের সমাপ্তি হইবে।

বিচারয়ন্নামরণং নৈবাত্মানং লভেত চেৎ।
জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি॥

প, দ, ৯। ৩৩।

যদি মরণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও আত্মলাভ না হয়, তথাপি তাহা নিরর্থক হইবার নহে। কারণ এ জীবনে লাভ না হইলে পরজীবনেও তাহা সম্পন্ন হয়।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না।

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ॥

উত্তর গীতা।

যেপ্রকার ধান্যার্থী ব্যক্তি পলাল মর্দ্দনপূর্ব্বক ধান্য গ্রহণ করিয়া তৃণসমূহকে দূরে নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৎপর হওত পরিশেষে গ্রন্থসমূহকে একবারে পরিত্যাগ করিবেন।

যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্।
এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনম্॥

উ, গী,

যেরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির দুগ্ধে প্রয়োজন নাই, তদ্রূপ যিনি পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া আনন্দামৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন বেদাদিশাস্ত্রে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই।

বিজ্ঞায়াক্ষরসন্মাত্রং জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্॥

উ, গী,।

জীবনকে অতিশয় চঞ্চল জানিয়া সেই সন্মাত্র অবিনাশী আত্মাকে জ্ঞাত হও এবং সমুদয় শাস্ত্র-পাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্য বস্তুর উপাসনা কর।

ন কৃতেনাকৃতেনার্থো ন শ্রুতিস্মৃতিবিভ্রমৈঃ।
নির্ম্মন্দরইবাম্ভোধিঃ স তিষ্ঠতি যথাস্থিতি॥

যো, বা, মু, ব, প্রকরণ।

সেই জ্ঞানীর কর্ম্মকরণে প্রয়োজন নাই, এবং তাহা না করিলে হানিও নাই; আর সমুদ্র যেমন মন্দরশূন্য হইলে শান্ত হয়, সেইরূপ কোন কর্ম্মাদিতে প্রয়োজন না থাকাতে তিনিও স্বয়ং শান্ত হইয়া যথার্থ স্বরূপে স্থিত হন, শ্রুতিস্মৃতিরূপ মিথ্যা ভ্রান্তিতেও আর তাঁহার আবশ্যক থাকে না।

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিনঃ পীতাস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥

জ্ঞা, স, তন্ত্র।

চারি বেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগিগণ নবনীতস্বরূপ সারভাগ পান করিয়াছেন এবং তাহার অসার ভাগ যে তক্র (ঘোল) তাহাই পণ্ডিত সকলে পান করিতেছেন।

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

মনুষ্যমাত্রেরই দুইপ্রকার জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, এক প্রকার জ্ঞান বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা লাভ হয়, তাহাকে শব্দব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কহে, এবং আপনার বিবেক হইতে যে অন্যপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই বিবেক হইতে উত্থিত জ্ঞানকেই পরব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কহে। সুতরাং পরব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ হইলে শব্দব্রহ্মজ্ঞানে প্রয়োজন থাকে না।

যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।
তত্ত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত ব্যক্তির যেরূপ অন্য আহার প্রয়োজনীয় হয় না, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সেইপ্রকার শাস্ত্রাধ্যয়নাদিতে প্রয়োজন থাকে না।

তাবত্তপোব্রতং তীর্থং জপহোমার্চ্চনাদিকম্।
বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

যদবধি মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারে (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপরোক্ষরূপে জানিতে না পারে), তদবধি তাহারা তপ, ব্রত, তীর্থদর্শন, জপ, হোম, কল্পিত দেবাদির অর্চ্চনা, ও বেদাদি শাস্ত্র কথা লইয়া সময় যাপন করে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে এ সকলে আর প্রবৃত্ত হয় না।

জ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে, শেষ আপনিও বিনষ্ট হয়।

অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলম্।
কৃত্বাজ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ॥

আত্ম-বোধ।

যে প্রকার নির্ম্মলীবীজের রেণু মলিন জলের মালিন্য সমুদায় বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানকলুষতাকে বিনাশ করিয়া জ্ঞানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে।

য এব যত্নঃ ক্রিয়তে বাহ্যার্থোপার্জ্জনে জনৈঃ।
স এব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পূর্ব্বং প্রজ্ঞাবিবৃদ্ধয়ে॥
সীমান্তং সর্ব্বদুঃখানামাপদাং কোষমুত্তমম্।
বীজং সংসার-বৃক্ষাণাং প্রজ্ঞামাদ্যাং বিনাশয়েৎ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

বাহ্যধনাদি উপার্জ্জনে লোক যেরূপ যত্ন করে, সেইরূপ যত্ন বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্রে কর্ত্তব্য।

সকল দুঃখের সীমাস্থান ও আপদের উত্তম ভাণ্ডার এবং সংসার বৃক্ষের বীজস্বরূপ যে আদিম প্রজ্ঞা তাহাকে পশ্চাৎ নাশ করিবেক।

আচার্য্যঃ প্লবিতা তস্য জ্ঞানং প্লব ইহোচ্যতে।
বিজ্ঞায় কৃতকৃত্যস্তু তীর্ণস্তদুভয়ং ত্যজেৎ॥

ম, ভা, মো, ধ, ১৬২।২৩।

জনক কহিলেন, হে শুক! পণ্ডিতেরা আচার্য্যকে সংসার-সাগরের কর্ণধার এবং জ্ঞানকে প্লবস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানলাভপূর্ব্বক সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিলে পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। *

উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ॥

উত্তরগীতা।

যে প্রকার অন্ধকার-রজনীতে কোন দ্রব্য অন্বেষণার্থ মনুষ্য উল্কা গ্রহণপূর্ব্বক সেই দ্রব্য দর্শন করিয়া পশ্চাৎ মহোপকারক সেই উল্কাকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অবিদ্যা-অন্ধকারাবৃত পরমার্থদিদৃক্ষু ব্যক্তি জ্ঞানরূপ উল্কা দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিবেন।

---

* নাবার্থী হি ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥ উত্তর গীতা।

যে পর্য্যন্ত নদীর পার প্রাপ্ত হওয়া না যায় তদবধিই নৌকার প্রয়োজন হয়; এবং নদীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না, সেই প্রকার জ্ঞেয় ব্রহ্মকে সম্যক্ লাভ করিতে পারিলে আর জ্ঞানসাধনাদিতে প্রয়োজন থাকে না।

দেবর্ষি নারদ শুকদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন;—

"অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া প্রথমতঃ জ্ঞানবলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর। এই আমি তোমার নিকট পরম গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। দেবগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন।"

ম, ভা, মো, ধ,

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্ন আত্মবান্নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানং চ ময়ি সংন্যসেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! যিনি অনুভব পর্য্যন্ত শাস্ত্র-সম্পন্ন, (অতএব) আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল পরোক্ষজ্ঞানশালী নহেন, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তির প্রতিবিম্বস্বরূপ মাত্র জানিয়া জ্ঞানকে ও জ্ঞানের সাধনকে আমাতে সমর্পণ করিবেন।

সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তৃহেতিং।
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ॥

ভা, ২। ৭।৪৮।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! যেরূপ দরিদ্র কূপখনক কোনরূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলে খননসাধন খনিত্র (খোন্তা) অগ্রাহ্য করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যত্নশীল উপাসকেরা মনকে নিশ্চয়রূপে পরমেশ্বরে ধারণ করিতে পারিলে জ্ঞানসাধনাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবানে মনকে সংযত করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলে মনুষ্যদিগের আর কোন কার্য্যই থাকে না। *

* প্রসিদ্ধ প্রেমিক কবি হাফেজ বলিয়াছেন—

"ওহে, তুমি যে বুদ্ধির পুস্তকে প্রেমের বচন শিক্ষা করিতেছ, আমি আশঙ্কা করি তুমি সূক্ষ্ম কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না। * * * * প্রেমশৃঙ্খল জ্ঞানিগণের হস্তে সমর্পিত হয় নাই, যদি সখাকে চাও, জ্ঞান পরিত্যাগ কর।"

সুপ্রসিদ্ধ কবি খাজা হাফেজের প্রবচনাবলী "দেওয়ান হাফেজ" নামক মূল পারস্যগ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

বাক্যসংযমনের আবশ্যকতা নামক প্রস্তাবের টীপ্পনীতে মন ও বুদ্ধির বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে হইবে।

পরমেশ্বর সাধকের পক্ষে অতীব সুলভ।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

মু, উপ, ৩য় মুণ্ডক, ২য়, খণ্ড।

কঠ, উপ, ২য় বল্লী।

বহু বাক্য আড়ম্বর দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা অনেক শ্রবণ দ্বারা এই আত্মা লব্ধ হন না, যে সাধক ইহাঁকে প্রার্থনা করেন তিনিই ইহাঁকে লাভ করেন, তাঁহারই নিকট ইনি স্বীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করেন।

যে সাধক পরমেশ্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, পরমেশ্বরের জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল হইতে হয়। প্রাণের ব্যাকুলতা ব্যতীত পরমদেবকে অন্য কিছুতেই লাভ করা যায় না। কি প্রাচীন কালে, কি বর্ত্তমান কালে, যথার্থ ঈশ্বরলাভের লালসা যাঁহাদের হৃদয়ে স্থায়িরূপে জন্মিয়াছে, পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য যাঁহাদের প্রাণ যথার্থ ব্যাকুল হইয়াছে, 'যদি ব্রহ্মলাভ না ঘটিল তবে এ বৃথা জীবনে কি প্রয়োজন' ইহা ভাবিয়া যাঁহারা শোকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, এবং প্রাণেশ্বরের বিরহে যাঁহাদের সমস্ত জগৎকে শূন্যময় বোধ হইয়াছে, (অধিক কি স্ত্রী, পুত্র,ধন * রাজ্য বন্ধু বান্ধব কিছুতেই যাঁহাদের হৃদয়ের সে অভাব পূরণ করিতে না পারিয়াছে), তাঁহারা প্রত্যেকেই পরমেশ্বরকে চিরদিনের জন্য লাভ করিয়া অনন্ত আনন্দের ভাগী হইতে পারিয়াছেন। এপ্রকার সাধকের পক্ষে পরমেশ্বর অতীব সহজ লভ্য হন।

সুলভশ্চায়মত্যন্তং সুজ্ঞেয়শ্চাত্মবন্ধুবৎ।
শরীরপদ্মকুহরে সর্ব্বষামেব ষট্‌পদঃ ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

---

* যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমশ্লোকলালসঃ ॥ ভা, ৫। ১৪। ৪২।

ভগবান্ বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, সকলের শরীররূপ-পদ্ম মধ্যে ভ্রমরস্বরূপে স্থিত এই পরাৎপর পরমেশ্বর নিতান্ত সহজলভ্য; এবং পিতা মাতা ও বন্ধু প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণের ন্যায় সুজ্ঞেয় হন।

নিত্যাভ্যসনশীলস্য স্বয়ংবেদ্যং হি তদ্ভবেৎ।
তৎ সূক্ষ্মত্বাদনির্দ্দেশ্যং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

দক্ষ ৭। ২৬।

সেই সনাতন পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু, এ নিমিত্ত নির্দ্দেশের বহির্ভূত। কিন্তু নিত্য অভ্যাসশীল * ব্যক্তির সম্বন্ধে তিনি স্বয়ংবেদ্য অর্থাৎ আপনিই অনুভূত হন।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

গীতা, ৮ম অধ্যায়।

হে পার্থ, অন্য চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ আমাকে (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) স্মরণ করে, আমি (অর্থাৎ পরমেশ্বর) তাহার অনায়াসে লভ্য হই।

অনন্যদ্রষ্টা ভজতাং গুহাশয়ঃ
স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্॥

ভা, ৩। ১৩। ৪৮।

যে ব্যক্তি অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একমনে কেবল ভগবানের ভজনায় প্রবৃত্ত হন, হৃদয়শায়ী ভগবান্ আপনিই তাঁহাকে নিজ পদ প্রদান করেন।

---

* তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ প, দ, ৭। ১০৫।

সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তা করা, তদ্বিষয়ক বাক্য আলোচনা করা, বিচার দ্বারা পরস্পর তাহা বোধগম্য করা এবং তাঁহার উপাসনায় সর্ব্বদা তৎপর হওয়া, এই কয়েকটী বিষয়ের নিত্য অনুষ্ঠান করাকে পণ্ডিতেরা ব্রহ্মবিষয়ক অভ্যাস কহিয়া থাকেন।

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
সাধনাদমলং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতি তদ্ধ্রুবম্॥

শি, সং ৫। ১৮০।

যে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই বিশ্বগুরু পরমেশ্বর সাধকের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হন।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি॥

আ, বো,

যদিও পরমাত্মাতে জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতদ্রূপ প্রভেদ না থাকাতে মনেরদ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হন না, তথাচ জ্ঞানানন্দস্বরূপত্ব হেতু তিনি স্বয়ং ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন।

সদা সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ॥

আ, বো,

যে প্রকার সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব কোন মলিন বস্তুতে প্রাকাশিত না হইয়া কেবল জলাদি স্বচ্ছ বস্তুতেই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বগত পরমাত্মা মানবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিকট প্রকাশিত না হইয়া কেবল মাত্র বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষুতেই প্রতিভাসমান হন। *

* এই পৃথিবীতে এরূপ অজ্ঞান ব্যক্তি অনেক আছেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত পরমেশ্বরকে চর্ম্মচক্ষের বিষয়ীভূত করিতে ইচ্ছা করেন; এবং বাহ্যবস্তুর ন্যায় সেই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্ম পদার্থকে দর্শনেন্দ্রিয়ের আয়ত্তীভূত করিতে না পারায় তাঁহারা ব্রহ্মদর্শন কথাটিতে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিয়া থাকেন, অধিক কি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মদর্শনকে মনের ধোঁকা বলিয়া উপহাস করিতেও ত্রুটি করেন না। যাঁহা হউক, চক্ষে দেখা গেল না বা তর্কে পাওয়া গেল না বলিয়া যাঁহারা ব্রহ্মদর্শন কথাটীকে মিথ্যা বলেন বা ব্রহ্মসত্বা অস্বীকার করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, এ জগতে এরূপ অনেক বস্তু আছে যাহা চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জানা যায়। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকে এ বিষয়ের একটী সুন্দর গল্প আছে।

সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং ন প্রপশ্যেজ্জনার্দ্দনম্।
জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যমিবোদিতম্॥

উ, গী

যেমন সূর্য্যোদয় হইলেও অন্ধ ব্যক্তি দিবাকরকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ জ্ঞানচক্ষুর্বিহীনত্ব হেতু অজ্ঞানান্ধ জীব সমূহ সর্ব্বত্র পরিব্যাপী প্রশান্ত জনার্দ্দনকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না।

যখন উদ্দালক ঋষি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, শ্বেতকেতু বালকত্বপ্রযুক্ত প্রথমতঃ সেই উপদেশের মহানুভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন নাই। উদ্দালক তদ্দর্শনে লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। উদ্দালক কহিলেন, শ্বেতকেতো! সম্মুখস্থ ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে একটী ফল আনয়ন কর। শ্বেতকেতু বৃক্ষ হইতে ফল আনিলে উদ্দালক তাহাকে ভাঙ্গিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু ফলটী ভাঙ্গিলেন। উদ্দালক জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার মধ্যে কি দেখিতে পাও?" শ্বেতকেতু কহিলেন, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সকল দেখিতেছি। উদ্দালক পুনশ্চ কহিলেন; "উহারও একটী ভাঙ্গ।" শ্বেতকেতু পুনশ্চ ভাঙ্গিলেন। উদ্দালক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ বীজের মধ্যে কি দেখিতে পাও?" শ্বেতকেতু ঐ বীজের মধ্যে অন্য কিছু না দেখিয়া কহিলেন "কিছু না।" উদ্দালক কহিলেন "কিছু না নয়—আছে, সম্মুখস্থ ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষের সদৃশ আর একটী বৃক্ষ উহার মধ্যে আছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ না। তুমি যাহাকে বীজ বলিতেছ, কালে উহাই বৃহত্তম বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইবে। এখন তাহা কারণভাবে আছে।" শ্বেতকেতু বালক, সুতরাং ইহা তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না।

পরে আর এক দিন উদ্দালক একখণ্ড সৈন্ধব লবণ লইয়া বলিলেন, "বৎস! এই লবণখণ্ড জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া রাখ, কল্য প্রাতে আমার নিকট লইয়া আইস।" শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। উদ্দালক অনুমতি করিলেন "জল হইতে লবণখণ্ড আহরণ কর"। শ্বেতকেতু দেখিলেন জলে লবণখণ্ড নাই, সুতরাং কহিলেন, "লবণখণ্ড জলমধ্যে নাই।" উদ্দালক কহিলেন, "আছে; তুমি দেখিতে পাইতেছ না।" শ্বেতকেতু কহিলেন "যদি থাকিত, তবে অবশ্যই দেখিতে পাইতাম।" উদ্দালক কহিলেন, "এই জগতে অনেক বস্তুই চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জানা যায়। তুমি ঐ জলে আচমন কর, লবণ আছে কি না, জিহ্বা দ্বারা বুঝিতে পারিবে।" শ্বেতকেতু আচমন করিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে "লবণ আছে।" অতএব নিরাকার পরমেশ্বর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ীভূত নহেন বটে, কিন্তু সাধন করিলে আপনা হইতে তিনি আমাদিগের আত্মাতে অনুভূত হইয়া থাকেন।

কবিরঞ্জ রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন,—

প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

প্র, প্র, ৬৯।

দেঁতো অর্থাৎ বহির্দ্দন্ত বা গজদন্তবিশিষ্ট ব্যক্তি। দেঁতো ব্যক্তি না হাসিলেও যেমন দন্ত স্বতঃই প্রকাশিত থাকে, ঠিক সেইরূপ মনুষ্য ব্রহ্মনিরূপণ করুক আর নাই করুক, করিতে পারুক আর নাই পারুক, তিনি (ব্রহ্ম) স্বতঃ প্রকাশিত রহিয়াছেন।* যাহারা অন্ধ অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞানচক্ষু এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না; নতুবা জ্ঞানী মাত্রেই তাঁহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দর্শন করিতে সমর্থ হন।

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্।
তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্॥ উ, গী,

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ যে যে বস্তুতে মনোনিবেশ করেন, সেই সেই বস্তুতেই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, যে হেতু পরমাত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজিত আছেন।

স্বয়ংবেদ্যঞ্চ তদ্‌ব্রহ্ম কুমারীমৈথুনং যথা।
অযোগী নৈব জানাতি জাত্যন্ধোহি যথা ঘটম্॥

দক্ষ ৭।২৫।

পরব্রহ্ম কুমারী স্ত্রীর মৈথুনসুখের ন্যায় স্বসংবেদ্য অর্থাৎ সাধক কেবল আপনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন, অন্যকে বুঝাইতে পারেন না। এবং জন্মান্ধ ব্যক্তি যেমন ঘট কি তাহা জানে না, সেইরূপ অযোগী ব্যক্তি সহস্র উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাকে জানিতে পারে না। †

---

* পারস্যদেশীয় সাধক ও কবি খাজা হাফেজ বলিয়াছেন—

"সখার রূপের উপর কোনরূপ আবরণ ও অবগুণ্ঠন নাই। তুমি পথের ধূলি নিবৃত্ত কর, তাহা হইলেই দর্শন করিতে পারিবে।"

† যে ব্যক্তি কখনও মিষ্টরস আস্বাদন করে নাই তাহাকে যেমন কেহ মিষ্টরস কিরূপ ইহা কোনরূপ উপদেশ দ্বারাই বুঝাইতে পারেন না, এবং মিষ্টরস আস্বাদন করান ব্যতীত

প্রহ্লাদ তাঁহার সদস্যগণকে বলিয়াছিলেন,

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।

ভা, ৭।৬।২৩।

কেবল মাত্র অনুভবানন্দই পরমেশ্বরের রূপ।

মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অপরচিন্তা (কামনা) থাকিলে ব্রহ্মলাভ ঘটে না।

যাবৎ সর্ব্বং ন সংত্যক্তং তাবদাত্মা ন লভ্যতে।
সর্ব্ববস্তুপরিত্যাগে শেষ আত্মেতি কথ্যতে॥

যাবৎ পর্য্যন্ত সকল বস্তু ত্যাগ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত আত্মপ্রাপ্তি হয় না। সকল বস্তু পরিত্যাগ হইলে শেষে যে বস্তু থাকে তাহাকেই আত্মা কহে।

যাবদন্যং ন সংত্যক্তং তাবৎ সামান্যমেব হি।
বস্তু নাস্বাদ্যতে সাধো স্বাত্মলাভে তু কা কথা॥

সাধক যাবৎ সকল বস্তু ত্যাগ না করেন, তাবৎ সামান্য অস্বাদনই হয় না, ইহাতে আত্মলাভের কথা কি? অর্থাৎ তাহা সুদূরপরাহত।

আত্মাবলোকনার্থন্তু তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বং কিঞ্চিৎ পরিত্যজ্য যৎ শেষং তৎ পরং পদম্॥

যো, বা, উপপ্রকরণ।

অতএব আত্মার অবলোকন নিমিত্ত সাধক অন্য সকল বস্তু পরিত্যাগ করিবেন। সকল বস্তু ত্যাগ করিলে শেষ যে কিঞ্চিৎ বস্তু থাকিবে সেই পরম পদ আত্মা।

যেমন তাহাকে মিষ্টরস বুঝাইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি অজ্ঞান ব্যক্তিকে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন না করাইতে পারিলে কেবল বাক্য দ্বারা তাহাকে ব্রহ্মের দর্শন-বিষয় কোনমতেই বুঝাইতে পারেন না।

কামাদয়ো বিলীয়ন্তে জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
অভাবে সর্ব্বতত্ত্বানাং মম তত্ত্বং প্রকাশতে ॥

শি, সং, ২। ৫৪।

প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে কামাদি সমস্ত অভিলষিত বিষয় লয়প্রাপ্ত হয়; এবং যখন সম্যক্ প্রকারে অন্যান্য বিষয়তত্ত্বের অভাব হয়, তখনই সাধকের আত্মাতে আমার সেই পরম তত্ত্ব প্রকাশ পায়।*

অর্জ্জয়িত্বাখিলানর্থান্ ভোগানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
নহি সর্ব্বপরিত্যাগমন্তরেণ সুখী ভবেৎ ॥

অ, সং, ১৮। ২।

(স্ত্রী পুত্র গৃহ উদ্যান প্রভৃতি লাভ করিয়া) অশেষ অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক সংসারী মানবগণ বিবিধ বিষয় ভোগ করিতে থাকেন; কিন্তু সমুদায় পরিত্যাগ ব্যতিরেকে কেহই সুখী হইতে পারেন না।

যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চ তান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥

মনু ২য় অধ্যায়।

যে ব্যক্তি সমুদয় বিষয় লাভ করে ও যে ব্যক্তি সমুদয় বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করে, এই দুয়ের মধ্যে বিষয়বাসনাবিহীন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ হন।

---

* প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। গী,

হে পার্থ, যখন মনোগত সকল কামনা দূর হয় এবং আত্মাতেই পরম সন্তোষ জন্মে, তখনই সাধকের সেই বুদ্ধিকে প্রকৃত পরমেশ্বরনিষ্ঠ বুদ্ধি কহা যায়।

জাফর জলদি নামক কোন মুসলমান দরবেশ বলিয়াছিলেন—"যাহা তুমি অন্বেষণ কর তাহা প্রথম পদনিক্ষেপেই প্রাপ্ত হইবে। যদি কিছুই না পাও তবে জানিও যে এখনও একপদও সে পথে তুমি গমন কর নাই। তোমার একবিন্দু অহংভাব থাকিলে তুমি সে পথে পদস্থাপন কর নাই।"

"তজফ্ কোরতোল আওলিয়া" নামক পারস্য গ্রন্থ।

যে সর্ব্বং পরিত্যক্তং স বিদ্বান্ স চ পণ্ডিতঃ।

ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭।১৪।

নারদ কহিলেন, হে শুক! এই জগতে যিনি সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিয়াছেন, তিনিই বিদ্বান্ এবং তিনিই পণ্ডিত।*

কৃপণন্তু মনো রাজন্ পেলবেঽপি নিমজ্জতি।
কার্শ্যে গোষ্পদতোয়েঽপি জীর্ণাঙ্গো মশকো যথা॥

মশক যেমত গোষ্পদ-জলে জীর্ণাঙ্গ হইয়া মগ্ন হয়, সেইরূপ অতিসূক্ষ্ম কৃপণ এই মন কোমল অল্প বস্তুতেও নিমগ্ন হয়।

বিনিবারিতসর্ব্বার্থাদপহস্তিতবান্ধবাৎ।
ন স্বধৈর্য্যাদৃতে কশ্চিদভ্যুদ্ধরতি সঙ্কটাৎ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ

সর্ব্বার্থত্যাগরূপী ও বন্ধুসংযোগশূন্য স্বীয় ধৈর্য্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই এই ভয়ানক সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন না।

আশা যাবদশেষেণ ন লূনাশ্চিত্তসম্ভবাঃ।
বীরুধো দাত্রকেণেব তাবন্নঃ কুশলং কুতঃ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত মনোজাত আশা সকল অশেষ প্রকারে (দাত্র দ্বারা লতা ছেদ ন্যায়) ছিন্ন না হয়, তাবৎ আমাদিগের কল্যাণ কোথায়?

---

* ব্যাসদেবও শুককে কহিয়াছিলেন, "বৎস! বিদ্যালাভ, তপোনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সর্ব্বত্যাগ ব্যতিরেকে কদাচই সিদ্ধিলাভ করা যায় না।"

ম, ভা, মো, ধ,।

একদা কোন তপস্বিনীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি এরূপ উচ্চ অবস্থা কিরূপে লাভ করিলে?" তপস্বিনী উত্তর করিলেন "সকল প্রাপ্ত বস্তু হারাইয়া পাইয়াছি।"

অনাসক্তি ও ত্যাগস্বীকার।

মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু॥

অ, সং, ১৫।২।

বিষয়তৃষ্ণার নামই বন্ধন, এবং বিষয়ে বিতৃষ্ণার নামই মোক্ষ। এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। তুমি ইহা বুঝিয়া যেরূপ ইচ্ছা হয় তাহাই কর। *

স্বপৌরুষেণ সাধ্যেন স্বেপ্সিতত্যাগরূপিণা।
মনঃপ্রশমমাত্রেণ বিনা নাস্তি শুভাগতিঃ॥

যো, বা,।

স্বকীয়-পুরুষকার-সাধ্য নিজ ঈপ্সিত-(হৃদয়ের প্রিয় পার্থিব অভিলাষ) ত্যাগ-রূপ মনের যে শান্তি তাহা ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির কখনও শুভপ্রাপ্তি হয় না।

স্বায়ত্তমেকান্তহিতং স্বেপ্সিতত্যাগবেদনম্।
যস্য দুষ্করতাং যাতং ধিক্ তং পুরুষকীটকম্॥

যো, বা,।

নিতান্তহিতকারী ও নিজ আয়ত্তাধীন যে স্বকীয়-ঈপ্সিতত্যাগ তাহা যাহার পক্ষে দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়, সে পুরুষ-কীট; তাহাকে ধিক্।

---

* ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্ততুষ্টির্মুহুর্মুহুঃ। অ, সং, ১০।৪।

সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করিবামাত্র পুনঃ পুনঃ তুষ্টির আবির্ভাব হয়।

প্রকৃত সাধক আপনার দেহের প্রতিও বিন্দুমাত্র আসক্তচিত্ত হইবেন না। কারণ, আমাদের নিজ দেহের প্রতি যে আসক্তি তাহাও সংসারাসক্তি নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অষ্টাবক্র ঋষি এইরূপ বলিয়াছেন—

যস্যাভিমানো মোক্ষেঽপি দেহেঽপি মমতা তথা।
ন বা জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখভাগসৌ॥ অ, সং, ১৬।১০।

যাঁহার 'আমি মুক্ত' এরূপ মোক্ষাভিমান আছে, অথচ যাঁহার দেহে মমতা আছে, তিনি জ্ঞানীও নহেন, যোগীও নহেন। তিনি কেবল দুঃখের ভাগী।

ত্যজন্নভিমতং বস্তু যস্তিষ্ঠতি ন সংশয়ঃ।
জিতমেব মনস্তেন বাহ্যং প্রসরমুজ্‌ঝতা॥

যো, বা,।

এই পৃথিবীতে যিনি পরমেশ্বরের জন্য আপনার হৃদয়ের পরম প্রিয় বস্তুকেও পরিত্যাগ করিয়া নিঃসংশয়চিত্তে অবস্থিতি করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ মনকে জয় করিয়াছেন।

যদি রম্যমরম্যত্বে ত্বয়া সন্নিহিতং চিতা।
ছিন্নান্যেব তদঙ্গানি চিত্তস্যেতি মতির্ম্মম॥

যো, বা,।

এই পৃথিবীতে তোমার পক্ষে যাহা অতিরম্য বস্তু যদ্যপি জ্ঞান দ্বারা তাহাকে অরম্যরূপে ধারণা করিতে পার (অর্থাৎ একমাত্র চিরদিনের বস্তু পরমেশ্বর-কেই কেবল যদি তুমি রম্য বস্তু বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হও,) তবে তোমার চিত্তের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে এমত আমার বোধ হইবে। *

---

* স্বস্বপ্নমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা পশ্যন্ স্বজাগরম্।
চিন্তয়েদ প্রমত্তঃ সন্ উভাবনুদিনং মুহুঃ॥
চিরং তয়োঃ সর্ব্বসাম্যমনুসন্ধায় জাগরে।
সত্যত্ববুদ্ধিং সংত্যজ্য নানুরজ্জতি পূর্ব্ববৎ॥ পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপঃ।

স্বীয় স্বপ্ন অবস্থা ও জাগ্রৎ অবস্থা উভয়কে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আলোচনা করত প্রমাদশূন্য জ্ঞানী ব্যক্তি জাগ্রৎ অবস্থাকেও স্বপ্নতুল্য (ক্ষণস্থায়ী) রূপে অনুক্ষণ চিন্তা দ্বারা অনুসন্ধান করি-বেন। জাগ্রৎ অবস্থার নিত্যত্ববুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে আস্থা পরিত্যাগ করিলে স্নতরাং তাঁহাদিগের আর অনিত্য স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ে কখনই পূর্ব্ববৎ অনুরাগ জন্মে না।

বস্তুতঃ স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়ের সহিত আমাদিগের যে সম্বন্ধ তাহা নিতান্তই স্বপ্নবৎ অস্থায়ী। স্বপ্নে যেরূপ আমরা রাজ্য লাভ করিয়া আনন্দিত হই এবং নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তাহাকে স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতে পারি; তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা মোহবশতঃ স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়া একবারে মুগ্ধভাবে অবস্থিত থাকি, কিন্তু যখন মৃত্যু আসিয়া আমাদিগের পরস্পরকে পরস্পর হইতে অনন্ত কালের জন্য বিযুক্ত করিয়া ফেলে, যখন আমরা আমাদের প্রাণের পুত্তলিকাগণকে চিরদিনের জন্য হারাইয়া জগৎকে কেবল শূন্যময় দেখিতে থাকি, তখনই আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীতে আমাদের যে বস্তুসমাগম—পৃথিবীর যে ধন ঐশ্বর্য্য লাভ—এ সকল কিছুই সত্য নহে, কেবল স্বপ্নবৎ মাত্র। অতএব যাঁহারা মৃত্যু কর্ত্তৃক

অর্দ্ধপ্রাপ্তবিবেকস্য ন প্রাপ্তস্যামলং পদম্।
মনসস্ত্যজতো ভোগান্ পরিতাপোহি জায়তে॥

যো, বা,।

যে ব্যক্তি অর্দ্ধবিবেক প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু অমল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন নাই, সেই ব্যক্তির মনে ভোগ ত্যাগ করিতে বিশেষ পরিতাপ জন্মে।

জ্ঞাতজ্ঞেয়স্য মনসো নূনমেতৎ বিলক্ষণম্।
ন স্বাদ্যন্তে সমগ্রাণি ভোগবৃন্দানি যৎ পুনঃ॥*

যো, বা,।

যিনি জ্ঞেয় পদার্থ জানিতে পারেন, তাঁহার মনে নিশ্চয় এই বৈলক্ষণ্য হয় যে, তৎকর্ত্তৃক পুনশ্চ সমগ্র ভোগ আস্বাদ্য হয় না।

বাহ্যানিত্যাং সুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্ব্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ শশ্বদন্তরেব প্রকাশতে॥

আত্মবোধ।

সেই জ্ঞাতজ্ঞেয় ব্যক্তি বাহ্য অনিত্য সুখ বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মসুখে নির্বৃত হওত ঘটমধ্যস্থিত দীপপ্রভার ন্যায় অন্তরেই প্রকাশমান থাকেন।

শুক কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দেহপরিত্যাগ করিবার সময় চিন্তা করিলেন, আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। এক্ষণে উদ্ধবই মদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র। কারণ, ইহাপেক্ষা অধিকতর আত্মজ্ঞানী আর কোন ব্যক্তি নাই। অপর, উদ্ধব আমাপেক্ষা অণুমাত্রও ন্যূন নহেন।

জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা দ্বারা জাগরিত হন, এবং কেবল মাত্র পরমেশ্বরকেই আপনার বন্ধু বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী এবং তাঁহাদিগেরই জীবনধারণ সার্থক।

* বুধস্ত্বাভরণং ভারং মলমালেপনং তথা।
মন্যতে স্ত্রী চ মূর্খশ্চ তদেব বহুমন্যতে॥

জ্ঞানী ব্যক্তিরা আভরণকে ভার ও চন্দনাদি বিলেপন-বস্তুকে মল জ্ঞান করেন, স্ত্রী ও অজ্ঞানীরা তাহাকেই উপাদেয় মনে করে। দক্ষ—৭ম অধ্যায়।

কারণ, বিষয় ইহাঁর মনঃক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না। * আত্মদমন করিতে ইহাঁর বিলক্ষণ ক্ষমতাও আছে। ভা, ৩। ৪। ২৯—৩১।

যোগ ও সমাধি।

জ্ঞানাত্যাত্মনি যো ব্রহ্ম স যোগীত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

দক্ষ, ৭। ২৬।

যিনি আপন আত্মাতেই ব্রহ্ম দেখেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই যোগী বলেন।

শ্লোকার্দ্ধন্তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগোনিশ্চিন্তো যোগউচ্যতে॥

জ্ঞা, স, তন্ত্র।

ভগবান্ শিব কহিলেন, তত্ত্বজ্ঞানীরা যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি সংক্ষেপে কহিতেছি। যৎকালে মনুষ্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তাঁহার মনের সেই স্থির অবস্থাই যোগ বলিয়া কথিত হয়। †

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।

ভা, ১১। ২০। ২২।

ক্রমশঃ মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থিরকরা পরম যোগের উপায়, এনিমিত্ত এই সাধনকে পণ্ডিতেরা পরম যোগ কহিয়াছেন।

যদা পশ্যতাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্।
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥

কঠ, উপ, ৬। ১০—১১।

---

* নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্‌গুণৈর্নার্দিতঃ প্রভুঃ। ভা, ৩। ৪। ৩১।

† মনঃপ্রশমনোপায়ো যোগ ইত্যভিধীয়তে। যো, বা, উৎ, প্রকরণ।
বশিষ্ঠ কহিয়াছিলেন, মনঃশান্তির যে উপায়, জ্ঞানীরা তাহাকেই যোগ কহেন।

পশ্চাৎ মনের সহিত যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধিও কোন বাহ্য ব্যাপারে আসক্ত না হয়, তখন তাহাকে পরম গতি কহিয়া থাকেন। এই যে স্থিরা ইন্দ্রিয়ধারণা ইহাকেই যোগ কহে। যোগকালীন অপ্রমত্ত হইতে হয়, কেন না যোগের উৎপত্তিও আছে, ধ্বংসও আছে।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগে নির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥

গী, ৬। ২২-২৩।

যে অবস্থার লাভ হইলে অন্য লাভ তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান হয় না, যে সুখে সুখী হইলে গুরুতর দুঃখেতেও পরাভব করিতে পারে না, এবং দুঃখ অর্থাৎ বিষয়সংস্পর্শ হইবামাত্রেই যাহার বিয়োগ হয়, সেই অবস্থারই নাম যোগাবস্থা জানিবে। সংশয়হীন হইয়া এই যোগ অভ্যাস করিবেক। যদ্যপি শীঘ্র সিদ্ধি না হয়, তথাপি দুঃখ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যত্নের শৈথিল্য করিবেক না।

সেই যোগারূঢ় তিনপ্রকার হন। প্রথমতঃ, কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিতেছেন—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুসজ্জতে ।
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥

গী, ৬। ৪।

মনুষ্য যখন সমুদয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে এবং ইন্দ্রিয়বিষয় সকলে ও কর্ম্মে আসক্ত না হয়, তখন তাহাকে যোগারূঢ় কহা যায়।

পরে মধ্যম যোগারূঢ়ের লক্ষণ কহিতেছেন—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥

গী, ৬। ৮।

যাঁহার জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভব দ্বারা অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার ও বিশেষরূপে ইন্দ্রিয়জয়বিশিষ্ট, এবং যাঁহার মৃত্তিকা পাষাণ ও স্বর্ণে সমান দৃষ্টি, তাঁহাকে যুক্ত যোগারূঢ় কহে।

অনন্তর মধ্যম যোগারূঢ় হইতেও শ্রেষ্ঠের লক্ষণ কহিতেছেন—

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।

গী, ৬। ৯।

সুহৃদ (অর্থাৎ স্বভাবতঃ যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী) মিত্র (অর্থাৎ স্নেহবশে যিনি উপকারী) বৈরী (অর্থাৎ শত্রু) ও উদাসীন (অর্থাৎ উভয়পক্ষেই যিনি নিরপেক্ষ) এবং মধ্যস্থ (অর্থাৎ উভয় পক্ষেরই যিনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী) ও দ্বেষের পাত্র ও স্বসম্পর্কীয় লোক এবং সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তি ও পাপী এই সকলে যাঁহার সমান বুদ্ধি, তিনি সর্ব্বোত্তম যোগারূঢ়।

ত্যক্ত্বা বিষয়ভোগাংস্তু মনোনিশ্চলতাং গতম্।
আত্মশক্তিস্বরূপেণ সমাধিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

দক্ষ, ৭। ২২।

মন বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া যখন নিশ্চল হয়, এবং আত্মশক্তির স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তখন তাহাকে সমাধি বলে।

অক্ষুব্ধা নিরহঙ্কারা দ্বন্দ্বেষু নতু পাতিনী।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতরা স্থিতিঃ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

অহঙ্কারশূন্য ক্ষোভহীন সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বরহিত সুমেরু অপেক্ষা স্থিরতর যে স্থিতি, তাহার নাম সমাধি—ইহা বেদে কহেন।

নিশ্চিন্তা বিগতাভীষ্টা হেয়োপাদেয়বর্জ্জিতা।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন পরিপূর্ণা মনোগতিঃ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

সম্যক্ চিন্তাশূন্য, ইষ্ট অনিষ্ট বস্তুতে স্পৃহারহিত, এবং ত্যাজ্য-গ্রাহ্য-বিষয়-বর্জিত, পরিপূর্ণস্বরূপ যে মনের গতি, তাহার নাম সমাধি—ইহা বেদে কহেন।

আকাশং মানসং কৃত্বা মনঃ কৃত্বা নিরাস্পদম্।
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥

উত্তর গীতা।

যিনি আপনার মনকে সঙ্কল্পরহিত ও আকাশের ন্যায় বিস্তৃত করিয়া সেই নিশ্চল পরমাত্মাকে জানিয়াছেন, তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন; অর্থাৎ ইহা-কেই সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

ইদং গুণসমাহারমনাত্মত্বেন পশ্যতঃ।
অন্তঃশীতলতা যাসৌ সমাধিরিতি কথ্যতে॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে যিনি অনাত্মরূপে দর্শন করেন, সেই ব্যক্তির অন্তরে যে শীলতত্ব হয়, সেই সমাধি—ইহা শাস্ত্রে কহেন।

এপর্য্যন্ত যোগ ও সমাধি বিষয়ে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রকৃত যোগই যে ব্রহ্মজ্ঞান এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানই যে যোগ ইহা স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে। এবং শাস্ত্রকারগণও তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন। যথা,—

সদা পশ্যন্নিজানন্দমপশ্যন্নখিলং জগৎ।
অর্থাদ্যোগীতি চেত্তর্হি সন্তুষ্টৌ বর্দ্ধতাং ভবান্॥

প, দ, ১২। ৮৬।

বাহ্য জগতের যাবতীয় পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সাধক যখন কেবল মাত্র নিজানন্দভোগেই রত হন, তখন তাঁহাকে যদি যোগী বলিয়া স্বীকার কর, তবে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি তুমি সন্তুষ্ট হইয়া চির বর্দ্ধিত হও।

তত্ত্বাববোধো ভগবন্ সর্ব্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন নচ তুষ্ণীমবস্থিতিঃ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

হে ভগবন্, ব্রহ্মজ্ঞান সকল আশাতৃণের পাবকস্বরূপ, সেই ব্রহ্মজ্ঞানেরই নাম সমাধি, কেবল মৌনী হইয়া স্থিতির নাম সমাধি নহে।

যদিও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানকেই শাস্ত্রে যোগ কহে, তথাপি ব্রহ্মেতে চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য যে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয় জ্ঞানসাধন দ্বারা যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ হন, তাঁহারা প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন দ্বারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যতা-লাভে প্রয়াস পান। * এজন্য সচরাচর লোকে যোগ শব্দে প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে ভগবন্ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন।

হে রাঘব! যদিও যোগশব্দে আত্মজ্ঞান ও প্রাণরোধ উভয়ই বুঝায় বটে, কিন্তু প্রাণরোধই যোগশব্দে রূঢ়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বৎস! এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যোগ এবং জ্ঞান এই দুইটী উপায়ই সমান এবং সমফলপ্রদ। ক্লেশাসহিষ্ণু সুকোমলচিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে হঠাৎ প্রাণসংরোধ যোগ অসাধ্য, আর বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়জ্ঞান অসাধ্য। যো, বা, নি, প্রকরণ।

প্রাণরোধরূপ যোগের অষ্ট অঙ্গ যথা,—যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। †

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ।
শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।

---

* ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ।
তব স্নেহাৎ সমাখ্যাতা যোগে বিঘ্নকরাস্ত্বিমে॥
কামক্রোধলোভমোহ-মদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকাঃ।
যোগাঙ্গৈরেভির্নির্জিত্য যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ॥
আগমতত্ত্ববিলাস।

† যমনিয়মাবাসন-প্রাণায়ামৌ ততঃ পরং
প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা॥
অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনো যোগসাধনে। আগমতত্ত্ববিলাস॥

করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদিনী অসনানি।
রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ।
অদ্বিতীয়বস্তুন্যন্তরিন্দ্রিয়ধারণং ধারণা।
তত্রাদ্বিতীয়বস্তুনিবিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রবাহঃধ্যানম্।

বেদান্তসারঃ।

যম—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ।
নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরেতে প্রণিধান।
আসন—হস্তপাদাদির সংস্থানবিশেষ। যথা, পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি।
প্রণায়াম—রেচক (১) পূরক (২) কুম্ভক (৩) রূপ প্রাণদমন করিবার উপায়।
প্রত্যাহার—শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ করা।
ধারণা—অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ।
ধ্যান—অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৃত্তি প্রবাহ।

সমাধিস্তু দ্বিবিধঃ—সবিকল্পকো নির্ব্বিকল্পকশ্চেতি। তত্র সবিকল্পকো নাম—জ্ঞাতজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়া দ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্।

তদা মৃণ্ময়গজাদিভানেঽপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেঽপ্যদ্বৈতং বস্তু ভাসতে।

বেদান্তসার, ৭২ পত্র।

সমাধি দুইপ্রকার—প্রথম সবিকল্পক, দ্বিতীয় নির্ব্বিকল্পক। সবিকল্পক সমাধি—জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞানসত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান।

তৎকালে যেমন মৃণ্ময় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈতজ্ঞান হয়।

---

(১) বায়ু পরিত্যাগ করা। (২) বায়ু গ্রহণ করা। (৩) বায়ু ধারণ করিয়া রাখা।

নির্ব্বিকল্পকন্তু—জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়া দ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানম্।

তদা তু জলাকারাকারিতলবণানবভাসেন জলমাত্রাবভাসবদদ্বিতীয়বস্ত্বাকারাকারিতচিত্তবৃত্ত্যনবভাসেনাদ্বিতীয়বস্তুমাত্রমেবাবভাসতে।

বে, সা ৭৩ ৭৪ পত্র।

নির্ব্বিকল্পক সমাধি—জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান।

তৎকালে, যেমন জলমিশ্রিত জলাকারাকরিত লবণের লবণত্বজ্ঞানের অভাবে কেবল জলমাত্রই বোধ হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয়ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞানাসত্ত্বে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুমাত্রই জ্ঞান হয়।

ভগবান্ মহেশ্বর অধিকারবিশেষে পাঁচপ্রকার যোগ * এবং চারিপ্রকার সাধকের † উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, মন্ত্রযোগ, হটযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ এবং রাজাধিরাজযোগ। যিনি মন্ত্রযোগের অধিকারী তাঁহার নাম মৃদুসাধক; দ্বাদশ বৎসরের পর তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়। হটযোগের অধিকারীকে মধ্যসাধক কহে; ইহাঁরও দ্বাদশ বৎসরের সিদ্ধিলাভ হয়। "অধিমাত্র" নামক সাধক হটযোগ এবং রাজযোগ এতদুভয়েরই অধিকারী হন; ইহাঁর ছয় বৎসরের পর সিদ্ধিলাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সাধক অপেক্ষা "অধিমাত্রতম" নামক সাধক শ্রেষ্ঠ। ইহাঁর সকলপ্রকার যোগেই অধিকার

---

* মন্ত্রযোগো হটশ্চৈব লংযযোগস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ॥
রাজযোগো ময়া খ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
রাজাধিরাজযোগোঽয়ং কথয়ামি সমাসতঃ॥

শি, সং, ৫। ৯। ১৬৮।

† চতুর্দ্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদুমধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ॥

শি, সং, ৫। ১০।

আছে। এবং সংবৎসরের মধ্যেই ইনি সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হন। অধিক কি, বিশেষরূপে চেষ্টা করিলে ছয় মাসের মধ্যেই ইনি সিদ্ধ হইতে পারেন। *

শি, সং, ৫। ৭৩।

যাহা হউক, সিদ্ধ গুরু না পাইলে কেহ কখনও প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন না। কারণ, প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাস সময়ে কোনরূপ নিয়মের অন্যথাচরণ হইলে নানাপ্রকার উৎকট পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। এবিষয়ে ভগবান্ শিব এইরূপ বলিয়াছেন—

যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা চ যোগবিদ্‌গুরুম্।
গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ॥
ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রসমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যাপ্যতিদুঃখদা॥

শি, সং, ৩। ৯—১১।

যোগবিৎ গুরুকে লাভ করত তাঁহা হইতে যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই উপদেশ অনুসারে নিশ্চয়বুদ্ধির সহিত সাধন করিবে।
কারণ, গুরুর উপদেশমতে কার্য্য করিলে সত্বরেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। তদ্ভিন্ন সিদ্ধিলাভ ঘটে না; অধিকন্তু সাধককে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

যোগের সিদ্ধি।

যোগের সিদ্ধির বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন।* জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিতপ্রাণ, আমাতে চিত্তধারণকারী যোগীর

---

* নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্য বায়ু প্রবেশোঽপি সুষুম্নায়াং ভবেৎ ধ্রুবম্॥

নিকটে যাবতীয় সিদ্ধি উপস্থিত হয়। ঐ সকলের মধ্যে আটটীর আমি স্বভাবতঃ আশ্রয়। গুণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ (আর) দশটীর কারণ। (এতদ্ব্যতীত আর পাঁচটী ক্ষুদ্র সিদ্ধিও লাভ হইয়া থাকে।)

অনিমা, মহিমা, লঘিমা,—(এই তিনটী) এবং প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা, ও সর্ব্বকামবসায়িতা—এই পাঁচটী; ইহাদিগকে সচরাচর যোগের অষ্ট সিদ্ধি বলা হইয়া থাকে। অনিমা অর্থে দেহকে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম করিবার শক্তি; মহিমা অর্থে দেহকে ইচ্ছামত দীর্ঘ প্রস্থে বৃদ্ধিকরণশক্তি; লঘিমা অর্থে দেহকে যারপরনাই লঘু অর্থাৎ হাল্‌কা করিবার শক্তি; প্রাপ্তি † অর্থে ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বশক্তি; শ্রুত ও দৃষ্ট যাবতীয়

---

* জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ॥ ১।
সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥ ৩।
অণিমা মহিমা মূর্ত্তে র্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥ ৪।
গুণেষ্বসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ॥ ৫।
অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্॥ ৬।
স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহ ক্রীড়ানুদর্শনম্।
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ॥ ৭।
ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ॥ ৮।
এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ॥ ৯।

ভা, ১১।১৫।

† সাংখ্যদর্শন বলেন, প্রাপ্তি অর্থে দূরস্থ বস্তুকে নিকটে পাইবার শক্তি। যথা, অঙ্গুলি দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকে স্পর্শ করিবার শক্তি। এবং প্রাকাম্য অর্থে ইচ্ছার উদ্রেক হইলে কোন মতে তাহার ব্যাঘাত না হওয়া।

পদার্থে সে ভোগদর্শনসামর্থ্য তাহার নাম প্রাকাম্য; ঈশিতা অর্থে শক্তি সকলের প্রেরণ; বশিতা অর্থে বিবিধবিষয়ভোগে সঙ্গহীনতা; যাহা যাহা কামনা করাযায় তাহার সীমা প্রাপ্ত হওয়ার নাম সর্ব্বকামাবসায়িতা।

এই দেহে ক্ষুৎপিপাসাদি-রাহিত্য; দূর হইতে শ্রবণ, ও দর্শন; মনোবেগে দেহের গতি; অভিলষিতরূপপ্রাপ্তি; পরের শরীরে প্রবেশকরণ; স্বেচ্ছা মৃত্যু; দেবতাদিগের সহিত যে ক্রীড়া, তাহার প্রাপ্তি; মননের অনুরূপ লাভ; (আর) যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এতাদৃশী আজ্ঞা; এই দশগুণজন্মা সিদ্ধি।

ত্রিকালজ্ঞতা; (শীতোষ্ণাদি) দ্বন্দ্ব দারা অতিভূত না হওয়া; পরের চিত্তাদি জানিতে পারা; অগ্নি, সূর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতি স্তম্ভিত করিয়া রাখা; এবং (উহাদিগের দ্বারা) পরাজিত না হওয়া; যোগধারণায় এই পঞ্চ ক্ষুদ্র সিদ্ধিও উদ্দেশে কথিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল যোগে মগ্ন থাকিয়া এই সকল সিদ্ধি লাভ হয়; কিন্তু এই সকল সিদ্ধি অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্যে লোভ করিলে মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়।

যোগের সিদ্ধিবিষয়ে রামচন্দ্র বশিষ্টদেবকে জিজ্ঞাসা করায় বশিষ্টদেব তাঁহাকে সে সকল অবিদ্যাসিদ্ধ ও তত্ত্বজ্ঞানীর অপ্রাপ্যরূপে কহিয়াছিলেন। যথা,—

জীবন্মুক্তশরীরাণাং কথমাত্মবিদাং বর।
শক্তয়ো নেহ দৃশ্যন্তে আকাশগমনাদিকাঃ॥

যো, বা, উপশম প্রকরণ।

শ্রীরাম কহিলেন, জীবন্মুক্তশরীরযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর আকাশগমনাদি-শক্তি কি নিমিত্ত হয় না?

অনাত্মবানমুক্তোঽপি নভোবিহরণাদিকম্।
দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যাপ্নোত্যেব রাঘব॥

যো, বা, উপশম প্রকরণ।

বশিষ্ট কহিলেন, হে রাঘব, ব্রহ্মজ্ঞান নাই এমত অমুক্ত ব্যক্তিও দ্রব্য মন্ত্র কর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা আকাশবিহরণাদি করিতে পারে।

নাত্মজ্ঞস্যৈব বিষয় আত্মজ্ঞো হ্যাত্মবান্ স্বয়ম্।
আত্মনাত্মনি সংতৃপ্তো নাবিদ্যামনুধাবতি॥

যো, বা, উপশম প্রকরণ।

যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞ হন তাঁহার বিষয়ে এ সকল অবিদ্যা সিদ্ধ নহে। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি মনোদ্বারা সদা পরমাত্মাতে তৃপ্ত থাকেন। তিনি আকাশগমনরূপ অবিদ্যা প্রাপ্ত হন না।

যস্তু চাভাবিতাত্মাপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি।
স সিদ্ধিসাধকৈর্দ্রব্যৈস্তানি সাধয়তি ক্রমাৎ॥

ঐ

যে অজ্ঞান ব্যক্তি পরমাত্মার ভাবনা না করিয়াও সিদ্ধি বাঞ্ছা করে, সেই সাধকও সিদ্ধিসাধন দ্রব্য দ্বারা সেই সকল সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকালযুক্তয়ঃ সাধুসিদ্ধিদাঃ।
পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কাশ্চন॥

ঐ

যে দ্রব্যমন্ত্র ক্রিয়াকালযুক্ত হইয়া সকল সৎলোকের বাঞ্ছিত বস্তুর সিদ্ধি প্রদান করে, সেই সকল দ্রব্যমন্ত্রাদি ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিতে কোন উপকার করে না।

সর্ব্বেচ্ছাজাল সংশান্তাবাত্মলাভোদয়ো হি যঃ।
স কথং সিদ্ধিবাঞ্ছায়াং মগ্নশ্চিত্তেন লভ্যতে॥

সকল ইচ্ছাসমূহ শান্ত হইলে আত্মার লাভ হয়; সেই আত্মোদয় সিদ্ধি-বাঞ্ছাতে মগ্ন হইলে কিরূপে চিত্ত দ্বারা লাভ হইবেক?

ভগবান্ শিব যোগের সিদ্ধিবিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েক-টীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে ॥ ৪৩।
অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
স্বেদো লালা কৃমিশ্চৈব সর্ব্বথৈব ন জায়তে ॥ ৪৪।
কফপিত্তানিলাশ্চৈব সাধকস্য কলেবরে।
তস্মিন্ কালে সাধকস্য ভোজ্যেষ্বনিয়মগ্রহঃ ॥ ৪৫।
অত্যল্পং বহু বা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে হি সঃ।
অথাভ্যাসবশাদ্‌যোগী ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৬।
বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ।
দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনম্।
বিন্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণন্তথা।
ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাম্ ॥ ৫৪।

কুম্ভকসিদ্ধ যোগীর মূত্র, পুরীষ ও নিদ্রা অতি অল্প হয়। ৪৩। যোগীর শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে না, কোন দুঃখ থাকে না, সর্ব্বদা, চিত্ত সন্তুষ্ট হয়। এবং ঘর্ম্ম কৃমি কফ লালাদি সিদ্ধযোগীর শরীরে সর্ব্বপ্রকারে জন্মে না। ৪৪। যোগীর শরীরে কফ পিত্ত ও বায়ুর সমতাই থাকে, বৃদ্ধি হয় না; এবং এ অবস্থায় যোগীর ভোজনেরও কোনরূপ নিয়ম থাকে না। ৪৫। যোগীকে বিনা আহারে (১) বা অল্প আহারে কি বহুবিধ আহারে পীড়া জন্য কোন ক্লেশাদি ভোগ করিতে হয় না; এবং যোগাভ্যাসবলে

(১) মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে যে যোগী অগমন করেন, তিনি চল্লিশ দিবস কোন প্রকার আহার এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতিরেকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত ছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন যে, একবৎসর পর্য্যন্ত তিনি ঐ ভাবে অনায়াসে থাকিতে পারেন। ভুকৈলাসের রাজাদিগের বাটীতে সুন্দরবন হইতে যে যোগীকে আনা হয়, তিনি অসম্প্রাজ্ঞ সমাধিতে অবস্থিত ছিলেন, তিনি কোনরূপ আহার গ্রহণ করিতেন না। (যাঁহারা স্ব-ইচ্ছায় সমাধি হইতে উত্থিত হইতে পারেন, তাঁহাদিগের সেই সমাধিকে সম্প্রাজ্ঞ সমাধি কহে; এবং যাঁহারা তাহা না পারেন, তাঁহাদিগের সেই সমাধিকে অসম্প্রাজ্ঞ সমাধি কহে।)

সাধকের ভূচরী সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য সমস্ত স্থানেই গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। ৪৬। সাধকের বাক্যসিদ্ধি ও ইচ্ছাগমন হয় এবং দূরদৃষ্টি জন্মে। দূরশ্রবণ (২), অতিসূক্ষ্মদর্শন ও পর শরীরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা জন্মে। (৩) যোগীর বিষ্ঠামূত্রলেপনে ধাত্বন্তর স্বর্ণ হয়; আর অন্তর্দ্ধানশক্তি জন্মে। যোগপ্রভাবে এই সকল শক্তি জন্মে এবং খেচরী সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ সাধক শূন্যপথে অবিরোধে গমন করিতে পারেন।৫৪।

তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাসের কোন প্রয়োজন থাকে না।

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগস্তদ্বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥*

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, চিত্তনাশের দুই উপায়, যোগ আর জ্ঞান; বিষয়েতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিরোধের নাম যোগ, এবং যথার্থ দর্শনের নাম জ্ঞান।

---

(২) আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠাপক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন, পৃথিবীর উভয় কেন্দ্রে অবস্থিত দুইজন যোগী অনায়াসে পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন।—Tqeosophist, December, 1880.

(৩) ভগবান্ শঙ্কর স্বামী যোগপ্রভাবে অমৃতপুরের রাজা অমরকের মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

* জ্ঞান এবং যোগ এই দুইটীতেই ক্রমে সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের দ্বারা সাধক যে সমাধি লাভ করেন তাহাকে "চিত্তবৃত্তিনিরোধ সমাধি" কহে। এই সমাধি সকল অবস্থায় সমানভাবে থাকে না; ইহা ক্ষণিকমাত্র; অর্থাৎ সাধক যে চিত্ত-বিক্ষেপ নিবারণের জন্য সমাধি অবলম্বন করেন, সমাধি হইতে উত্থিত হইলে পুনর্ব্বার আপনা হইতে তাঁহার সেই চিত্তের বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে। আর তত্ত্ববিচার দ্বারা সাধক

জ্ঞানেনৈব ভবেজ্‌জ্ঞেয়ং বিদিত্বা তৎক্ষণেন তু।
জ্ঞানমাত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্যোগধারণম্‌॥

উত্তরগীতা।

জ্ঞান জন্মিলেই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন, এবং সাধক তাঁহাকে অপরোক্ষে জ্ঞাত হইয়া সেই জ্ঞানমাত্র দ্বারাই মুক্তি লাভ করেন; সুতরাং পুনর্ব্বার তাঁহার আর যোগধারণাদি সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না।

প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ হৃদি সংস্থিতে।
লব্ধশান্তিপদে দেহে ন যোগো নৈব ধারণম্‌॥

উত্তরগীতা।

জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবাত্মক জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, এবং জ্ঞেয় পরমাত্মাকে যিনি হৃদয়কমলে সংস্থিতরূপে জানিয়াছেন, আর যাঁহার দেহেতে শান্তিপদ অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হইয়াছে, তাঁহার আর যোগধারণাদিতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

ননু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাত্মনি।
বিবেক্তুং শক্যতামেবং বিনা যোগেন কিং ভবেৎ॥

পঞ্চদশী, আত্মানন্দ।

ক্রমে যে সমাধি লাভ করেন তাহার নাম "জ্ঞানসমাধি"। ইহা সকল সময়েই সমভাবে থাকে। জ্ঞানসমাধি প্রাপ্ত সাধক ক্রমে এরূপ অবস্থা লাভ করেন যে তাঁহার দেহ স্নান, ভোজন, নিদ্রা বা ভ্রমণে নিযুক্ত থাকিলেও তিনি সমাধি অবস্থা হইতে সম্যক্‌ পরিচ্যুত হন না। অতএব যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে যোগাভ্যাস নিষ্প্রয়োজন। যথা, পঞ্চদশীকর্ত্তা বলিয়াছেন—

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধী র্ন চেৎ।
যোগমুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥

ব্রহ্মবিচার দ্বারা যাঁহারা চিত্তের ব্যাকুলতা নিবারণে অক্ষম হন, তাঁহাদিগের পক্ষেই যোগ বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হয়।

নিরতিশয় প্রিয়রূপে পরমাত্মার পরমানন্দ স্বরূপ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইলেও যোগ ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় কি? এমত যদি আশঙ্কা কর তবে শুন।

যদ্যোগেন তদেবৈতি বদামো জ্ঞানসিদ্ধয়ে।
যোগঃ প্রোক্তো বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে॥

পঞ্চদশী, আত্মানন্দ।

যোগ দ্বারা যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় স্বরূপবিবেক দ্বারা তাহাই হয় ইহা স্বীকার্য্য; অতএব যে জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্তে যোগ উক্ত হইয়াছে, স্বরূপবিবেক দ্বারা তাহা কেন না হইবে?

অসাধ্যঃ কস্যচিদ্‌যোগঃ কস্যচিজ্‌জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
ইত্থং বিচার্য্য মার্গৌ দ্বৌ জগাদ পরমেশ্বরঃ॥

পঞ্চদশী, আত্মানন্দ।

কোন ব্যক্তির বা প্রাণরোধরূপ যোগেতে, কোন ব্যক্তির বা জ্ঞাননিশ্চয়েতে অসামর্থ্য দেখিয়া বিচারপূর্ব্বক পরমেশ্বর এই উভয় মার্গ নিরূপণ করিয়াছেন।

বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম।
বিক্ষেপোবা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্বিকারিণঃ॥

পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ।

যেহেতু আমার অন্তঃকরণে কোন বিক্ষেপনাই, অতএব আমার সমাধি করিবার কি প্রয়োজন? বিক্ষেপ বা সমাধি ইহারা কেবল বিকারি মনেরই ধর্ম্ম।

তেনাসমাহিতসমাহিতভেদভঙ্গ্যা।
নিত্যোদিতে ক্ব নু মহত্ত্বমবাক্‌প্রপঞ্চঃ॥ *

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

---

* সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়ে নাস্তি সর্ব্বাশা মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ॥

যাহার হৃদয়ে কোন রূপ আশা বা বাসনা নাই, সেই উত্তমচিত্ত ব্যক্তিকে মুক্ত পুরুষ জানিবে, সেই ব্যক্তির সমাধি করণ বা অকরণ উভয়ই সমান।

সমাধি অসমাধি আদি বাক্যপ্রপঞ্চে নিত্যোদিতজ্ঞানবান্ ব্যক্তির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

যোগে কোঽতিশয়স্তেঽত্র জ্ঞানমুক্তং সমং দ্বয়োঃ।
রাগদ্বেষাদ্যভাবশ্চ তুল্যো যোগিবিবেকিনোঃ॥

পঞ্চদশী, আত্মানন্দ।

যোগ ও বিবেক উভয়েরই তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফল সমানভাবে উক্ত হইয়াছে, অতএব কষ্টসাধ্য সেই যোগেতে তোমার এত আগ্রহ কেন? রাগদ্বেষাদির অভাবরূপ যে ফল তাহাও যোগী ও বিবেকীর সমান।

যমাদির্ধী নিরোধশ্চ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ।
স্যুর্হেত্বাদ্যা উপরতেরিত্যসঙ্কর ঈরিতঃ॥

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইহারা উপরতির কারণ; ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতা উপরতির স্বভাব; এবং লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্য অথবা লৌকিক ব্যবহারের সম্যক্ উচ্ছেদ উপরতির কার্য্য।

বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ সহায়াস্তে পরস্পরম্।
প্রায়েণ সহ বর্ত্তন্তে বিযুজ্যন্তে ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ।

বৈরাগ্য, জ্ঞান, ও উপরতি, ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ, প্রায়ই একাধারে অবস্থিত হয়, এবং কদাচিৎ বিযুক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ আধারেও থাকে।

নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থো ন তস্যার্থো হি কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধা ন জপাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ।

যে ব্যক্তির মন বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাঁহার আর কোন কর্ম্মাদিতে প্রয়োজন নাই, কর্ম্মের অকরণে তাঁহার কোন হানি নাই, তাঁহার অপর জপ বা সমাধিতেও প্রয়োজন নাই।

ত্রয়োঽপ্যত্যন্তপক্কাশ্চেন্মহতস্তপসঃ ফলম্।
দুরিতেন ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ।

এই তিন পদার্থ এক ব্যক্তিতে সর্ব্বদা অত্যন্ত প্রবল থাকা মহৎ তপস্যার ফল, ইহার মধ্যে কোন স্থানে কখন কোন প্রতিবন্ধক দ্বারা কাহারও কোন পদার্থের হ্রাস হয়।

বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে বোধস্তু প্রতিবধ্যতে।
যস্য তস্য ন মোক্ষোঽস্তি পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ ॥

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ।

যে ব্যক্তির বৈরাগ্য ও উপরতির প্রাবল্য হয় কিন্তু জ্ঞানের হ্রাস থাকে, তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল তপস্যাবল দ্বারা পুণ্যলোকপ্রাপ্তি মাত্র হয়।

পূর্ণে বোধে তদন্যৌ দ্বৌ প্রতিবদ্ধৌ যদা তদা।
মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখং ন নশ্যতি ॥

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ।

আর যাহার জ্ঞানের প্রাধান্য হয় এবং বৈরাগ্য ও উপরতির ন্যূনতা থাকে, তাহার ভবিষ্যতে নিশ্চয় মোক্ষলাভ হয়, কিন্তু প্রতিবন্ধক্ষয় পর্য্যন্ত দৃষ্ট-দুঃখবিনাশরূপ জীবন্মুক্তির সুখপ্রাপ্তি হয় না।

তত্ত্ববোধঃ প্রধানং স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ।
বোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরমাবুভৌ ॥

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ।

পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য জ্ঞান ও উপরতি ইহাদিগের মধ্যে সাক্ষাৎ মোক্ষসুখের কারণ তত্ত্বজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; বৈরাগ্য ও উপরতি জ্ঞানের উপকারী মাত্র।

জ্ঞানীদিগের মুক্তি নিয়ত বা অনিয়ত।

যদিও জ্ঞান জন্মিলে মুক্তি প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে, তথাপি উপযুক্ত সাধন না হইলে (অর্থাৎ প্রতিবন্ধকাদি ক্ষয় না হইলে) এক জন্মে (অর্থাৎ এ জীবনে) মুক্তি হইবে না। তবে ইহার অব্যবহিত পর জীবনেই হউক বা তৎপর জীবনেই হউক প্রারব্ধক্ষয় হইলেই মুক্তি হইবে।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্।

বে, ৩।৩।৩২ সূত্র।

ব্রহ্মতত্ত্ববিদাং মুক্তিঃ পাক্ষিকী নিয়তাথবা।
পাক্ষিক্যপান্তরতম প্রভৃতের্জন্মকীর্ত্তনাৎ॥
নানাদেহোপভোক্তব্যমীশোপাস্তিফলং বুধাঃ।
মুক্তাধিকারপুরুষাঃ মুচ্যন্তে নিয়তাস্ততঃ॥

শা, সূ, ৩।৩।১৯ অধিকরণ।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, অপান্তরতম নামে এক তত্ত্বজ্ঞানী বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে দ্বাপরযুগান্তে ব্যাসদেবরূপে জন্মেন এবং সনৎকুমার কার্ত্তিকেয়রূপে ও বশিষ্ঠপ্রভৃতিও অন্যান্যরূপে (বরপ্রভাবেই হউক, শাপপ্রভাবেই হউক, বা নিজ নিজ ইচ্ছা প্রযুক্তই হউক, অথবা প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের জন্যই হউক) জন্মগ্রহণ করেন। অতএব জ্ঞানীদিগের মধ্যে কাহারও মুক্তি হয়, কাহারও হয় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তর এই যে, উক্ত পুরুষ সকল পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা অধিকারিপদ-প্রাপ্তিপূর্ব্বক বহুজন্মপ্রদ প্রারব্ধকর্ম্মাবসানে মুক্ত হন; অতএব জ্ঞানীদিগের মুক্তি অনিয়ত নহে।

স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ বর্ত্তন্তাং তে যথা তথা।
অবিশিষ্টঃ সর্ব্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ॥

পঞ্চদশী, চিত্রদীপ।

স্বীয় স্বীয় প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে জ্ঞানীদিগের যে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক জ্ঞানের কথন বৈলক্ষণ্য নাই, এবং মুক্তিরও অসম্ভাবনা নাই।

উপাসনং নাতিপক্বমিহ যস্য পরত্র সঃ।
মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে॥

পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ।

ইহ জন্মে যে ব্যক্তির উপাসনা পরিপক্ব না হয়, মরণের পর ব্রহ্মলোকে অথবা অন্য কোন লোকে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া তাহার মুক্তি হয়।

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ।

যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বারা ইহ জন্মে অথবা জন্মান্তরে * ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয়, যে হেতু বেদে দেখা যাইতেছে।

---

* আত্মার জন্মান্তরগ্রহণের (অর্থাৎ পুনর্জন্মের) কথা শুনিলে আজকাল অনেকেই কুসংস্কার বলিয়া তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তস্তুতঃ যাঁহারা পুনর্জন্ম কথাটি শ্রবণমাত্রেই তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা না করিয় একেবারে কুসংস্কার বলিয়া কর্ণে হাত দেন, তাঁহাদিগেরই কুসংস্কার অধিক।

"জীবের মৃত্যু হইলে যত দিন না মুক্তি হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করিবে; অথবা মৃত্যুর পর সকলকেই কোন না কোন নূতন জগতে যাইতে হইবে;" একথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার অধিকার কাহারও নাই। বরং পৃথিবীতে যত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা যে অনেকেই ইহার পূর্ব্বে এই জগতে অথবা অন্য কোন জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ এই জীবন যে তাঁহাদিগের সকলের নূতন জীবন নহে, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ, তাহা না বলিয়া যদি এই জন্মকেই সকলের নূতন জন্মবলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে পরম ন্যায়বান্ নিরপেক্ষ পরমেশ্বরে পক্ষপাতিতা দোষ সংঘটন হয়। যথা, মনে কর পরমেশ্বর দুইটী আত্মাকে সৃজন করিয়াই পৃথিবীতে আনয়ন করিলেন। একটীকে এরূপ সমাজে এবং এরূপ পরিবারের মধ্যে স্থাপন করিলেন যে, সে পিতা মাতার যত্নে সাহায্যে এবং সুদৃষ্টান্তে অল্পদিনের মধ্যেই জ্ঞান, ধর্ম্ম, ব্রহ্মপ্রীতি প্রভৃতি যাবতীয় স্বর্গীয় রত্নে বিভূষিত হইয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিল; এবং অনন্ত জীবনের উপজীব্য যে ব্রহ্মানন্দ এই জগতে থাকিয়াই সে তাহা লাভ করিল। এবং অন্যটীকে তিনি এরূপ অসভ্যমণ্ডলীর মধ্যে স্থাপন করিলেন যে তথায় সে একপ্রকার বন্য জন্তুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইল। জ্ঞানধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তে তাহার আত্মা ভ্রম, অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; অধিক কি, রাক্ষস পিশাচ বা দস্যুর ন্যায় ব্যবহার তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইল। অতএব দুইটী তুল্য অধিকারপ্রাপ্ত আত্মা এক সময়ে একত্রে পৃথিবীতে আসিল, এক সময়ে জন্মগ্রহণ

"গর্ভস্থ এব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবম্।" *

গর্ভস্থ যে বামদেব তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তখন তাঁহার ঐহিক কোন সাধন ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বজন্মের সাধন দ্বারাই তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥

গী, ৬।৩৭।

যে ব্যক্তি প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগ আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু পরে তদ্বিষয়ে শিথিল প্রযত্ন হইয়াছে, এবং বিষয়ের প্রলোভনে পড়িয়া যাহার যোগ ভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে সিদ্ধি লাভকরিতে পারে নাই; হে কৃষ্ণ! যোগ হইতে বিচলিতমনা সেই ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবেক?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥

গী, ৬।৩৮।

হে মহাবাহো! ঈশ্বরপ্রাপ্তি পথে এইরূপ বিমূঢ় অথচ আশ্রয়-রহিত ব্যক্তি স্বর্গ মোক্ষ উভয় না পাইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় কি লয় প্রাপ্ত হইবেক না?

করিল অথচ একজন এরূপ সুবিধা পাইল যে সে দেবতা হইল, এবং অন্য জনকে পরমেশ্বর এরূপ কদর্য্য স্থানে রাখিলেন যে সে পশু অপেক্ষাও অধম হইল। সুতরাং এই জীবনের পূর্ব্বে অন্যজীবন স্বীকার না করিলে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বরকে পক্ষপাতিতা-দোষে দোষী করিতে হয়। ইহা কখনই হইতে পারে না। অতএব এই জীবনের পূর্ব্বে অন্য জীবন যে আমাদের ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

* শাস্ত্রকারগণ যে বামদেব ঋষির গর্ভাবস্থানকালে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন ইহার স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে "এক জীবনের উপার্জ্জিত জ্ঞানাদি অতি সহজেই তৎপরজীবনে প্রকাশিত হইয়া থাকে;" তাঁহাদের এই সত্যটী সকলেই সুদৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেক। নতুবা গর্ভস্থ শিশুর ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥

হে পার্থ, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য এবং পরলোকেও নরকভোগ নাই। যে হেতু শুভকর্ম্মকারীর কখন কোন দুর্গতি হয় না।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ॥
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

কিন্তু-শুভকর্ম্ম করিয়া লোক যে স্থানে গমন করেন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিও সেই স্থান প্রাপ্ত হন; তৎপরে বহুকাল পর্য্যন্ত তথায় সুখ ভোগ করিয়া সদাচার-যুক্ত ধনী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

যাঁহারা অল্পকাল যোগাভ্যাস করিয়া যোগচ্যুত হন, তাঁহাদিগের যোগাভ্যাসের এই ফল কথিত হইল; কিন্তু যাঁহারা বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়া যোগভ্রষ্ট হন, এইক্ষণে তাঁহাদিগের যোগাভ্যাসের অন্য ফল কহিতেছেন।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

বহুকাল যোগাভ্যাস করিয়া যিনি যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহার এককালে যোগনিষ্ঠ জ্ঞানী লোকের কুলেই জন্ম হয়। হে পার্থ, এ জন্ম মোক্ষের কারণ; অতএব এরূপ জন্মও লোকের অতিদুর্লভ হয়।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্। *
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥

* শরীরসত্ত্বে যে সকল ধ্যান অভিনিবেশ ও অভ্যাস আয়ত্ত করা যায়, শরীরপাত হইলেও সেই সকল ধ্যান অভিনিবেশ এবং অভ্যাসের সংস্কার জীবকে অনুরূপ নিয়মের অধীনে রাখে, এবং অনুরূপ রূপে পরিবর্ত্তিত করে। এই শরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেও বহুকাল পরে তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত হইবে। এরূপ কেন হয়? আত্মাতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সংস্কার আবদ্ধ থাকে বলিয়াই হয়। স্থিত সংস্কার যখনই উদ্বুদ্ধ হইবে তখনই স্মরণ হইবে, প্রত্যভিজ্ঞা হইবে, মনের ভাব বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে। সংস্কার পদার্থ যখন আত্মাতে বা সূক্ষ্ম শরীরে উৎপন্ন হয়, তখন তাহা

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।*
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥

সূক্ষ্ম শরীরেই আবদ্ধ থাকে।' বাহ্যদেহে উৎপন্নও হয় না, আবদ্ধও থাকে না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বাহ্যদেহ পতিত হইলেও তদ্দেহের সঞ্চিত সংস্কার সকলের কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। এই জন্যই মরণের পর, তদ্দেহের সঞ্চিত জ্ঞান কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কারানুরূপ একটী অভিনব অবস্থা উপস্থিত হয়।

কোন প্রকার উৎকট রোগ হইলে কি মূর্চ্ছাদি দুরন্ত অবস্থায় পতিত হইলে যেমন পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা হয় অথবা ভুলিয়া যাইতে হয়, সেইরূপ মৃত্যু যন্ত্রণার প্রভাবে মুমূর্ষু তদ্দেহের সমুদায় ভাবই ভুলিয়া যায়। ভুলিয়াগিয়া এক অভিনব ভাবনায় উপস্থিত হয়। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, যেরূপ অভিনিবেশে নিমগ্ন থাকিয়া কাল যাপন করিয়াছে, তাহারই অনুরূপ নূতন এক পরিবর্ত্তন, নূতন এক ভাবনা, উপস্থিত হয়। এই নূতনতর ভাবনাই তখন তাহার প্রায় শরীরের কার্য্য করে, সুতরাং শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে ভাবনাময় শরীর বলে।

মনুষ্যের মনুষ্যদেহত্যাগমাত্রেই প্রথমে কোন না কোন প্রকার ভাবনাময় শরীর উৎপন্ন হয়, পরন্তু তাহা ভবিষ্যৎ শরীরের অনুরূপ। স্বপ্নশরীরের সহিত এই ভাবনাময় শরীরের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কেননা এই ভাবনাময় শরীরটী স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অস্পষ্ট, আভাস বা ছায়ার অনুরূপ। এই ভাবনাময় শরীরের অনুরূপ যাট্‌কৌশিক শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"প্রায়ণকালে যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণ আয়াতি" এবং "যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দেখিয়া উত্তরাধিকারীরা ঈশ্বরের নাম মুমূর্ষুর কর্ণগোচর করিতে চেষ্টা পায়। অভিপ্রায় এই যে, নাম শুনাইলে যদি কোনও গতিকে ভাগ্যবশতঃ মুমূর্ষুর চিত্তে ঈশ্বরভাবনার উদয় হয়। মরণকালের ভাবনাময় শরীরটী যদি ঈশ্বরভাবে রচিত হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে কৃত-কৃতার্থ হইল। সত্য বটে, এ দেশে মরণকালে নাম শুনাইবার মূল এই, কিন্তু শুনাইলে কি হইবে? পূর্ব্বের ধ্যান, পূর্ব্বেরঅভিনিবেশ, পূর্ব্বের অভ্যাস না থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরময় ভাবনাশরীর হইবার সম্ভাবনা নাই।

সাঙ্খ্যদর্শন, পদার্থকাণ্ড।

* শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকেও এইরূপ কহিয়াছিলেন—

* কুযোগিনো যে বিহিতান্তরায়ৈর্ম্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়োযুঞ্জন্তি যোগং নতু কর্ম্মতন্ত্রম্॥

ভা, ১১।২৮।

যে সকল কুযোগী দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত মনুষ্যভূত (অর্থাৎ পুত্র ও শিষ্যাদি) বিঘ্ন সকলের

উক্ত দুই প্রকার জন্মেতেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা পূর্ব্বজন্মে উপার্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া পরে পুনশ্চ মোক্ষের প্রতি অধিক যত্ন আরম্ভ করেন। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস দ্বারা অনিচ্ছাতেও বিষয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন (অর্থাৎ কোন দৈবশক্তি যেন তাঁহাদের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সেই পথে টানিতে থাকে)। আর কেবল মাত্র যোগ বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া অর্থাৎ যোগ কি ইহা জানিতে ইচ্ছুক মাত্র হইয়াও যদি কেহ পাপবশে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম কাণ্ড অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়; অর্থাৎ বেদবিহিত-কর্ম্মজন্য ফল ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানরূপ মহাফলে তাহার প্রবৃত্তি হয়।

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥

গী, ৬।৪০-৪৫।

হে অর্জ্জুন, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অল্প যত্নেই এই ফল প্রাপ্ত হয়; তবে অনেক জন্ম পর্য্যন্ত যোগাভ্যাসের দ্বারা যাঁহার শরীর নিষ্পাপ হইয়াছে এবং যোগাভ্যাসে যে ব্যক্তি বিশেষরূপ যত্ন করেন, এমন ব্যক্তির যে নিশ্চয় মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে তাহাতে বক্তব্য কি?

প্রারব্ধ কর্ম্ম।

শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, সঞ্চিত কর্ম্ম, আগামি কর্ম্ম এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম। তাঁহারা এই তিনপ্রকার কর্ম্মকে তিনটী বাণের সহিত উপমা দিয়াছেন। যথা, কোন ব্যক্তির তূণের মধ্যে একটী বাণ সঞ্চিত আছে, তাহার লক্ষ্যের প্রতি একটী বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং একটী বাণকে নিক্ষেপ করিবার জন্য সে ধনুতে যোজনা

দ্বারা ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা জন্মান্তরে প্রাক্তন অভ্যাস বলে যোগই প্রাপ্ত হন, কর্ম্মবিস্তার প্রাপ্ত হন না।

করিয়াছে, এইরূপ সময়ে তাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিল। সে ব্যক্তি যে বাণটী ধনুতে যোজনা করিয়াছিল তাহা আর নিক্ষেপ করিল না, এবং যে বাণটী তাহার তূণের মধ্যে সঞ্চিত ছিল তাহাও সেই ভাবে রহিয়া গেল; কিন্তু যে বাণটী সে লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার যাহা কার্য্য তাহা পূর্ব্বাহ্নেই হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার ফলভোগ ব্যতিরেকে কদাচ বিনষ্ট হইতে পারে না। এই নিক্ষিপ্ত বাণের সহিতই প্রারব্ধ কর্ম্মের উপমা দেওয়া হইয়াছে শাস্ত্রকারদিগের মত এই যে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সঞ্চিত এবং আগামি এই উভয়প্রকার কর্ম্মই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না। * তাঁহারা এই প্রারব্ধ কর্ম্মকে তত্ত্বজ্ঞানের আগামি (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ) প্রতিবন্ধকরূপ কহেন। † যেপর্য্যন্ত ইহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় না হয়, ততদিন সাধকের সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ হয় না। তবে যাঁহারা সাধনে বিশেষ অনুরক্ত এবং যত্নশীল হন, তাঁহাদের সত্বরেই সমস্ত প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া যায়, ‡ অন্য ব্যক্তির তদ্রূপ না হইয়া কিছু বিলম্ব ঘটে।

---

* "ইষুচক্রাদিদৃষ্টান্তাৎ নৈবারব্ধং বিনশ্যতি।"

বে, সা, ৪।১।১১ অধিকরণ।

যেমন বাণ পরিত্যাগ করিলে তাহার প্রতি ধানুষ্কের এবং বেগে চক্র ঘুরাইয়া দিলে তাহার প্রতি কুম্ভকারের আর কোনরূপ অধিকার থাকে না, তদ্রূপ (জ্ঞানলাভ মাত্রেই) প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হয় না। উহার ক্রমে ক্রমে নাশ হয়।

† আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ।
একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ॥

প, দ, ৯। ৪৫।

আগামিপ্রতিবন্ধ যথা, বামদেব ঋষির জ্ঞানোদয় বিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে, প্রারব্ধসত্তাকেই আগামি প্রতিবন্ধ বলা যায়। সেই প্রতিবন্ধ বামদেব ঋষির এক জন্মেই ভোগ দ্বারা পর্য্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু ভরতের ক্রমশঃ তিন জন্মে তাহা ভোগ হইলে পশ্চাৎ তাহার অবসান হয়।

‡ বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

দ্বিবিধো বাসনা ব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চ তৌ।
প্রাক্তনো বিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা॥
অথ চেদশুভো ভাবস্ত্বাং যোজয়তি সঙ্কটে।
প্রাক্তনস্তদসৌ যত্নাজ্জেতব্যো ভবতা স্বয়ম্॥

রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি।
পুনর্ম্মন্দান্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্ষিপ্তোরগী ভবেৎ॥
এবমারব্ধভোগোঽপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ।
ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্ত্যোঽহমিতি ভাসতে॥

যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে হঠাৎ সেই সর্প দেখিয়া হৃৎকম্পাদি উপস্থিত হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জুজ্ঞান হইলেও সেই হৃৎকম্পাদি সহসা নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয়, এবং পুনর্ব্বার সেই রজ্জু অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহাতে সর্পজ্ঞান হইতে পারে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং পুনর্ব্বার ভোগকালেও কখন কখন আপনার মর্ত্ত্যত্ব জ্ঞান হয়।

নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।
জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু॥

যদিও পুনর্ব্বার আপনার মর্ত্ত্যত্ব জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের কোন হানি হয় না; যেহেতু জীবন্মুক্তি কোন ব্রত নহে যে নিয়ম অতিক্রম করিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহা কেবল বস্তুর যথার্থ স্বরূপে স্থিতি মাত্র; অতএব মর্ত্ত্যত্বজ্ঞান হইলেও শীঘ্র তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিরস্ত হয়।

দশমোঽপি শিরস্তাড়ন্ রুদন্ বুদ্ধ্বা ন রোদিতি।
শিরোব্রণস্তু মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা॥

অতএব হি হে রাম শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্।
স্বয়ং যত্নোপনীতেন পৌরুষেণৈব নান্যথা॥

যো, বা, মুমুক্ষু প্রকরণ।

হে রামচন্দ্র, জীব সকলের শুভ অশুভ দুই প্রাক্তন বাসনা হয়, ঐ বাসনাদ্বয়ের মধ্যে কাহারও একাংশ অধিক থাকে।

আর যদি প্রাক্তন অশুভ বাসনা তোমাকে সঙ্কট কর্ম্মে নিয়োগ করে, তবে তোমার যত্ন এবং পুরুষকার দ্বারা সে বাসনাকে ত্যাগ করা উচিত।

হে রামচন্দ্র, প্রাক্তন বাসনার দ্বারা জীব কর্ম্ম করে সত্য বটে, কিন্তু সেই বাসনার দ্বারা যত্ন এবং পুরুষকার করিলে শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়, ইহার অন্যথা নাই।

দশগ্রামৃতিলাভেন জাতো হর্ষো ব্রণব্যথাম্ ।
তিরোধত্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধদুঃখিতাম্ ॥

প, দ, ৭ । ২৪৩-২৪৭ ।

যেমন দশমদশাগ্রস্ত কোন পুরুষ তাহার আত্মীয় জনের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া রোদন করত খেদে স্বীয় শিরোদেশে আঘাত করে এবং পশ্চাৎ উপদেশ দ্বারা অবগতিপূর্ব্বক রোদনে নিবৃত্ত হইয়া হৃষ্ট হইলেও তাহার শিরোবেদনার হঠাৎ শান্তি হয় না, ক্রমে শান্তি হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানীর জীবন্মুক্তি লাভ হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ সাংসারিক সুখদুঃখাদির সহসা আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়।

তদিষ্টমেষ্টব্যমায়ামযত্বস্য সমীক্ষণাৎ ।
ইচ্ছন্নপ্যজ্ঞবন্নেচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্নিতি হি শ্রুতম্ ॥

প, দ, ৭ । ১৮৯ ।

প্রারব্ধকর্ম্মবশতঃ পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানীর যে অনিত্য বিষয়ে অভিলাষ হয় তাহা অজ্ঞদিগের ন্যায় দৃঢ়তর অভিলাষ নহে ; যে হেতু জগতের প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহার সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে।

ভর্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্য্যকরাণি চ ।
বিদ্বদিচ্ছা তথেষ্টব্যা সত্ত্ববোধাৎ ন কার্য্যকৃৎ ॥

যেমন কোন বৃক্ষবীজ অগ্নি দ্বারা ভর্জ্জিত হইলে তাহাতে আর অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ বিষয়ের অসত্ত্ববোধ হেতু জ্ঞানীদিগের ইচ্ছা আর কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না।

দগ্ধবীজমরোহেঽপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে ।
বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্পভোগং কুর্য্যান্ন ব্যসনং বহু ॥

প, দ, ৭।১৬৩-১৬৪ ।

যেমন ভর্জ্জিত বীজ অঙ্কুর-কার্য্যের উপযোগী না হইলেও ভক্ষণাদি কোন

কার্য্যের উপযুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানীদিগের ইচ্ছাও অল্প ভোগ মাত্রে তুষ্ট হয়, বিস্তৃত ভোগে প্রবৃত্ত হয় না। *

প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাদ্ভোগেষিচ্ছা ভবেদ্যদি।
ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেষ ভুংক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ॥

যদিও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্য হেতু বিষয়-ভোগে বাসনা হয়, তথাপি তাঁহারা তাহা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া ভোগ করিয়া থাকেন; যেমন বিনা বেতনে বলদ্বারা ধৃত হইয়া কোন ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতে হইলে তাহা অক্লেশে কৃত হয় না।

ভুঞ্জানাস্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ।
নাদ্যাপি কর্ম্ম নশ্চিন্নমিতি ক্লিশ্যন্তি সন্ততম্॥

প, দ, ৭। ১৪৩।

আর শ্রদ্ধাবান্ অথচ কুটুম্বযুক্ত সেই জ্ঞানীরা সকল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে ইহা বলিয়া খেদ করিয়া থাকেন যে, আজিও আমাদের প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান হইল না।

নায়ং ক্লেশোঽত্র সংসারতাপঃ কিন্তু বিরক্ততা।
ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানং হি তাপঃ সাংসারিকঃ স্মৃতঃ॥

প, দ, ৭। ১৪৪।

---

* বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্নল্পভোগেন তৃপ্যতি।
অন্যথানন্তভোগেঽপি নৈব তৃপ্যতি কর্হিচিৎ॥

প, দ, ৭।১৪৫।

বিবেকী ব্যক্তি ভোগকালে বিবেকবশতঃ ক্লিষ্ট হইয়া অল্প ভোগেই তৃপ্ত হন, নতুবা অন্য অবিবেকী ব্যক্তিরা অনন্ত ভোগ প্রাপ্ত হইলেও কখন পরিতৃপ্ত হয় না।

বদ্ধমুক্তো মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি।
পরৈরবদ্ধো নাক্রান্তো ন রাজ্যং বহুমন্যতে॥

যো, বা, স্থিতি প্রকরণ।

শত্রুকর্ত্তৃক বদ্ধ রাজাকে পশ্চাৎ অনুগ্রহপূর্ব্বক মুক্ত করিয়া একখানি গ্রাম অধিকার করিতে দিলে তাহাতেই তাহার পরম তুষ্টি হয়। কিন্তু অবদ্ধ এবং শত্রুদ্বে অনাক্রান্ত রাজা একটা রাজ্যকেও বহু করিয়া মানেন না।

প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানীদিগের যে এই খেদ উপস্থিত হয় ইহা সংসারতাপ নহে, ইহাকে সংসারবৈরক্তি বলা যায়, যেহেতু সাংসারিক তাপের কারণ যে ভ্রান্তিজ্ঞান তাহা জ্ঞানীদিগের নাই।

প্রারব্ধং ভোর্জয়েদেব নতু বিদ্যাং বিলোপয়েৎ।
সুপ্তবুদ্ধবদশ্লেষতাদবস্থ্যাৎ কুতো ন মুক্॥

বে, সা, ৪।১।১৪ অধিকরণ।

যেমন সুষুপ্তিকালে বিদ্যার লোপ হয় না, সেইরূপ প্রারব্ধ-ভোগ-সময়েও তত্ত্বজ্ঞান লুপ্ত হয় না। সুতরাং প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই সাধকের নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

কর্ম্মত্যাগ।

উচ্চশ্রেণীস্থ সাধক মাত্রেরই কার্য্যসম্পাদনের শক্তি ক্রমে ক্রমে নিতান্ত হ্রাস হইয়া আইসে। * যদিও দেহসত্ত্বে কর্ম্ম সকল দেহীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করায় তাঁহাদিগকেও সময়ে (মলমূত্রাদির পরিত্যাগ, এবং ভোজনাদি রূপ) অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সকল অনাসক্তহৃদয়ে সম্পন্ন করিতে

---

* রাজর্ষিজনক তদীয় গুরু ঋষিপ্রবর অষ্টাবক্রকে কহিয়াছিলেন;—

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্ব্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ॥ অ, সং, ১২।১।

পূর্ব্বে আমি কায়িক কার্য্যে বিরত হইলাম, পশ্চাৎ বাক্যবিস্তারে বিরত হইলাম, এক্ষণে আমি চিন্তায় নিরস্ত হইয়া এইরূপে অবস্থান করিতেছি।

মহাত্মা জনক রাজা হইয়াও যে কর্ম্ম হইতে অনেক পরিমাণে বিরত হইতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, আমাদিগের দেশে পূর্ব্বাপর এইরূপ নিয়ম ছিল যে রাজারা ইচ্ছা করিলে মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের উপর রাজকীয় সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া আপনারা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। বিশেষতঃ রাজর্ষি জনকের কুশধ্বজ নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাসের ভাবও অত্যন্ত প্রবল ছিল। আরও জনক রাজা তাঁহার জীবনের কোন্ ভাগে যে সাধনের এরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

হয়, তথাপি তাঁহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশীভূত হইয়া কোন রূপ গুরুতর কার্য্য আর কখনও সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না। যেরূপ শুষ্ক বৃক্ষপত্র সকল বায়ুকর্ত্তৃক কোন বিশেষ দিকে চালিত হয়, * তদ্রূপ সেই সমস্ত জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও সংস্কাররূপ-বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া অনায়াসসাধ্য (ভোজনাদি রূপ) সামান্য কার্য্য সকল উপস্থিতমতে (সঙ্কল্পশূন্য হৃদয়ে) † সম্পন্ন করিয়া থাকেন মাত্র। অধিক কি, এক সময়ে যাঁহারা সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্য মাত্রকেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশস্বরূপ জানিয়া পরম আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকেন, যাঁহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠিত জনহিতকর কার্য্যে এই নশ্বর দেহ পতন করাকেই মানবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বার্থ জানিয়া অহরহঃ তাহারই জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই পুনর্ব্বার সাধনের এই অপেক্ষাকৃত উচ্চ অবস্থাতে বাধ্য হইয়া জড়ের ন্যায় আচরণ করিতে হয়। তাঁহারা

---

* ভগবান্ অষ্টাবক্র তদীয় শিষ্য রাজর্ষি জনককে কহিয়াছিলেন—

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্য দুর্গ্রহঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্॥
নির্ব্বাসনো নিরালম্বঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ।
ক্ষিপ্তঃ সংস্কারবাতেন চেষ্টতে শুষ্কপর্ণবৎ॥ অ, সং ১৮।২০-২১।

ধীর ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত বা কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না। যখন যাহা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, অনাসক্তহৃদয়ে তখন তাহা সমাধান করিয়া যথাসুখে অবস্থিতি করেন।

যিনি বাসনারহিত হইয়াছেন, যিনি সাংসারিক কোন বস্তুই অবলম্বন করেন না, যিনি অজ্ঞানরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সংস্কাররূপ বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া শুষ্ক পত্রের ন্যায় চালিত হন মাত্র। (তিনি আপনি চেষ্টা করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না।)

† যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
বৃত্তয়ঃ স বিনির্মুক্তো দেহস্থোঽপি হি তদ্গুণৈঃ॥

ভা, ১১।১১।১৪।

যাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির আচরণ সকল সংকল্পশূন্য হয়, তিনি দেহস্থ হইয়াও তাহাদের গুণগণ হইতে মুক্ত।

পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও আর আপনাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন না। ব্রহ্মপ্রেমের নেশায় তাঁহারা ক্রমে এত দূর অভিভূত হইয়া পড়েন যে কার্য্য করিবার শক্তি তাঁহাদিগের ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহাতে যাঁহারা সেই সকল ব্রহ্মগতপ্রাণ মহাত্মাকে আত্মসুখে রত স্বার্থপর * বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা অতীব ভ্রান্ত। অথবা এতদ্রূপ নিন্দা করাতে সেই সমস্ত বৃথাদোষারোপকারী নিম্নশ্রেণীস্থ সাধকগণেরও কোন দোষ নাই; কারণ তাঁহারা সেই জড়ভাবাপন্ন সাধকের এতদ্রূপ উচ্চ অবস্থার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে পুরাকালীন মহাত্মাগণ যে সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহারই মধ্যে কয়েকটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

* আর আপনার আত্মার পরিত্রাণের জন্য যদিও কেহ স্বার্থপরায়ণের ন্যায় ব্যবহার করিতে বাধ্য হন, পণ্ডিতগণ তাহাতে কোনরূপ দোষারোপ করেন না। যথা চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন;—

"ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

কুলরক্ষার্থ একটী বস্তু ত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার্থ কুল ত্যাগ করিবে, দেশরক্ষার্থ গ্রাম ত্যাগ করিবে, আত্মরক্ষার্থ পৃথিবীপর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে অনেক স্থলে উক্তপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শিব বলিয়াছিলেন—

প্রিয়োহ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মানোহস্ত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেহস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে॥

ম, নি, তন্ত্র ১৪। ১৩৭।

যাবতীয় বস্তুর মধ্যে আত্মাই সকল মনুষ্যের পরম প্রিয় বস্তু, আপনার আত্মা অপেক্ষা প্রিয় বস্তু ত্রিলোকের মধ্যে কাহারও কিছু নাই; তবে যে মনুষ্যগণ অন্য কোন বস্তুকে পরম প্রিয়-রূপে জ্ঞান করে, তাহার কারণ এই যে, সেই বস্তুর সহিত তাহাদিগের আত্মার বিশেষ কোন রূপ সম্বন্ধ আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পত্নীকে কহিয়াছিলেন, হে মৈত্রেয়ী লোকে যে পতির মঙ্গল কামনা করে, তাহা পতির জন্য নহে; ইত্যাদি।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

যো, বা,।—ভা, ১।২।২১।—মু,উ, ২।২।৮ শ্রুতি।

সেই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে, (অর্থাৎ অস্তিমাত্ররূপে তাঁহাকে জানিবার পর তাঁহার তত্ত্বভাব দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারিলে,) সাধকের সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ভেদ, এবং সকল সংশয়ের ছেদ, আর প্রারব্ধভোগ ব্যতিরেকে সর্ব্বকর্ম্মেরই ক্ষয় হয়।

বাগ্মিপ্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মূকজড়ালসম্।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষুভিঃ॥

অ, সং, ১৫।৩।

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে বাগ্মী ব্যক্তি মূক হন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জড় হন, এবং উদ্যোগশীল ব্যক্তি অলস হইয়া পড়েন। এই জন্য ভোগাভিলাষী ব্যক্তিরা ইহাতে যত্ন করিতে পারেন না।

ভগবান্ রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
স্তদপ্যসদ্দৃষ্টবিরোধকারণাৎ
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া *
বিদ্যাগতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিধ্যতি॥

অধ্যাত্মরামায়ণ, রামগীতা।

পঞ্চদশীকর্ত্তা এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,

আত্মার্থত্বেন সর্ব্বস্য প্রীতেশ্চাত্মা হ্যতিপ্রিয়ঃ।
যথা পিতুঃপুত্র মিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরস্তথা॥

পঃ দঃ ১২।২৭।

যেরূপ পুত্রের মিত্র অপেক্ষা পুত্র অধিকতর প্রিয় হন, সেইরূপ আত্মার সহিত সম্বন্ধ জনিত যত প্রকার প্রিয়বস্তু থাকা সম্ভব সে সকলের মধ্যে আত্মাই অতিপ্রিয় শব্দের যোগ্য হন।

* আমাদিগের এই স্থূল দেহ যে আত্মা নহে, অর্থাৎ এই স্থূল দেহের অতিরিক্ত যে এক সূক্ষ্ম আত্মা আছেন ইহা প্রায় সকলেই জানেন এবং স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল-

কোন কোন কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তি কেবল কর্ম্মকেই যে মোক্ষসাধন বলেন তাহা যেমন অযুক্ত, তদ্রূপ জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়কেও মোক্ষসাধন বলা যুক্তি-সিদ্ধ নহে; কেননা তদ্রূপ কথনে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি দেহ বটি এতদ্রূপ যে অজ্ঞানোৎপন্ন অভিমান তাহা হইতে ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ঐ দেহাভিমান পরিত্যক্ত

মাত্র জানিলে বা স্বীকার করিলেই যে দেহে আত্মবুদ্ধির বিনাশ হয় তাহা নহে। সাধন ব্যতিরেকে কদাচ তাহার বিনাশ হয় না। কারণ যদিও আমরা সকলেই জানি যে "আমাদিগের এই দেহ আত্মা নহে; ইহা জড় পদার্থ মাত্র। ইহা মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, মৃত্তিকাতেই বিলীন হইবে। কিন্তু আমরা স্বতন্ত্র নিত্য পদার্থ, এবং সেই মহান্ আত্মার সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ," তথাপি সাধন ব্যতিরেকে এই তত্ত্বভাব কতক্ষণ আমাদের মনে স্থান পায়? বিশেষতঃ আমরা যতই সাধন করি না কেন, যে মুহূর্ত্তে আমরা কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তৎক্ষণাৎ আপনা হইতেই আমাদিগের তত্ত্ববিস্মৃতি ঘটে; এবং দেহে আত্মাভিমান জন্মে। অধিক কি, দেহে আত্মাভিমান না জন্মিলে মনুষ্য কখনও কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু অপর দিকে দেখা যায়, দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ ভ্রমের আত্যন্তিক বিনাশ না হইলেও আমাদিগের আত্মার স্বরূপ সুন্দররূপে প্রকাশিত হয় না। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সাধনের উচ্চাবস্থায় সাধকের কোনপ্রকার কর্ম্ম থাকে না। এবং এই জন্যই রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের কখন সমুচ্চয় সম্ভবে না। সাধনের পথে দেহে আত্মাভিমানবিনাশ যে কতদূর প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে বশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা,—

সা কালসূত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুরা।
সাসিপত্রবনশ্রেণী যাহংদেহ ইতি স্থিতিঃ॥

যো, বা, স্থিতি প্রকরণ।

'আমি দেহস্বরূপ' এইরূপ যে স্থিতি সেই কালসূত্র নরকের কারণ, সেই মহাবীচি নরকের রজ্জু, এবং সেই অসিপত্র নরকের কারণ জানিবে।

আপাদমস্তকমহং মাতাপিতৃবিনির্ম্মিতঃ।
ইত্যেকোনিশ্চয়ো রাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ॥
অতীতঃ সর্ব্বভাবেভ্যো বালাগ্রাদপ্যহং তনুঃ।
ইতি দ্বিতীয়ো মোক্ষায় নিশ্চয়োজায়তে সতাম্॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

হইলে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। এতদ্রূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয়ের কারণ-গত মহদ্বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে।

তস্মাৎ ত্যজেৎ কার্য্যমশেষতঃ সুধীঃ
বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ, রামগীতা।

অতএব বিদ্যার সহিত কর্ম্মের বিরোধ থাকা প্রযুক্ত তদুভয়ের সমুচ্চয় হইতে পারে না; একারণ বিবেকী ব্যক্তি কর্ম্ম সমূহকে সর্ব্বতোভাবে

'মাতাপিতৃনির্ম্মিত পদাবধি মস্তক পর্য্যন্ত এই সমস্ত শরীর আমি' এইরূপ অসদ্দর্শন হইতে এক নিশ্চয় হয়, সেই নিশ্চয় বন্ধের কারণ। এবং 'সর্ব্ব বস্তুর অতীত কেশের অগ্রভাগ অপেক্ষা সূক্ষ্ম আমি' এই দ্বিতীয় নিশ্চয় সৎলোকের হয়, সেই নিশ্চয় মোক্ষের কারণ।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রপ্রণেতা সিদ্ধেশ্বর কপিল তদীয় জননী দেবহূতিকে সিদ্ধ অবস্থায় সাধকের যে কতদূর পর্য্যন্ত দেহে আত্মাভিমানের বিনাশ হয় তাহা এইরূপে বলিয়াছিলেন; যথা,—

দেহং চ তং ন চরমঃ স্থিরমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥
দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।

ভা, ৩।২৮।৩৭-৩৮।

তাঁহার দেহ আসনে আসীনই থাকুক, তাহা হইতে উত্থিতই বা হউক; উত্থিত হইয়া সেই স্থানেই থাকুক; তথা হইতে অন্যত্রই বা যাউক; দৈবক্রমে স্থানান্তরেই অবস্থিত হউক; যেরূপ মদিরামত্ত ব্যক্তি কটিদেশে স্থিত বসনের প্রতি মনোযোগ করে না, সেইরূপ তিনি আর উহার কোন অনুসন্ধান লন না; কারণ তিনি সিদ্ধ এবং স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বসংস্কারবশে তাঁহার দেহ প্রারব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া নিজব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, সত্য বটে; কিন্তু তিনি উহাকে স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় বোধ করেন।

পরিত্যাগ করিবেন। এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিষয় যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তাহা হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বদা আত্মধ্যানপরায়ণ হইবেন।

অনন্যচিত্ততা ব্রহ্মনিষ্ঠাসৌ কর্ম্মঠৈঃ কথম্।
কর্ম্মত্যাগী ততো ব্রহ্মনিষ্ঠামর্হতি নেতরঃ॥

বে, সা, ৩। ৪। ২ অধিকরণ, ২য় বর্ণক।

সর্ব্ব ব্যাপার পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে অনন্যচিত্ত হওয়ার নাম ব্রহ্মনিষ্ঠা. তাহা কখন কর্ম্মীর সম্ভব হয় না। অতএব কর্ম্মত্যাগীরই ব্রহ্মনিষ্ঠা হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

গী, ৩। ১৭।

সর্ব্বদা পরমাত্মাতেই যাঁহার রতি হয়, পরমাত্মাতেই যিনি তৃপ্তি লাভ করেন এবং পরমাত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, জগতে তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
নচাস্য সর্ব্বভুতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

গী, ৩। ১৮।

সেই জ্ঞানীর কর্ম্ম করিলে পুণ্য হয় না, এবং কর্ম্ম না করিলেও কোন প্রত্যবায় নাই। ব্রহ্মা হইতে কীটপর্য্যন্ত তাবৎ জগতে তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন সহকারীর আবশ্যক রাখে না।

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥

উত্তরগীতা।

হে অর্জ্জুন, যিনি জ্ঞানরূপ অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এরূপ কৃতকৃত্য যোগীর জগতে কিছুমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই। যাঁহার কর্ত্তব্য আছে এরূপ বিশ্বাস, তিনি এখনও প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন—

ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ॥

ভা, ১১।১১।১৭।

জ্ঞানবান্ মুনি সাধু বা অসাধু কিছু করিবেন না, বলিবেন না, অথবা চিন্তা করিবেন না; আত্মারাম হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন।

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।

ভা, ১১।১৮।২৯।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব, মুমুক্ষু হইয়া যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা মুক্তিবিষয়ে অপেক্ষাশূন্য মদীয় ভক্ত হন, তিনি বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিবেন এবং নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন।

ভগবান্ অষ্টাবক্র তদীয় শিষ্য রাজর্ষি জনককে কহিয়াছিলেন—

ন শান্তং স্তৌতি নিষ্কামো ন দুষ্টমপি নিন্দতি।
সমদুঃখসুখস্তৃপ্তঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ন পশ্যতি॥

অ, স, ১৮।৮২।

যাঁহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান, যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানামৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তিনি প্রশান্ত ব্যক্তিকে স্তব করেন না, দুষ্টকেও নিন্দা করেন না, এমন কি তিনি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মই দেখেন না।

কৃত্যং কিমপি নৈবাস্তি ন কাপি হৃদি রঞ্জনা।
যথা জীবনমেবেহ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ॥

অ, সং ১৮।৩।

জীবন্মুক্ত যোগীর পক্ষে প্রারব্ধক্ষয়জন্য জীবন ধারণ ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই এবং তাঁহার হৃদয়ে কোন অভিলাষও নাই।

কর্ত্তব্যতৈব সংসারো ন তাং পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥

অ, সং, ১৮।৫৭।

'আমার ইহা কর্ত্তব্য' এইরূপ যে সঙ্কল্প তাহারই নাম সংসার। উচ্চশ্রেণীস্থ সাধকেরা তাদৃশ সংকল্প করেন না।

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥

ম, ভা, মো, ধ, ৬৭।৭।

জীব কর্ম্ম প্রভাবে সংসার পাশে বদ্ধ এবং জ্ঞানপ্রভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত পারদর্শী যতিরা কদাচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না।

কর্ত্তব্যদুঃখমার্ত্তণ্ডজ্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ।
কুতঃ প্রশমপীয়ূষধারাসারমৃতে সুখম্॥ অ, সং, ১৮।৩।

কর্ত্তব্যকর্ম্মজনিত-দুঃখ-রূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের খরতর কিরণে যাঁহাদের অন্তঃকরণ দগ্ধপ্রায় * হইয়াছে, শান্তিরূপ অমৃতধারার বর্ষণ ব্যতিরেকে তাঁহারা কিরূপে সুখী হইতে পারেন?

---

* নিষ্কাম-ভাবে কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে যখন ভাগ্যবান্ সাধকের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি আর আপনার প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া থাকিতে সম্মত না হন, সেই সময় কর্ত্তব্যসম্পাদন-ব্যাপার তাঁহার পক্ষে অতীব ক্লেশকর হইয়া উঠে। যদিও কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে নিজ প্রাণসাথার দর্শন লাভ করেন, তথাপি তাহাতে তাঁহার হৃদয় কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, অধিকন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠা এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, কোন মতেই তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরচিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন না। যাহা হউক, এই অবস্থায় সাধকের প্রাণ মন যদিও কর্ত্তব্যসাধনের পথে কোন মতেই অগ্রসর হইতে না চায়, তথাপি তিনি হঠাৎ সেই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেও পারেন না; কারণ তাঁহার সতত এইরূপ শঙ্কা হইতে থাকে, যে, পাছে ঐরূপ করিলে পরম

ব্যাপারে খিদ্যতে যস্তু নিমেষোন্মেষয়োরপি।
তস্যালস্যধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ॥

অ, সং, ১৬।৪।

যে ব্যক্তি চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ অর্থাৎ নিমীলন ও উন্মীলন ব্যাপারেও খেদপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ. সাংসারিক কোন কার্য্যেই যাঁহার প্রবৃত্তি হয় না, সেই অলসশিরোমণি মহাত্মা যে অভূতপূর্ব্ব সুখ ভোগ করেন, অন্যে সে সুখের মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না।

চিত্তস্য হি প্রসাদেন হিত্বা কর্ম্ম শুভাশুভং।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমানন্দমশ্নুতে॥

ম, ভা, মো, ধ, ১৩। ৩০।

পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়। সুতরাং এই অবস্থায় সেই সরল প্রকৃতি সাধকের হৃদয় সময়ে সময়ে যারপরনাই শুষ্কভাব ধারণ করে; এবং তিনি মনে করেন যে তাঁহার নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দোষেই বুঝি এইরূপ ঘটিতেছে। যাহা হউক, এ অবস্থায় তিনি অনন্যোপায় হইয়া অনবরত কেবল আপনার শরণ্য দেবতার চরণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন এবং সর্ব্বদা এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে "হে দেব! হে অকিঞ্চনগুরো! আপনি আমার নেতা হউন। আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার জীবনে পূর্ণ হউক, যে পথে চলিলে, যে কার্য্য করিলে আমার নিজ আত্মার প্রকৃত মঙ্গল হইবে, হে দয়াময়! সেই পথেই আমাকে লইয়া চলুন" ইত্যাদি। ভক্তবৎসল পরমেশ্বরও ভক্তের এরূপ দুঃখ চিরদিন রাখেন না। তিনি অল্পকালমধ্যেই উপযুক্ত অবসরে আপনার প্রিয় ভক্তের হৃদয়ে সাধনের চরম তত্ত্ব সকল প্রচার করিয়া তাঁহাকে চিরদিনের মত কৃতার্থ করিয়া থাকেন। এই সময় হইতে সাধকের কর্ত্তব্য সকল ক্রমে ক্রমে ত্যাগ হইয়া আইসে, এবং তিনিও ক্রমে ব্রহ্মসংস্পর্শসুখে একেবারে মগ্ন হইতে থাকেন। যাহা হউক, এরূপ দেবদুর্লভ অবস্থা অতি অল্পসংখ্যক সাধকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

ভৃগু কহিলেন ভরদ্বাজ? শুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানবান সাধক আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ এবং চিত্তের প্রসন্নতা নিবন্ধন শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদয় পরিত্যাগ করেন; এবং পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া কেবল সুখ এবং আনন্দ উপভোগ করেন।

পঞ্চদশী কর্ত্তা শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর আনন্দ বর্ণন উপলক্ষে এইরূপ কহিয়াছেন—

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দোবিভাতি মে স্পষ্টম্॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষ্যেঽদ্য।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নম্॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তের্নৈকোপমা ভবেল্লোকে।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ॥

প, দ, ৭। ২৯১-২৯৪।

এক্ষণে ব্রহ্মানন্দ আমার সমক্ষে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, অতএব আমি ধন্য।

সাংসারিক দুঃখ সকল আর আমাকে স্পর্শ করে না, অতএব আমি ধন্য।
আমার অজ্ঞান-অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিয়াছে, অতএব আমি ধন্য।
লোকে আমার আর কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশিষ্ট নাই, অতএব আমি ধন্য।
প্রার্থনীয় বিষয় সকল এক্ষণে আমার সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আমি ধন্য।
আমার এ প্রীতির উপমা আর কোন লোকে নাই, অতএব আমি ধন্য।
আমাতে ধন্যবাদের আর পরিসীমা হয় না। *

---

* কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, কাব্য ও তর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সাধকের চিত্তের কতদূর বিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে, এবং ভোজনাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? তদ্বিষয়ে "পঞ্চদশী" কর্ত্তা এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

নিরাশো নির্ম্মমঃ শান্তঃ সর্ব্বভোগেষু নিস্পৃহঃ।
বিষ্ণৌ জগদিদং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুর্জ্জগতি বাসকৃৎ।
আত্মনাত্মানমাবেশ্য সর্ব্বতো বিরতো ভব॥

ক, পু, ৩।১৬।৪০।

তুমি আশা বিহীন, মমতা বিহীন, শান্ত এবং ভোগ বিষয়ে নিস্পৃহ হইবে। এই জগৎ বিষ্ণুতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিতেছে, এবং বিষ্ণু অর্থাৎ পরমেশ্বর এই জগতের প্রত্যেক স্থানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইরূপ

কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ।
বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্তা ধীস্তৈস্তত্ত্বস্মৃত্যসম্ভবাৎ॥
তত্ত্বস্মৃতেরবসরো নাস্ত্যন্যাভ্যাসশালিনঃ।
প্রত্যুতাভ্যাসঘাতিত্বাদ্বলাত্তত্ত্বমুপেক্ষ্যতে॥
অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্ত্তিতুম্।
শক্যতেঽত্যন্তবিক্ষেপাভাবাদাশু পুনঃ স্মৃতেঃ॥
তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রান্নানর্থঃ কিন্তু বিপর্য্যয়াৎ।
বিপর্য্যেতুং ন কালোঽস্তি ঝটিতি স্মরতঃ ক্বচিৎ॥

কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, কাব্য ও তর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে অন্তঃকরণের সম্যক্ বিক্ষেপ হয়, যে হেতু তত্তদ্বিষয়ে পরমাত্ম-তত্ত্ব-স্মরণের কোন সম্ভাবনা নাই। আর অন্য বিষয়ের অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে সাধকের পরমাত্ম-তত্ত্ব-স্মৃতির অবসরও থাকেনা; এবং কেবলই যে তাঁহাদের পরমাত্ম-তত্ত্বানুসন্ধানের অবসরাভাব হয় তাহা নহে, অধিকন্তু (সেই সকল বিষয়ে) বিরোধ ভাব থাকাপ্রযুক্ত বলপূর্ব্বক তাঁহাদের পরমাত্ম-তত্ত্বাভ্যাসে উপেক্ষা জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু ভোজনাদি কার্য্যে অত্যন্ত বিক্ষেপের অভাব ও সহসা পুনর্ব্বার তত্ত্বস্মরণের সম্ভাবনা হেতু পরমাত্ম-তত্ত্বানুসন্ধায়ীরা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয় না, (সুতরাং ভোজন পরিত্যাজ্য নহে)। আর একবারমাত্র তত্ত্ববিস্মরণে অনর্থ হয় না, কেবল বিপরীত জ্ঞানই অনর্থের মুল; ভোজনকালে তত্ত্ববিস্মরণ হইলেও ঝটিতি স্মরণ-প্রযুক্ত তাহাতে বিপরীত জ্ঞান হইতে পারে না। ইতি 'পঞ্চদশী' 'তৃপ্তিদীপ'।

জ্ঞান লাভ করিবে। এবং পরমেশ্বরে, চিত্ত সমাধান করিয়া সকল প্রকার বিষয় ব্যাপার হইতে বিরত হইবে।

ভগবান্ মহেশ্বর বলিয়াছেন—

মনো বাক্যং তথা কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে।
বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥

জ্ঞা, স, তন্ত্র।

মন বাক্য ও কর্ম্ম এই তিন যে জ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয়, স্বপ্নরহিত নিদ্রার ন্যায়, সেই স্থির জ্ঞানকেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কহা যায়।

সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাধক তুলসীদাস বলিয়াছেন ;—

যাঁহা কাম্ তাঁহা রাম নহি,
যাঁহা রাম্ তাঁহা নহি কাম্।
দোনো এক্ নাহি মিলে,
রবী রজনী এক ঠাম্॥ *

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যা-কার্য্য অন্ধকারের স্বরূপ, আর ভগবৎ-উপাসনা নির্গুণ প্রকাশ-স্বরূপ, সুতরাং কর্ম্ম ও ভক্তি রাত্রি দিবার ন্যায় পরস্পর পৃথক্।

চৈতন্যদেবের জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভক্তির উচ্ছ্বাস হইবার পর অধ্যাপনাদি কোন কর্ম্মই তিনি আর করিতে পারেন নাই। সর্ব্বদাই আপনার নেশার ঘোরে থাকিতেন; ছাত্রদিগকে পড়াইতে বসিলে কেবল মাত্র এক হরিনামেরই ব্যাখ্যা করিতেন।

---

* সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি খাজা হাফেজ তাঁহার প্রেমপূর্ণ গজলের মধ্যে এক স্থানে লিখিয়াছেন "ওহে তুমি সখার অন্বেষী বট ও সুরার পাত্র চাহিতেছ, আশা করিও না যে এই অবস্থায় অন্য কাজ করিতে পারিবে। হাফেজ! তুমি এই মহান্ উপদেশ গ্রাহ্য করিলে ধর্ম্মের রাজবর্ত্মে গমন করিতে পারিবে।"

সুপ্রসিদ্ধ খাজা হাফেজের প্রবচনাবলী "দেওয়ান হাফেজ" নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত শক্তি-উপাসক ছিলেন। তিনি বিষয় কার্য্য কিছুই দেখিতে পারিতেন না, দিবারজনী কেবল আপনার উপাসনার ভাবেই মগ্ন থাকিতেন।* দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহার একটী রচিত গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থপর্য্যটনে, কালীছাড়া কথা না শুনে শ্রবণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী এই সে মানে॥
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল, সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সে কূল, বল সে মূল হারাবে কেমনে॥
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী-দিনে, কালীনামামৃত-পীযূষ-পানে॥"

---

* মহারাজ রামকৃষ্ণ রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বিষয় কর্ম্মে রামকৃষ্ণের এপ্রকার ঔদাসীন্য যাহাতে না থাকে, রাণী ভবানী তজ্জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা পান। এমন কি, যখন তিনি দেখিলেন যে কিছু-তেই রামকৃষ্ণের মনকে ফিরাইতে পারিতেছেন না, তখন তিনি তাঁহার সহিত স্পষ্টতঃ বিবাদ করিতে পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হন। রাজা রামকৃষ্ণ যদিও (তন্ত্রমতানুসারে) বিশ্বাস করিতেন যে, মন্ত্রদাতা গুরু সুপ্রসন্ন না থাকিলে সাধনে নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তথাপি তিনি আপনার মনকে বহু চেষ্টা করিয়াও বিষয়কার্য্যের দিকে ফিরাইতে পারেন নাই। রাজা রামকৃষ্ণের সেই বিবাদ অবস্থায় রচিত একটী গীতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা,

"মন যদি মোর ভুলে।
বালীর শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে॥—* * *
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলাপ্রতি বলে,
আমার ইষ্ট (রাণী ভবানী) প্রতি দৃষ্টি থাটো, কি আছে কপালে॥"

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রাজা রামকৃষ্ণের সাধনের সঙ্গী ছিলেন, তাঁহা-কেই এখানে 'ভোলা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৈদ্যকুলতিলক কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও তিনি তাহাতে কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণনগরাধিপতির নিকট হইতে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া যদিও তিনি তাঁহার প্রতিদানস্বরূপে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর অনুবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি দেখা যায় যে, যখন তিনি ভূ-কৈলাসস্থ জমিদার দেওয়ান গোলোকচন্দ্র ঘোষালের নিকটে চাকরী স্বীকার করিয়া তদীয় ভবনে মোহরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন যে সমস্ত খাতায় তিনি মহাজনী হিসাবাদি লিখিতেন, তাহারই প্রত্যেক পৃষ্ঠার অবশিষ্ট স্থান অসংখ্য দুর্গা ও কালী নাম এবং ভক্তিরসপরিপূরিত সঙ্গীতে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন।

যাহা হউক, উচ্চশ্রেণীস্থ সাধকগণের কার্য্য করিবার শক্তি ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে শুনিয়া অসময়ে যেন কেহ কদাচ কর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন; কারণ তাহা হইলে বলপূর্ব্বক সাধনক্ষেত্রের বাহিরে যাওয়া হইবেক। সুতরাং তাহাতে তাঁহার মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক। সাধক যখন দেখিবেন যে চেষ্টা করিয়াও মনকে কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় না, আপনি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও মন অনন্তের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, এবং সময়ে সময়ে ব্রহ্মচিন্তনরূপ গাঢ় অন্যমনস্কতা আসিয়া কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদ করে; (অর্থাৎ যখন তিনি দেখিবেন যে অবিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দ পান করিবার পিপাসা তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক টানিতেছে), এবং পশ্চাদুল্লিখিতরূপ অবস্থা সকল তাঁহার লাভ হইয়া আসিয়াছে, তখনই তিনি জানিবেন যে কর্ম্মত্যাগের সময় তাঁহার উপস্থিত। অবশিষ্ট জীবন কেবল অবিশ্রান্ত উপাসনায় কাটাইবার অধিকার তাঁহার জন্মিয়াছে। যথা ;—

যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥

ভা, ১১।২০।১৯।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যখন আবশ্যক কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখবোধের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও তাহার ফলেতে বিরক্তি হয়, তখন ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে অচলরূপে ধারণ করিবেক।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

তত্রস্থো বিগতাশঙ্কো জীবোঽজীবত্বমাগতঃ।
ব্যবহারমিমং সর্ব্বং মা করোতু করোতু বা॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হইয়া শঙ্কাত্যাগে জীব অজীবত্ব অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইলে, এই সকল ব্যবহার কর্ম্ম করুন কিংবা না করুন তাহাতে ক্ষতি নাই।

ভগবান্ শিব কহিয়াছেন—

আত্মানমাত্মনা পশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি।
তদা কর্ম্মপরিত্যাগে ন দোষোঽস্তি মতং মম॥

শি, সং ২।৫৩।

সাধক যখন নিজ আত্মা দ্বারা অণুক্ষণ পরমাত্মাকে দর্শন করেন, এবং যখন তিনি একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত এই জগতের অন্য কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন (অর্থাৎ যখন সাধকের হৃদয় ব্রহ্মভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে) তখন তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগে কিছুমাত্র দোষ হয় না।

কর্ম্মত্যাগের প্রকৃত অধিকার যাঁহাদের জন্মে নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করত নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই পরম শ্রেয়স্কর।* তদ্দ্বারাই তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করত

---

* যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনম্।
ঈশার্পিতেন মনসা যজেন্নিষ্কামকর্ম্মণা॥

যো, বো।

মোক্ষের সাধন যে নিরঞ্জনজ্ঞান তাহাতে যাঁহার রুচি না হয়, তিনি পরমেশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন—

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥

ভা, ১১।১১।২২।

নিঃসন্দেহ কর্ম্মত্যাগীদিগের শ্রেষ্ঠ পদবীতে গমন করিতে সক্ষম হইবেন। নচেৎ অসময়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সাধকের সকল দিক্ই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং পরমেশ্বরের ধ্যানচ্ছলে যাহারা হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া মনেতে বিষয় ভাবনা করে, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে কপটাচারী * ও ভ্রষ্ট কহেন। এতদ্ব্যতীত সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে প্রকৃতিজাত রাগদ্বেষাদিকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তাহারা কর্ম্ম না করিয়া কদাচ থাকিতে পারে না। যথা, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

নহি কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বৈঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

গী, ৩।৫।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্।
স্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসংকুলে॥

ম, নি, তন্ত্র ৮।২৮৪।

বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা॥

ম, নি, তন্ত্র ১৪।১০৪।

বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় অনেকেই উচ্চশ্রেণীস্থ সাধকের কর্ম্ম ত্যাগ সম্বন্ধে বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, যে ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, যে

যদি ব্রহ্মে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ হইয়া (অর্থাৎ ফলাদি কামনা না করিয়া) আমাতে সমুদায় কর্ম্ম কর।

* কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

গী, ৩।৬।

ব্যক্তি সমাজের কোন কার্য্য না করিবে, সমাজ তাহাকে খাইতে পরিতে দিবে কেন? এবং সে ব্যক্তিরই বা সমাজের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার কারণ কি? কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, উচ্চশ্রেণীস্থ সাধকগণের সমাজের নিকট হইতে প্রাণধারণোপযোগী বস্তু সকল গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। * কারণ তাঁহারা বিশ্বপতির প্রেমে আকর্ষিত হইয়া সরল অন্তঃকরণে তাঁহার চরণে প্রাণ মন সমস্ত সমর্পণ করিয়া যদি সমাজের নিকট হইতে সামান্যরূপে জীবন ধারণের উপযোগী বস্তু সকলের সাহায্য প্রাপ্ত হইবার অধিকারী না হন, তাহা হইলে সামাজিক মনুষ্যগণ গো, মহিষ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি স্বাধীন বনচারী জীবগণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে নানাবিধ কার্য্য কারাইয়া লইবার অধিকারী কিসে?

ইহাঁদিগের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, জীবের আরাধ্য পরমেশ্বর যখন

---

* যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পকান্নস্বামিনাবুভৌ।
তয়োরন্নমদত্ত্বা তু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥

ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় ১৬ শ্লোকের টীকায়
শ্রীধরস্বামীধৃত পরাশরের বচন।

যতি আর ব্রহ্মচারী ইঁহারা উভয়ে পক্কান্নের স্বামী (অর্থাৎ অন্ন প্রস্তুত হইলেই সর্ব্বপ্রথম তাহাতে যতিও ব্রহ্মচারীর অধিকার)। যদ্যপি কোন গৃহস্থ ইঁহাদিগকে অগ্রে না দিয়া আপনি আহার করে, তাহা হইলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।

যতি হস্তে জলং দদ্যাদ্ভৈক্ষং দদ্যাৎ পুনর্জ্জলম্।
তদ্ভৈক্ষং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্॥

পরাশর সংহিতা, ১। ৪৬।

যিনি যতি হস্তে জল দান পূর্ব্বক ভিক্ষাদ্রব্য (অর্থাৎ আহারীয় বস্তু) অর্পণ করেন, এবং পুনর্ব্বার জল প্রদান করেন, তিনি সুমেরু পর্ব্বত তুল্য অধিক আহারীয় দানের এবং সাগর তুল্য অধিক জল দানের ফল প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে যতি ও ব্রহ্মচারীদিগের উপরোক্ত অধিকারের কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য অলস ও নিষ্কর্ম্ম হইয়া থাকেন না, তখন এরূপ পরমেশ্বরের উপাসক কিরূপে জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন ? বস্তুতঃ একথাও তাঁহাদের খাটেনা। কারণ জীবের আরাধ্য জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের সহিত এবিষয়ে জীবের সাদৃশ্য সম্ভবেনা। পরমেশ্বর এক সময়ের মধ্যেই জগতের এবং জগৎ ব্যতিরিক্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক স্থানেই সমভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন ; তিনি এক সময়ের মধ্যে সক্রিয় রূপে প্রত্যেক জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করিতে, অথচ নিষ্ক্রিয় রূপে আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিত থাকিতে সক্ষম হন। তিনি এক সময়ে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয়ই। কিন্তু জীবের সে শক্তি বা সে অধিকার কোথায় ? জীব যেরূপ এক সময়ে এক স্থান ব্যতীত দুই স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ এক সময়ে এক কার্য্য ব্যতীত দুই বা ততোধিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেও সে অক্ষম। সুতরাং যদিও সাধক প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা মিশাইয়া দিয়া, আপনার "আমিত্ব" বা "অহংভাব" ভুলিয়া গিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং কার্য্য করিতে করিতে অবসর পাইলেই প্রভুর স্মরণ মননে নিযুক্ত থাকেন ; তথাচ তাঁহাকে এই ভাবে সংসারের অসংখ্য কর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সম্পাদন করিতে হইলে, অল্পদিনের মধ্যেই হয় তিনি বাধ্য হইয়া কর্ম্ম সমূহ পরিত্যাগ করিবেন ; না হয় রামপ্রসাদের ন্যায় কর্ম্ম সমূহে বিবিধ প্রকার বিশৃঙ্খলতা বাধাইয়া বসিবেন। অথবা অন্যপক্ষে দেখিবেন যে কিছু সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রেমের প্রস্রবন ক্রমে শুখাইয়া অসিয়াছে, তাঁহার নিঃস্বার্থ আত্ম সমর্পণের ভিতর হইতে আবার সর্ব্বনাশ সূচক "আমি" "আমার" ভাব বাহির হইয়াছে, এবং ক্রমে তিনি ঈশ্বর সহবাস হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। কারণ যখন তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবেন, তখন ঈশ্বর মনন বিষয়ে অনেক সময় অন্যমনস্ক থাকা প্রযুক্ত প্রথমতঃ তাঁহার উপাসনার গভীরতা অনেক কমিয়া যাইবে ; দ্বিতীয়তঃ উপাসনা কালেও অনেক সময় সেই সমস্ত কর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা মনের মধ্যে স্বতঃ উদয় হওতঃ তাঁহার চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইয়া দিবে ; এমন কি ক্রমে তিনি দেখিবেন যে তাঁহার উপাসনার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া আসিবে, এবং তিনি ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মজীবনে মৃত তুল্য হইবেন।

তৃতীয়তঃ, কর্ম্মসাধন পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়া যাঁহারা অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরস-পানে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদিগকে ইঁহারা (Abnormal) অর্থাৎ অস্বাভাবিক দোষে দোষী বলেন। কিন্তু বাস্তবিক এ বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, আমাদিগের আত্মার শেষ পুরস্কার কি? আত্মার যে অনন্ত কাল ব্যাপিয়া উন্নতি হইবে সে উন্নতি কি রূপ? অনন্ত উন্নতির পথে অনন্তদেবের চির সহবাস লাভ করা, অনন্তকাল ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে তাঁহার প্রীতিসুধা পান করা, অনিমেষে অনন্তকাল তাঁহার গম্ভীর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করা, এবং নিশ্চিন্ত-নির্ভয় হৃদয়ে অনন্তকাল তাঁহার জয় উচ্চারণ করাই কি আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার নহে? সুতরাং ইহাই যদি আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার হইল, তবে এ জগতে থাকিয়াই বা তাহা আমরা লাভ করিব না কেন? বরং যত শীঘ্র তাহা লাভ হয় ততই আমাদের মঙ্গল, ততই আমরা ধন্য ‡। সুতরাং আত্মার যে দেবভাব (দেবোপম অবস্থা) পরলোকে হইবে মনে করিয়া আমরা অনেক সময় কল্পনা করিয়া থাকি, এ জগতে থাকিয়াই যদি কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ (আত্মার) সেই দেবদুর্লভ অবস্থা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে কি সেটী তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক? বরং দেখা যাইতেছে যে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে যোগ (ঐক্যভাব) সেই যোগভাবটীই আমাদের আত্মার একমাত্র স্বাভাবিক অবস্থা। সুতরাং এই জগতে থাকিয়াই যদি আত্মা তাহার স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে, তবে তাহাতে অস্বাভাবিক কথা কখনই প্রয়োগ হইতে পারে না।

---

‡ He is the happy man, whose life even now,
Shows somewhat of that happier life to come.
Cowper's "winter walk at Noon."

অবিবাহিত জীবন, বা ঊর্দ্ধরেতা আশ্রম।

অন্ধ পঙ্গু উন্মত্ত ও রুগ্ন প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অন্য সকলেরই উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হওয়া উচিত। সামর্থ্য সত্বে বিবাহ দ্বারা ঈশ্বরের প্রজা সৃষ্টি না করিলে পরম পিতার আদেশ অমান্য করা হয়। সুতরাং কোন মহৎকারণ ব্যতিরেকে কদাচ কেহ বিবাহ হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। তবে সকল প্রকার সামর্থ্য সত্বেও যে ভাগ্যবান্ যুবা পার্থিব বিবাহের পূর্ব্বেই প্রেমাধার পরমেশ্বরের সহিত সুদৃঢ় প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়েন, তিনি যদ্যপি আর তুচ্ছ পার্থিব প্রণয়ে আপনাকে বদ্ধ না করিয়া চিরজীবন অবিবাহিত থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহার তাহাতে কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই। এ বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ যে প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন প্রকার অধিকারস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ভিন্নপ্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা এক স্থানে বলিয়াছেন, বিবাহ না করিলে পিতৃপুরুষদিগের অধঃপতন এবং আপনার নরকদর্শন অপরিহার্য্য; কিন্তু অপর স্থানে তাঁহারাই আবার ঊর্দ্ধরেতোগণকে সর্ব্বোপরিস্থ আসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের যতদূর সম্মাননা বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ যাঁহারা কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে আপনাদিগকে সন্তানোৎপাদনরূপ ঐশ্বরিক কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার জন্য চেষ্টা পান, মহামান্য শাস্ত্রকারগণ কেবল মাত্র তাঁহাদিগকেই নরকাদির ভয় দেখাইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট করিবার জন্য সম্যক্ যত্ন পাইয়াছেন। নতুবা যাঁহারা সকল প্রকার পার্থিব বন্ধন হইতে আপনাদিগের আত্মাকে মুক্ত করিয়া মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের চিরসাহচর্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, এবং সেই ঈশ্বরপ্রেমের প্রলোভনে পড়িয়া যাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা আশ্রম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগকে নরকের ভয় দেখাইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রেরণ করিতে তাঁহারা চেষ্টা পান নাই। *

---

* যথা মনু বলিয়াছেন—

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥ মনু ৫।১৫৯।

মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ ঊর্দ্ধরেতোগণকে নরকের ভয় দেখান দূরে থাকুক, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর সহিত সমশ্রেণীভুক্তরূপে গণনা না করিয়া মর্ত্ত্যলোকবাসী দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্র ক্ষচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

জ্ঞা, স, তন্ত্র।

তপস্যাকে তপস্যা বলি না, ব্রহ্মচর্য্যই উত্তম তপস্যা। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধরেতা হন তিনি দেবতা; মর্ত্ত্যলোকবাসী হইয়া ও তিনি মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। *

সহস্র সহস্র অবিবাহিত ব্রহ্মচারী সন্তান উৎপাদন না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অবিবাহিত বা কুমার ব্রহ্মচারী ব্যতীত, অন্য গৃহস্থ ব্যক্তিও সত্যবাদী এবং জ্ঞাননিষ্ট হইলে, এবং ঋতুকাল ব্যতীত সময়ে স্ত্রীগমন না করিলে, ব্রহ্মচারীরূপে গণ্য হইতে পারেন। যথা, "ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ।" ম, ভা; মো, ধ, ৪৮। ১১।

এই জন্যই মনু এখানে কুমার ব্রহ্মচারী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যাহাহউক, সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী শব্দে অবিবাহিত ব্যক্তিকেই বুঝায়।

* ভগবান্ মহেশ্বর এক স্থানে মোক্ষধর্ম্মাভিলাষী ঊর্দ্ধরেতোগণকে মর্ত্ত্যলোকবাসী দেবতারূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাদের যতদূর প্রশংসা করিতে হয় তাহা করিয়াছেন; কিন্তু অন্যত্র তিনিই আবার দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তি দিগকে শাস্ত্রীয় গুরু শাসন দ্বারা বিবাহ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। যথা

"বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্।
পরস্ত্রীগামিণাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ম, নি, তন্ত্র, ৮। ১৭৮।

শাস্ত্রের মধ্যে এরূপ পরস্পর বিরোধজনক উক্তি অনেক আছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই। শাস্ত্রকারগণ যাহার যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ ভক্তি, তাহাকে সেইরূপই উপদেশ দিয়াছেন। যথা, ভগবান্ শিব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন "অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ।" ইত্যাদি।

সৃষ্টির প্রথমাবস্থায়, মরীচি অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক যে চারিজন ঊর্দ্ধরেতা মুনি জন্মগ্রহণ করেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে সাধারণ মানবসৃষ্টির মধ্যে গণনা না করিয়া নরদেহধারী দেবতারূপে তাঁহাদিগের একটী স্বতন্ত্র সর্গ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা

বৈকৃতাস্ত্রয়এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তম।
বৈকারিকস্তু যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ॥

ভা, ৩।১০।২৬।

মৈত্রেয় কহিলেন, বিদুর! আমি তোমাকে যে বৈকৃত সৃষ্টির কথা কহিয়াছিলাম, পূর্ব্বোক্ত—স্থাবর তির্য্যক্ ও মনুষ্য—এই তিনপ্রকার সৃষ্টি এবং দেবসৃষ্টি সেই বৈকৃত সৃষ্টি। কৌমারসৃষ্টি উভয়াত্মক; অর্থাৎ তাঁহারা দেবতাও বটেন, মনুষ্যও বটেন। যথা, শ্রীধরস্বামী লিখেন—"সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ দেবত্বেন মনুষ্যত্বেন চ সৃজ্য ইত্যর্থঃ।"

মহাভরতের মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে দেখিতে পওয়া যায় যে, যখন মহাত্মা শুকদেব রাজর্ষি জনকের নিকট গমন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ? এবং জ্ঞান ও তপস্যা এই দুইটীর মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হওয়া যায়? তখন জনক কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণগণের জন্মাবধি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, অসূয়াপরিত্যাগ, গুরুর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা দেবঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করা ব্রাহ্মণগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা প্রথমতঃ গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগত হইবেন। তৎপরে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অসূয়াবিহীন, আহিতাগ্নি ও স্বদারনিরত হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন। তদনন্তর বনবাসী হইয়া শাস্ত্রানুসারে প্রতিনিয়ত অতিথিদিগের সৎকার ও হোমকার্য্যে নিরত থাকিবেন, এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিষয়রাগবিহীন ও সুখদুঃখপরিবর্জ্জিত হইয়া জীবাত্মাতে অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন।

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ যদি ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বেই হৃদয়ে মোক্ষ-ধর্ম্মের মূল সনাতন জ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে বাস করা কর্ত্তব্য? জনক কহিলেন—

অনুচ্ছেদায় লোকানামনুচ্ছেদায় কর্ম্মণাম্।
পূর্ব্বৈরাচরিতো ধর্ম্মশ্চাতুরাশ্রম্যসঙ্কটঃ॥
অনেন ক্রমযোগেন বহুজাতিষু কর্ম্মণাম্।
হিত্বা শুভাশুভং কর্ম্ম মোক্ষো নামেহ লভ্যতে॥
ভাবিতৈঃ কারণৈশ্চায়ং বহুসংসারযোনিষু।
আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে॥
তমাসাদ্য তু যুক্তস্য দৃষ্টার্থস্য বিপশ্চিতঃ।
ত্রিষাশ্রমেষু কো ম্বর্থো ভবেৎ পরমভীপ্সিতঃ॥

ম, ভা, মো, ধ, ১৬২।২৪—২৭।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ লোক সমুদায়ের ধর্ম্মশিক্ষা ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুচ্ছেদের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য সেই নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বহু জন্মের পর কর্ম্মের শুভাশুভ ফল পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি বহু জন্মের সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুদায় বশীভূত ও বুদ্ধিকে পরিশোধিত করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে মোক্ষলাভ করিতে পারিলে গার্হস্থ্যাদি আশ্রমগ্রহণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।*

---

* মহাত্মা কপিল ও স্যুমরশ্মিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

অপবর্গেঽথ সন্ন্যাসে বুদ্ধৌ চ কৃত নিশ্চয়াঃ।
ব্রহ্মিষ্ঠা ব্রহ্মভূতাশ্চ ব্রহ্মণ্যেব কৃতালয়াঃ॥
বিশোকা নষ্ট রজস স্তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ।
তেষাং গতিং পরাং প্রাপ্য গার্হস্থ্যে কিং প্রয়োজনং॥

ম, ভা, মোঃ ধঃ—৯৪। ৩—৪।

রাজর্ষি জনককে ঋষভদেবের পুত্র শ্রীকরভাজন বলিয়াছিলেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতোমুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যম্॥

ভা, ১১। ৫। ৩৭।

হে রাজন্। যে ব্যক্তি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত পরম শরণীয় মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের শরণাগত হন, এবং তাঁহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি দেবতা, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব (অর্থাৎ পোষ্যবর্গ), মনুষ্য ও পিতৃগণের মধ্যে কাহারও কিঙ্কর বা ঋণী নহেন।

দেবর্ষি নারদও শুকদেবকে অকৃতদার থাকিবার জন্য নানাবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা,

অলং পরিগ্রহেণেহ দোষবান্ হি পরিগ্রহঃ।
কৃমির্হি কোষকারঃ স বধ্যতে স্ব পরিগ্রহাৎ॥
পরিগ্রহং পরিত্যজ্য ভব তাত জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অশোকং স্থানমাতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাভয়ম্॥

ম, ভা,মো, ধ, ১৬৭। ২৯ এবং ২০ শ্লোক।

পরিগ্রহ বিবিধ দোষের আকর, অতএব পরিগ্রহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কোষকার কীট যেরূপ স্বীয় মুখলালা পরিগ্রহ করিয়াই বদ্ধ হইয়া থাকে, মনুষ্যগণও তদ্রূপ পরিগ্রহ দ্বারা বদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হও। যাঁহাকে আশ্রয় করিলে কি ইহলোক কি পরলোক কোন লোকেই শোক বা ভয়ের লেশমাত্র থাকে না, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। নারদ আরও বলিয়াছিলেন—

দ্বন্দ্বারামেষু ভূতেষু য একো রমতে মুনিঃ।
বিদ্ধি প্রজ্ঞানতৃপ্তং তং জ্ঞানতৃপ্তো ন শোচতি॥

ম, ভা, মো, ধ, ১৬৭। ২৪।

যিনি আপনার চতুর্দ্দিকে দাম্পত্যসুখপরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানতৃপ্ত। তাঁহাকে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না।*

শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মণিরত্নমালা-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

কিমত্র হেয়ং?—কনকঞ্চ কান্তা।

মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগের যোগ্য?—ধন ও স্ত্রী।

কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি?—নারী।

জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন কি?—স্ত্রী।

ত্যাজ্যং সুখং কিং?—রমণীপ্রসঙ্গঃ।

কোন্ সুখ সম্যক্‌রূপ পরিত্যাগের যোগ্য—স্ত্রীসম্ভোগ।

দ্বারং কিমাহো নরকস্য?—নারী।

নরকের দ্বার কি?—নারী।

সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা?—স্ত্রী।

সুরার ন্যায় মনুষ্যকে কে উন্মত্ত করে?—স্ত্রী।

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কো বা?—
নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ।

এই জগতে বিজ্ঞ হইতেও মহাবিজ্ঞতম কে?—যাঁহাকে পিশাচীরূপিণী নারী বঞ্চনা করিতে পারে নাই। †

---

* কপিলদেবও স্যূমরশ্মিকে ঠিক্ এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা,—

দ্বন্দ্বারামেষু সর্ব্বেষু য একো রমতে বুধঃ।
পরেষামনুপধ্যায়ং স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

ম, ভা, মো, ধঃ ৯৪। ৩০।—

যিনি আপনার চতুর্দ্দিকে দম্পতীদিগকে পরস্পর অনুরক্ত দর্শন করিয়াও আপনি ঈর্ষাশূন্য হৃদয়ে একাকী বিহার করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।—

† এস্থলে স্ত্রীদিগকে যেরূপ পুরুষদিগের সাধনের অন্তরায় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, পুরুষদিগকেও পক্ষান্তরে স্ত্রীদিগের সাধন সম্বন্ধে তদ্রূপ জানিতে

মহর্ষি কপিল তাঁহার জননী দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন—

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য॥
যোপযাতিশনৈর্মায়া যোষিদ্দেব বিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥

ভা, ৩।৩১।৩৮-৩৯।

যে ব্যক্তি যোগের পরম পারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই প্রমদার সাহচর্য্য করিবেন না; কারন, ব্রহ্মসিদ্ধ যোগীরা কহিয়া থাকেন, যিনি আমার (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) সেবা দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নারী তাঁহার পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ। দেবনির্ম্মিত প্রমদারূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি দ্বারা অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে; কিন্তু জ্ঞানী তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় তাহাকে আপনার মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিবেন। *

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন—

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

ভা, ১১।১৪।২৯-৩০।

হইবে। কারণ শাস্ত্রকারগণের, স্ত্রীদিগের প্রতি এরূপ কটাক্ষপাতের উদ্দেশ্য, আর কিছুই নয়, কেবল স্ত্রী ও পুরুষ ইহাঁদিগের পরস্পরের নৈকট্য দ্বারা যে অনেক সময় তাঁহাদের উভয়েরই মনের মধ্যে চঞ্চলতা এবং আসক্তি জন্মে, এবং তজ্জনিত তাঁহাদের উভয়েরই যে সাধনের বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এইটি সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া মাত্র। নতুবা তাঁহারা যে পুরুষদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্ত্রীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহা নহে; কারণ তাহা হইলে তাঁহারা স্ত্রীকে গৃহের শ্রী, পুরুষের সহধর্ম্মিনী এবং শরীরের অর্দ্ধাংশ রূপে কখনই বর্ণনা করিতেন না। অধিক কি তন্ত্রশাস্ত্রে স্ত্রীলোক মাত্রকেই দেবীরূপে দেখিবার উপদেশ আছে।

আত্মাবান্ ধীর ব্যক্তি স্ত্রীগণের এবং স্ত্রীসঙ্গী-ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া ভয়শূন্য দেশে একাকী অবস্থিত থাকিয়া আলস্য পরিত্যাগ করত সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা করিবেন। কারণ, স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সাহচর্য্যে তাঁহার যেরূপ ক্লেশ এবং বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

তুলসীদাস বিবাহ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—

বেহা বেহা সব্ কোই কহে,
মেরা মন্‌মে এহি ভায়ে।
চড়্‌খাটোলি ধো ধো লগ্‌ড়া,
জেহেল্ পর লে যাওয়ে॥

সকলেই হর্ষে বিবাহ বিবাহ বলে, কিন্তু যখন পাত্রকে চৌপালায় চাপাইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে লইয়া যায়, তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হয়, যেন এই ব্যক্তিকে আজন্ম আবদ্ধ করিবার জন্য প্রথম কারাগারে লইয়া যাইতেছে।

চৈতন্যদেবও তপনমিশ্রের পুত্র ভট্ট রঘুনাথ প্রভৃতি তাঁহার অবিবাহিত যুবা শিষ্যগণকে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। * যথা—

---

* ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে বিবাহসম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন; যথা,

The disciples of Christ say unto him. If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.

But he said unto them. All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.

For, there are some eunuchs which were so born from their mother's womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake.

He that is able to receive it let him receive it.

HOLY BIBLE. ST. MATTHEW, XIX. 10, 11, 12,

অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিলা।
প্রেমে গরগর ভট্ট, কান্দিতে লাগিলা॥

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্তলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ।

যাহা হউক, এই ঊর্দ্ধরেতা আশ্রম সকলের পক্ষে গ্রহণীয় নহে। যাঁহার এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে "জীবন যায় যাইবে তথাপি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া কখনই ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন করিব না; জীবিত থাকিতে কখনই জিতেন্দ্রিয়তাবৃত্তি পরিত্যাগ করিব না;" তাঁহারই এই আশ্রম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এবং এই জিতেন্দ্রিয়তাবৃত্তিও সহজে লাভ করা যায় না। ব্রহ্মগতপ্রাণ না হইলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। *

সেণ্ট পল বলিয়াছিলেন—

I say therefore to the uumarried and widows. It is good for them if they abide even as I.

But if they cannot contain, let them marry; for it is better to marry than to burn.

Nevertheless he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will; and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin doeth well.

So then he that giveth her in marriage doeth well; but he that giveth her not in marriage doeth better.

HOLY BIBLE I. CORINTHIANS, VII. 8, 9, 37, 38.

* ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অন্য কোন লক্ষণ বা কার্য্য বর্ত্তমান না থাকিলেও যে সকল ব্যক্তি চেষ্টা ও যত্নদ্বারা কেবল মাত্র অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ

জিতেন্দ্রিয়তার দৃষ্টান্তস্বরূপে শুকদেব এবং চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সমকালীন বৈষ্ণব যবন হরিদাসের বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে! অজিতে-

---

করিতে সক্ষম হন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে প্রকৃত ব্রহ্মচারীরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যথা;—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তি রেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্ট লক্ষণম্॥

দক্ষ, ৭। ৩২—৩৩।

রস পূর্ব্বক রমণীর স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গুহ্য কথন, মনে মনে সঙ্কল্প, উদ্যোগ এবং ক্রিয়া নিষ্পত্তি. এই আটটীকেই পণ্ডিতেরা মৈথুনের অষ্ট অঙ্গ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিপরীত অর্থাৎ উহা বর্জ্জন করাই ব্রহ্মচর্য্য, সুতরাং উহাও অষ্টাঙ্গ বা অষ্ট লক্ষণযুক্ত। (যথা—ভীষ্ম, রাজকার্য্য ও যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে নিযুক্ত থাকিয়াও ব্রহ্মচারীশ্রেষ্ঠ রূপে সর্ব্বত্র উল্লিখিত হইয়াছেন।)

যিনি এই ব্রহ্মচর্য্য বৃত্তি সম্যক্‌রূপে পালন করেন, শাস্ত্র অনুসারে তাঁহার ব্রহ্মলোক বা মোক্ষ প্রাপ্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। যিনি মধ্যম রূপে পালন করেন তিনি দেবলোক বা সত্যলোক লাভ করেন। এবং যিনি নিকৃষ্টরূপে এই বৃত্তি পালন করেন, তিনি বিদ্বাবান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। যথা;—মহাভারত-মোক্ষধর্ম্ম ৪১ অধ্যায় ১০ শ্লোক।

সম্যগ্‌বৃত্তি ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নুয়ান্মধ্যমঃ সুরান্।
দ্বিজাগ্রো জায়তে বিদ্বান্ কন্যসীং বৃত্তিমাস্থিতঃ॥

ব্রহ্মচর্য্যকে শাস্ত্রে কেবল শারীরিক তপস্যা রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

ব্রহ্মচর্য্য মহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।
বাঙ্‌মনো নিয়মঃ সমঙ্ মানসং তপ উচ্যতে॥

ম, ভা, মো, ধ, ৪৪। ১৮।

ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্যা; এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ন্দ্রিয় ব্যক্তি এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার নিশ্চয়ই সকল দিক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ব্যাসনন্দন শুকদেব তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থে তদীয় পিতৃশিষ্য মহারাজ জনক-পরিপালিত বিদেহনগরীতে উপনীত হন। অনন্তর তিনি পুরপ্রবেশকালে মহারাজকে সংবাদ প্রদান করিতে কহিলে, দ্বারপাল মহারাজের নিকট গমন-পূর্ব্বক কহিল, হে রাজন্, ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। অনন্তর মহারাজ জনক শুকদেবের জ্ঞানপরীক্ষার্থ অবজ্ঞা প্রদর্শন-পূর্ব্বক "থাকুক" এইমাত্র বলিয়া সাত দিন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শুকদেব উন্মনা হইয়া সেই স্থানে সাত দিন অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর মহারাজ জনক তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। এবং 'অন্তপুরে রাজা দৃশ্য হন না,' এই বার্ত্তা প্রচার করাইয়া স্বয়ং তথায় আরও সাতদিন অদৃশ্যভাবে থাকিলেন। তখন অন্তঃপুরমধ্যে বিবিধবিলাসশালিনী রূপলাবণ্য-বতী মদোন্মত্তা কামিনীগণ নানাপ্রকার ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা শুক-দেবের লালন পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেরূপ মৃদু সমীরণ দ্বারা বদ্ধ মূল অচল সঞ্চালিত হয় না, তদ্রূপ সেই সমস্ত ভোগসুখাদি দ্বারা অথবা সপ্তাহ দ্বারে স্থিতির জন্য অপমান দ্বারা মহাযোগী শুকদেবের মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তৎকালে তিনি কেবল আত্মনিষ্ঠ সুখকে অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্রসদৃশ প্রসন্নবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।* তদনন্তর মহারাজ জনক এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা সেই প্রমুদিতাত্মা শুকদেবের স্বভাব স্বর্ব্বতোভাবে বিদিত হইয়া তাঁহাকে স্বসমীপে আনয়নপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।

হরিদাস একজন চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালীন বৈষ্ণব। ইনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু ইঁহাকে দেখিলে আর বোধ হইত না যে ইনি কোন কালে মুসলমান ছিলেন। শান্তিপুরের নিকট বেনাপোলের বন মধ্যে একটী কুটীরে বসিয়া ইনি প্রায়ই তপস্যা করিতেন। কখনও বা হরি

* তে ভোগাস্তানি দুঃখানি ব্যাসপুত্রস্য তন্মনঃ।
নাজহ্রুর্মন্দপবনা বদ্ধপীঠমিবাচলম্॥
কেবলং সুখমাত্মস্থং মৌনী মুদিতমানসঃ।
সংপূর্ণ ইব শীতাংশুরতিষ্ঠদমলঃ শুকঃ॥

নামরসে মত্ত হইয়া ঐ স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণও করিতেন। হরিদাসের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়া রামচন্দ্র খাঁ নামক নিকটস্থ কোন জমিদার তাঁহার ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিবার মানসে এক বেশ্যাকে কুমন্ত্রণা দিয়া নিকটে পাঠাইয়া দেয়। হরিদাস আপনাকে হরিনামের বিস্তীর্ণ ঘন জালে দিবারাত্র একবারে এমন করিয়া ঘেরিয়া রাখিতেন যে, তাহার মধ্যে একটুমাত্র ছিদ্র থাকিত কি না সন্দেহ। বেশ্যা হরিদাসের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য দুই তিন দিন পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে সে আপনি হরিদাসের হরিনামের জালে বাঁধা পড়িল। এই ঘটনাটী চৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।*

---

* সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণববিদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান॥
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তোমা সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নাশ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি॥
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয় বারেতে পাইক যাইবে তোমার॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া
হরিদাসের বাসা গেল উল্লাসিত হইয়া॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥

অঙ্গ উখাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে॥
ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নামকীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হইলে করিব যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা॥
আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিল বচনে।
অবশ্য তাহার সঙ্গ হইবে সঙ্গমে॥
আর দিন রাত্রি হইল বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল॥
কালি দুঃখ পাইলে অপরাধ না লবে আমার।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নামসংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
রাত্রি শেষ হৈলে বেশ্যা উষি মিষি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥
কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে॥

আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল ॥
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঞি আইল ॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হইল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে ঠাকুর-চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥
বেশ্যা হয়ে মুঞি পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি কর গো অধমের নিস্তার ॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি ॥
সেই দিন যাইতাম্ এ স্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি ॥

ঊর্দ্ধরেতা-নামক আশ্রমী ব্যক্তি যদি দৈবাৎ স্খলিতপদ হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার রীতিমত অনুতাপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। যদি অনুতাপ যথার্থ হয়, তাহা হইলে আর পূর্ব্ব দোষ থাকে না।*

তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মনেরে দিল॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবনকরে চর্ব্বন উপবাস।
ইন্দ্রিয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্তলীলা, ৩ পরিচ্ছেদ।

* মহাত্মা মনু তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥ ১১।২৩১।

পাপ করিয়া যদি অনুতাপ করে, এবং পাপ আর করিব না এতাদৃশ সংকল্প যদি তাহার থাকে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়।

যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম্ম গর্হতি।
তথা তথা শরীরং তত্তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে॥ মনু ১১।২৩০।

যে পরিমাণে দুষ্কৃতকারীর মন পাপকর্ম্মকে ঘৃণা করে সেই পরিমাণে মনুষ্য দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হয়। ইহা অনুতাপেরই প্রশংসা।

পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাভ্রেণেব চন্দ্রমাঃ॥ ম, ভা, বনপর্ব্ব।

কোন ব্যক্তি যদ্যপি পাপ করিয়া পরে পুনর্ব্বার মঙ্গলের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে মহামেঘে আবৃত চন্দ্রমার ন্যায় তিনি পূর্ব্বকৃত সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন।

ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতসো নাস্তি প্রায়শ্চিত্তমথাস্তি বা।

*   *   *   *   *   *

উপপাতকমেবৈতৎ ব্রতিনো মধুমাংসবৎ।
প্রায়শ্চিত্তাচ্চ সংস্কারাৎ শুদ্ধির্যত্নপরং বচঃ॥

বে, সা, ৩।৪।১১ অধিকরণ।

ঊর্দ্ধরেতা-নামক আশ্রমী ব্যক্তি পুনর্ব্বার স্ত্রীসঙ্গ হেতু আশ্রমভ্রষ্ট হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না? ইহার উত্তর এই যে, যেমন মধু-মাংস-ভক্ষণ-রূপ উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তানন্তর পুনঃসংস্কার হয়, তদ্রূপ স্ত্রীসঙ্গ-জনিত উপপাতকের প্রায়শ্চিত্তানন্তর পুনঃসংস্কার হয়।

শুদ্ধঃ শিষ্টৈরুপাদেয়স্ত্যাজ্যো বা দোষহানিতঃ
উপায়ো হ্যন্যথা শুদ্ধিঃ প্রায়শ্চিত্তকৃতা বৃথা॥
আমুষ্মিকে চ শুদ্ধিঃ স্যাত্ততঃ শিষ্টাস্ত্যজন্তি তম্।
প্রায়শ্চিত্তাদৃষ্টিবাক্যাদশুদ্ধিস্ত্বৈহিকীষ্যতে॥

বে, সা, ৩।৪।১২ অধিকরণ।

প্রায়শ্চিত্তানন্তর শুদ্ধ হইলে শিষ্টেরা তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবেন কি না? তাহাতে যখন পাপনাশ হইল তখন তিনি ব্যবহার্য্য হইবেন, নতুবা প্রায়শ্চিত্ত বৃথা হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পারলৌকিক শুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু ঐহিক শুদ্ধি না হওয়াতে শিষ্টেরা তাঁহার সহিত ব্যবহার করিবেন না।

সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস অর্থে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হওয়া, এবং ঈশ্বরের জন্য সংসারের সমস্ত বিষয় বিসর্জ্জন করা। যাঁহারা পূর্ণ-সিদ্ধি-লাভের বাঞ্ছা করেন, সন্ন্যাস কেবল তাঁহাদিগেরই পক্ষে আশ্রয়ণীয়; এবং তাঁহাদিগেরই পক্ষে

সন্ন্যাস যথার্থ সশরীরে স্বর্গবাস-স্বরূপ। নতুবা অন্যের পক্ষে ইহা কেবল কষ্টের কারণ মাত্র। বিশেষতঃ সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকারী না হইয়া যাঁহারা সংসারকার্য্যসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তাঁহাদিগেকে ভ্রষ্টাচারী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। তাঁহারা সন্ন্যাসগ্রহণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরম পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহাদিগের সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার না জন্মিয়াছে, তাঁহারা যেন কদাচ সন্ন্যাসগ্রহণ না করেন। কারণ, তদ্দ্বারা তাঁহাদের উভয় দিকই নষ্ট হইবে; এবং শ্রমমাত্র সার হইবে। পূর্ব্বকালে যাহারা অধিকারী না হইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিত, দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ তাহাদিগকে তজ্জন্য দণ্ডভাগী করিতেন। যথা, দক্ষ লিখিয়াছেন—

ত্রিদণ্ডব্যপদেশেন জীবন্তি বহবো নরাঃ।
যস্তু ব্রহ্ম ন জানাতি ন ত্রিদণ্ডী হি স স্মৃতঃ॥
নাধ্যেতব্যং ন বক্তব্যং ন শ্রোতব্যং কথঞ্চন।
এতৈঃ সর্ব্বৈঃ সুসম্পন্নো যতির্ভবতি নেতরঃ॥
পারিব্রাজ্যং গৃহীত্বা তু যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি।
শ্বপাদেনাঙ্কয়িত্বা তং রাজা শীঘ্রম্প্রবাসয়েৎ॥

৭। ৩৩—৩৫।

অনেক লোকই ত্রিদণ্ডীর ছল করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু যে ব্রহ্মজ্ঞ নহে, সে ত্রিদণ্ডী নহে। তাহার নিকট অধ্যয়ন করিতে নাই, তাহার সহিত কথোপকথন করিতে নাই, তাহার কথা বা উপদেশ শুনিতে নাই। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ এবং পূর্ব্বোক্তধর্ম্মবিশিষ্ট, তিনিই যথার্থ যতি; তদ্ভিন্ন ব্যক্তি কখনই যতি নহে। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে স্বধর্ম্মে থাকিতে না পারে, রাজা তাহাকে কুক্কুরপদের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া শীঘ্রই বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

নারদ কহিয়াছিলেন, যাঁহারা মোক্ষলাভের উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহা-রাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। নতুবা যে গৃহের সর্ব্বত্রই ত্রিবর্গ রোপণ করা আছে, সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া কোন সন্ন্যাসী

যদি পুনর্ব্বার সেই ত্রিবর্গেরই সেবা করে, তাহা হইলে সেই নির্লজ্জ ব্যক্তিকে বান্তভোজী (অর্থাৎ কুক্কুর) শব্দে কহা যায়। (কারণ, কুক্কুরগণ যেরূপ বমন করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল বমনান্ন আহার করে, তাহারাও তদ্রূপ ত্রিবর্গসংযুক্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল ত্রিবর্গেরই সেবা করে।) *

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন—

যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত-স্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি॥
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা।
অবিপক্ককষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে॥

ভা, ১১। ১৮। ৪০-৪১।

যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই, এবং প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়কে সারথি করিয়াছেন, এবং যিনি জ্ঞান ও বৈরাগ্য রহিত, অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, এতাদৃশ ধর্ম্মবিঘাতী ব্যক্তি দেবতাদিগকে আত্মাকে এবং আত্মস্থ আমাকে বঞ্চনা করেন; এবং অসম্পূর্ণ-অভিলাষ হইয়া ইহ ও পরলোক হইতে চ্যুত হন।

ভগবান্ শিব নিম্নলিখিত প্রকার ব্যক্তিগণকে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকারীরূপে নিরূপণ করিয়াছেন; যথা—

ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥

ম, নি, তন্ত্র, ৮।২২২।

যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে সাধক যখন ক্রিয়ামাত্র হইতে (অক্ষমতা-প্রযুক্ত) বিরত হইবেন; এবং যখন তাঁহার অধ্যাত্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা

* যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ॥

ভা, ৭। ১৫। ৩৬।

জন্মিবে, তখনই তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন, নতুবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন না। *

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সন্ন্যাস-আশ্রম-সম্বন্ধে এইরূপ কহিয়াছিলেন—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থানাৎ বনে বাসো ন্যাসঃ শীর্ষণি সংস্থিতঃ॥

ভা, ১১।১৭।১৩।

গৃহাস্থাশ্রম আমার বিরাটরূপের জঘন হইতে, ব্রহ্মচর্য্য আমার হৃদয় হইতে, বানপ্রস্থ আমার বক্ষঃস্থল হইতে, উৎপন্ন হয়; সন্ন্যাস আমার মস্তকে স্থিত।

আশ্রমাণামহং তুর্য্যো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ॥

ভা, ১১।১৬।১৯।

---

* ভগবান্ মহেশ্বর নিম্নলিখিতপ্রকার ব্যক্তিদিগকে যথার্থ সন্ন্যাসী বলেন। যথা—

অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ॥
ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ॥
হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেন্নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ॥
ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্।
দেশং কালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্॥
শোকদ্বেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ।
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ॥
সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা।
নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী॥

ম, নি, তন্ত্র।

হে উদ্ধব! আশ্রমের মধ্যে আমি চতুর্থ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস, এবং বর্ণের মধ্যে আমি প্রথম বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। *

গীতার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রিয় ভক্তগণের লক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন, যথা—

তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

গী, ১২।১৯।

যে ব্যক্তি স্তুতিনিন্দায় হর্ষবিষাদ জ্ঞান না করেন, যিনি বাক্যসংযম করেন, যিনি অদৃষ্টাধীন লব্ধবস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি নিকেতনবিহীন হন, এবং যিনি স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া আমাকে ভক্তি করেন, তিনিই আমার প্রিয়। (এ স্থলে "অনিকেতঃ" শব্দের দ্বারা স্পষ্ট সন্ন্যাস বুঝাইতেছে)।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন—

বাতাশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥

ভা, ১১।৬।৪৭।

উদ্ধব কহিলেন, হে ভগবন্! বাতাশন, ঊর্দ্ধরেতা, শ্রমণ, শান্ত, অমল সন্ন্যাসী ঋষি সকল তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন।

মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন—

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥

যে মনস্বী ব্যক্তি আপনার আকস্মিক বুদ্ধিপ্রাথর্য্য বা অন্যের উপদেশে সংসার লালসা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে হরিকে চিন্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হন, এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তাঁহার নাম নরোত্তম।

---

* ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্ম্মতি। ভাগবত।

শ্রীকৃষ্ণ আরও অন্যত্র কহিয়াছিলেন—আমি ধর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাস, এবং অভয় স্থানের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠা।

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ
একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভিক্ষামিতাশনঃ॥

ভা, ৭।১৫।৩০।

যে ব্যক্তির চিত্ত জয় করিতে ইচ্ছা হইবে, তিনি উত্যক্ত হইয়া সন্যাস অবলম্বন করিবেন, পরিগ্রহপরিত্যাগী হইয়া একাকী একান্তে অবস্থিতি করিবেন, এবং ভিক্ষা করিয়া পরিমিত আহার করিবেন। *

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমান্ শ্রীধর স্বামী নিম্নলিখিভ স্মৃতিবচনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

দ্বন্দ্বাহতস্য গার্হস্থং ধ্যানভঙ্গাদিকারণম্।
লক্ষয়িত্বা গৃহী স্পষ্টং সন্ন্যসেদবিচারয়ন্॥

গৃহস্থাশ্রমকে সুখ-দুঃখাদি-রূপ-দ্বন্দ্ব-কর্তৃক সম্যক্ পীড়িত ব্যক্তির ধ্যান ভঙ্গাদির একমাত্র কারণ-রূপে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া গৃহী ব্যক্তি কোন বিচার না করিয়াই সন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন। †

---

* যদিও তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ শাস্ত্রীয় কোনপ্রকার বিধি নিষেধের অধীন নহেন, তথাপি (ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিবার জন্য) সচরাচর একবারে-অধিক তাঁহাদিগের আহার করা কর্ত্তব্য নহে। যথা মনু লিখিয়াছেন—

এককালঞ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষ্যে প্রসক্তো হি যতির্ব্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি॥ মনু, ৬।৫৫।

প্রাণ-ধারণের জন্য একবারমাত্র ভিক্ষা করিবে, অধিক ভিক্ষা করিবে না, অধিক ভিক্ষা করিলে আহারের আধিক্যে প্রধান ধাতুর বৃদ্ধি হইলে কামিনী প্রভৃতি বিষয়-সুখে আসক্ত হইতে হইবে।

† ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করত পূর্ণ ফকির হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা—

Sell all that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not,

মহাত্মা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন, "মহাত্মা হারীত সন্যাস ধর্ম্মকেই মোক্ষলাভের প্রধান সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

---

where no thief approacheth, neither moth corrupteth. For where your treasure is, there your heart be also.

BIBLE. ST. LUKE, XII.

অন্য সময় খ্রীষ্টকে এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, প্রভো, কি কর্ম্ম করিলে অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারিব? খ্রীষ্ট বলিলেন, কাহাকেও হত্যা করিওনা, পরদার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে, এবং প্রতিবেশীদিগকে আপনার ন্যায় ভাল বাসিবে।

তাহাতে সেই জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বলিলেন, বাল্যকাল হইতে আমি এইমত চলিয়া আসিতেছি, এক্ষণে অবশিষ্ট যাহা করিতে হইবে, সেই মত আদেশ করুন। তাহাতে খ্রীষ্ট বলিলেন—

If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven : and come and follow me.

But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions.

Then said Jesus unto his disciples. Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.

BIBLE. ST. MATTHEW, XIX.

পারস্য কবি হাফেজ বলিয়াছিলেন—

"যদি মহান্ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সংসারের সর্ব্বস্ব বিনাশ কর, তোমার আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গ ঈশ্বরের জ্যোতিতে পূর্ণ হইবে। তোমার অস্তিত্বের ভূমি বিলোড়িত হইলে মনে করিও না যে তুমি বিনষ্ট হইবে।"

প্রসিদ্ধ কবি খাজা হাফেজের প্রবচনাবলী—
"দেওয়ান হাফেজ" নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই এই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। * কিন্তু অজ্ঞানেরা এই ধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগের পরিশ্রম-মাত্র সার হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকে অভয় † দান করিয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন।" ম, ভা, মো, ধ,

* বিজানতাং মোক্ষএষ শ্রমঃ স্যাদবিজানতাং।
মোক্ষয়ানমিদং কৃতস্নং বিদুষাং হারীতোঽব্রবীৎ॥
অভয়ং সর্ব্ব সত্ত্বেভ্যো দত্ত্বা যঃ প্রব্রজেদ্গৃহাৎ।
লোকা স্তেজোময়া স্তস্যতথানন্তায় কল্পতে॥

ম, ভা, মো, ধ, ১০৩। ২১—২২।

† যস্মান্নোদ্বিজতে ভূতং জাত কিঞ্চিৎ কথঞ্চন।
সোভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ সংপ্রাপ্নোতি মহামুনে॥

হে মহামুনে? যাঁহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতে তাঁহার ও কখন কোন রূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

ম, ভা, মো, ধ, ৮৮। ৩১।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দদাতি দয়াপরঃ।
অভয়ং সর্ব্বভূতানি দদতীত্যনুশুশ্রুম॥

ম, ভা, অনুশা, ১১৬।৫৭০২।

যে দয়ালু ব্যক্তি তাবৎ প্রাণীকে অভয়দান করেন, শুনিয়াছি প্রাণিপুঞ্জও তাঁহাকে অভয় দান করিয়া থাকে।

"পাতঞ্জল" শাস্ত্রেও এই প্রকার কয়েকটী মহাব্রতের উল্লেখ আছে। যথা, "যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে মিথ্যা পরিত্যাগ করেন, তাঁহার কথা ঈশ্বর কখনও মিথ্যা হইতে দেন না—অর্থাৎ তিনি বাক্‌সিদ্ধ হন। যিনি ভ্রমেও পরের দ্রব্য অপহরণ না করেন, তাঁহার কখনও কোন বস্তুর অভাব হয় না। এবং যিনি তাবৎ প্রাণীকে অভয় দান করেন, কোন প্রাণী হইতে তাঁহার কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।"

সন্ন্যাস-আশ্রম-সম্বন্ধে ভগবান শিব এইরূপ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যোভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে॥

ম, নি, তন্ত্র, ৮। ৮।

কলিযুগে কেবল মাত্র গার্হস্থ্য এবং সন্ন্যাস এই দুইপ্রকার আশ্রম আছে,* ব্রহ্মচর্য্য অথবা বানপ্রস্থ আশ্রম কলিতে নাই।

---

* যদিও কোন কোন স্থানে এপ্রকার বচন দেখিতে পাওয়া যায় যে কলিতে সন্ন্যাসগ্রহণ নিষেধ, যথা—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

মলমাসতত্ত্বে; ব্র, বৈ, পুরাণোদ্ধৃত শ্লোক।

তথাপি, যখন ভগবান্ মহেশ্বর স্বয়ং তন্ত্রশাস্ত্রে কলিতে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন সামান্যে ইহার কখনই খণ্ডন হইতে পারে না; বিশেষতঃ কলিতে তন্ত্রমতেরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য অধিক। কলির উপর (তন্ত্র-ব্যতীত) অন্য শাস্ত্রাদির তাদৃশ অধিকার নাই। শাস্ত্রকারগণ সত্যযুগে বেদের, ত্রেতাতে স্মৃতির, দ্বাপরে পুরাণের, এবং কলিতে তন্ত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক এইরূপ বিভিন্ন প্রকার মতের মীমাংসা স্বরূপ ভগবান শিব বলিয়াছেন যে কলিতে বেদোক্ত সন্ন্যাস না থাকিলেও আগমোক্ত সন্ন্যাস আছে। যথা,—

ভৈক্ষুকেপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণং।
কলৌনাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌত সংস্কৃতিঃ॥
শৈব সংস্কার বিধিনাবধূতাশ্রম ধারণং।
তদেব কথিতং ভদ্রে সংন্যাস গ্রহণং কলৌ॥

ম, নি, তন্ত্র ৮। ১০—১১।

রঘুনন্দন (স্মার্ত্ত) মলমাসতত্ত্বের উক্ত শ্লোকের নিম্নে লিখিয়া গিয়াছেন যে কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ সূচক যে শ্লোক দেখা যায় উহা কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির পক্ষে। যথা;—

তিনি আরও বলিয়াছেন—

দুঃখমূলং হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ।
তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে॥
প্রভবং সর্ব্বদুঃখানামাশ্রয়ং সকলাপদাম্।
আলয়ং সর্ব্বপাপানাং সংসারং বর্জয়েৎ প্রিয়ে॥
আদিমধ্যাবসানেষু সর্ব্বদুঃখমিমং যতঃ।
তস্মাৎ সন্ত্যজ্য সংসারং তত্ত্বনিষ্ঠঃ সুখী ভবেৎ॥
লৌহদারুময়ৈঃ পাশৈর্দৃঢ়বদ্ধোঽপি মুচ্যতে।
স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন॥
স্বদেহমপি জীবোঽয়ং ত্যক্ত্বা যাতি কুলেশ্বরি।
স্ত্রীমাতৃভ্রাতৃপুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা॥

কু, ত, ৫ম খণ্ড, ১ম উল্লাস।

সংসারই সকলপ্রকার দুঃখের কারণ। যাঁহার সংসার আছে তাঁহাকেই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সুতরাং এ জগতে যে ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ

"ইতি কলৌ সন্ন্যাস নিষেধকং ক্ষত্রিয় বৈশ্য বিষয়মিতি।"

ইতি রঘুনন্দন কৃত মলমাসতত্ত্বে সন্ন্যাস নিষেধ বিচার।—

কিন্তু ভগবান শিব কলিতে সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস উভয় আশ্রম সমভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন।—যথা,—

বিপ্রানামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্যএবচ।
এতেষাং সর্ব্ব-বর্ণানাং আশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরি॥

ম, নি, তন্ত্র ৮। উল্লাস।

যদিও পুরাণে এ প্রকার শ্লোক লেখা আছে যে কলিতে সন্ন্যাস নাই; কিন্তু পুরাণের মধ্যে এরূপ মত ও দেখিতে পাওয়া যায় যে "যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সন্ন্যাস থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।"

করিয়াছেন, তিনিই কেবল সুখী হইতে পারিয়াছেন, অন্যে নহে। (অর্থাৎ কেবল এইপ্রকার ব্যক্তিরই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি-রূপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। নতুবা যাঁহারা সংসারের মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কখনই হয় না)।

মুমুক্ষু সাধক সকলপ্রকার দুঃখের উৎপত্তি-স্থান, যাবতীয় আপদের আশ্রয়-স্থল এবং সর্ব্বপ্রকার পাপের আলয়-স্বরূপ এই সংসারকে পরিত্যাগ করিবেন।

এই সংসারের আদি অন্ত মধ্য সমস্তই দুঃখপূর্ণ, অতএব সাধক ইহাকে পরিত্যাগ করত তত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া সুখী হইবেন।

লৌহ কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত নিগড়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইলেও বরং মনুষ্য তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত সহজে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী ও ধনের প্রতি আসক্তচিত্ত হইলে তাহা হইতে কোন মতেই আর সহজে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না।

আরও জীব যখন আপনার দেহকেও পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তখন পৃথিবীর বৃথা সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ কেন?। *

---

* পার্ব্বতীপতি ভগবান্ শিব যদিও উপযুক্ত অধিকারীকে সংসার পরিত্যাগ করত সন্ন্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাতা, বা অল্প-বয়স্ক শিশুসন্তান, অথবা পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী, কিংবা অসমর্থ বন্ধুবর্গকে, অসহায় নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে তিনি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বা সমর্থান্ বন্ধুংশ্চ প্রব্রজন্নারকী ভবেৎ॥

ম, নি, তন্ত্র ৮।২২৩।

যাঁহারা বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভগবান্ পার্ব্বতীপতি প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের এরূপ কঠিন আজ্ঞাসত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক জগ-দ্বিখ্যাত মহাত্মা শাক্যসিংহ, পণ্ডিতকুলচূড়ামণি অসাধারণমেধাসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী তপস্বী ও যোগী শ্রীমান্ শঙ্কর স্বামী, বৈষ্ণব ধর্ম্মের শিরোভূষণ-স্বরূপ ভক্তির

প্রজাপতি দক্ষ সন্ন্যাস-গ্রহণ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

তত্ত্বোৎকটাঃ সুরাস্তেঽপি বিষয়েণ বশীকৃতাঃ।
প্রমাদিভিঃ ক্ষুদ্রসত্ত্বৈর্মনুষ্যৈরত্র কা কথা॥
তস্মাত্ত্যক্তকষায়েণ কর্ত্তব্যং দণ্ডধারণম্।
ইতরস্তু ন শক্নোতি বিষয়ৈরভিভূয়তে॥

দক্ষ ৭। ২৮-২৯।

অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল মহাপ্রভু চৈতন্য, ব্রহ্মজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান আদর্শস্থল ব্যাসনন্দন শুকদেব, সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা দেবহূতিতনয় ভগবান্ সিদ্ধেশ্বর কপিল প্রভৃতি ভারত-মাতার অগ্রণী পুত্রগণের মধ্যে অনেকেই পরম আত্মীয়বর্গকে শোকাকুল করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শুকদেব অবিবাহিত অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তাঁহার শোকে তদীয় পিতা পরম পণ্ডিত ব্যাসদেবও কাঁদিয়া অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। রাজপুত্র (সিদ্ধার্থ) শাক্যমুনি রাজবাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবার লোভে, স্বীয় প্রিয়তম পত্নী, সদ্যঃপ্রসূতশিশুসন্তান ও বৃদ্ধ পিতা প্রভৃতিকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া নিশাযোগে প্রস্থান করেন। শঙ্কর স্বামী বিবাহ করেন নাই, তিনি এক মাত্র তাঁহার দুঃখিনী জননীকে অনাথা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। যে রাত্রে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহার জননীর ক্রন্দনে সমস্ত নবদ্বীপ ক্রন্দন করিয়াছিল। সাংখ্য সূত্রকার কপিল দারপরিগ্রহ করেন নাই; তাঁহার পিতা মহর্ষি কর্দ্দম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তিনিই তাঁহার মাতার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন, তিনিও তাঁহার জননীকে সেই অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। তবে কপিলদেব তাঁহার জননীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন মাত্র। বোধ হয় এই সকল কারণেই (অর্থাৎ মহাত্মাগণের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই) সর্ব্বস্বত্যাগী শ্রীমান্ রূপগোস্বামী তাঁহার "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

যাঁহারা সত্ত্বগুণাধিক দেবতা, বিষয় এমনি সামগ্রী, যে তাঁহারাও বিষয়ের নিকট বশীভূত। দেবতারাও যখন বিষয়ের বশীভূত, তখন প্রমত্ত ও অল্পসত্ত্ব মনুষ্যদিগের ত কথাই নাই। অতএব কষায় অর্থাৎ কামাদি রিপু বশীভূত হইলে দণ্ডধারণ (সন্ন্যাস) করা কর্ত্তব্য। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ দণ্ডধারণ করিতে পারে না, যেহেতু তাহারা বিষয়ে অভিভূত হয়।

তত্তৎভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥

সেই মাধুর্য্যভাব উপস্থিত হইলে ঈশ্বর-লাভ-বিষয়ে এতাদৃশ লোভ উৎপন্ন হয় যে, যুক্তি কিম্বা শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের কিছুই অপেক্ষা থাকে না।

ভগবান্ ব্যাসদেব মাহাভারতের মোক্ষ পর্ব্বাধ্যায়ে মহারাজ সগরের প্রতি মহর্ষি অরিষ্টনেমির উপদেশ বর্ণনাচ্ছলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ও এস্থলে অবিকল উদ্ধার করিয়া দিলাম। যথা,

স্বজনে নচতে চিন্তা কর্ত্তব্যা মোক্ষ বুদ্ধিনা।
ইমে ময়াবিনা ভূতা ভবিষ্যন্তি কথংত্বিতি॥ ১৫।
স্বয়মুৎ পদ্যতে জন্তুঃ স্বয়মেব বিবর্দ্ধতে।
সুখ দুঃখে তথা মৃত্যুং স্বয়মেবাধিগচ্ছতি॥ ১৬।
ভোজনাচ্ছাদনে চৈব মাত্রাপিত্রাচ সংগ্রহং॥ ১৭।
স্বকৃতেনাধিগচ্ছন্তি লোকে নাস্ত্য কৃতংপুরা॥ ১৮।
ধাত্রা বিহিত ভক্ষ্যাণি সর্ব্বভূতানিমেদিনীং।
লোকে বিপরিধাবন্তি রক্ষিতানি স্বকর্ম্মভিঃ॥ ১৯।

স, ভ, মো, ধ, ১১৭। ১৫–১৯।

আমাব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ কিরূপে জীবনধারণ করিবে মুমুক্ষু ব্যক্তি এই চিন্তা এক কালে পরিত্যাগ করিবেন। প্রাণিগণ স্বয়ং উৎপন্ন, স্বয়ং পরিবর্দ্ধিত, স্বয়ং সুখ দুঃখ ভোগী ও স্বয়ং মৃত্যু গ্রস্ত হইয়া থাকে। মানবগণ আপন আপন কর্ম্ম বা অদৃষ্টানুসারে পিতা মাতার সংগৃহীত অথবা স্বোপার্জ্জিত গ্রসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকেই আপনার আপনার কর্ম্ম বা অদৃষ্ট অনুসারে বিধি নির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য, রাজ্য, বা অন্যবিধ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উপনিষদের মধ্যে এইরূপ আছে—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
নচ প্রামদাত্তপসা বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্
তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

৩য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৪ শ্রুতি।

আত্মনিষ্ঠাজনিত যে বীর্য্য, সেই বীর্য্য ব্যতিরেকে এই আত্মা লব্ধ হন না, প্রমাদসত্ত্বেও লব্ধ হন না, এবং সন্ন্যাসশূন্য কেবল জ্ঞানদ্বারা ও লব্ধ হন না। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি অপ্রমাদে আত্মনিষ্ঠবীর্য্য এবং সন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞানাদি উপায় দ্বারা যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা সেই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥

৩য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৬ শ্রুতি।

বিশুদ্ধসত্ত্ব ঋষিগণ বেদান্ত-বিজ্ঞান দ্বারা তদীয় প্রতিপাদ্য অর্থ নিশ্চয় করিয়া এবং সন্ন্যাসযোগ দ্বারা সংযত হইয়া অন্তকালে ব্রহ্মলোকে পরম অমৃত লাভ করিয়া পরিমুক্ত হন।

ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি গোতমের মত এই যে, চতুর্থ-আশ্রমী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও অপবর্গলাভের অধিকার নাই। তাহা তিনি এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা—

পূর্ব্বপক্ষঋণক্লেশপ্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ।

ব্রাহ্মণ জন্মবশতঃ তিনটী ঋণগ্রস্ত হন। ব্রহ্মচার্য্যার্থে ঋষিদের, অপত্যার্থে পিতৃলোকের, এবং যজ্ঞার্থে দেবতাদের। এই সকল ঋণ পরিশোধ করিলে পুণ্য হয়, সুতরাং তৎফলভোগার্থে স্বর্গাদিগমন ও পুনর্জন্ম হইয়া থাকে; মুক্তি হয় না। ইহার উত্তরে তিনি বলেন—

পাত্রচয়াস্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ।

ব্রাহ্মণের চতুর্থ অবস্থা যে সন্ন্যাস, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফলের অভাব হেতু তাহাই অপবর্গসাধক।

ব্যাসতনয় শুকদেব সংসার-আশ্রম এবং সন্ন্যাস- আশ্রম এই উভয়কে তুলনা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

সুমেরুপর্ব্বত সন্নিহিত সর্ষপ যাদৃশ দীপ্তিমান্, এবং সূর্য্যসন্নিহিত খদ্যোত যাদৃশ প্রভাবান্, ও সরিৎপতি সমুদ্রের সন্নিহিত সরিতাদি যদৃশ শোভমান, তাদৃশ ভিক্ষুকাশ্রমিগণসন্নিহিত গৃহিগণ প্রকাশ পান।

গৃহস্থদিগের আশ্রমে অন্যান্য সকল আশ্রমের লোককে আশ্রয়গ্রহণ করিতে হয়, এজন্য গৃহস্থ-আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, এই কথার উত্তরে তিনি বলেন—

যদা শূদ্রো ভবেদ্দাতা প্রতিগ্রাহী চ ব্রাহ্মণঃ।
ন তত্র দানমাত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ শূদ্রো বিধীয়তে॥

যোগোপনিষদ্।

যে স্থলে শূদ্র দানকর্ত্তা এবং ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহণকর্ত্তা হয়, সে স্থলে কি শূদ্র দানমাত্র কার্য্য দ্বারা দ্বিজবৎ বা দ্বিজশ্রেষ্ঠপদারূঢ় হয়? অর্থাৎ তাহা যেমন কদাচ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ গৃহাশ্রমিগণ সন্ন্যাসাশ্রমিগণের আশ্রয়ণীয় হইলেও কদাপি শ্লাঘনীয় নহে।*

---

* ভগবান্ শিব ইহাঁদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ॥
যত্তের্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ।
তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥
অশুচির্যাতি শুচিতামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ॥

মহাত্মা মনু মুক্ত পুরুষদিগের বাহ্যিক লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতা চৈবসর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥

বংশখণ্ড, বৃক্ষপত্র, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত সামান্য পাত্র ব্যবহার, * বৃক্ষমূলে বাস, স্থূল জীর্ণ বা মলিন বসন পরিধান, একাকী অসহায়রূপে অবস্থিতি এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি—এই কয়েকটী মুক্তের লক্ষণ।

কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দাঃ যবনাঃ খশাঃ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তান্‌বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়েৎ॥

ম, নি, তন্ত্র।

যম লিখিয়াছেন—

যতীনাং দর্শনঞ্চৈব স্পর্শনং ভাষণং তথা।
কুর্ব্বাণং পূয়তে নিত্যং তস্মাৎ পশ্যেত নিত্যশঃ॥

স্মার্ত্ত ধৃত যম বচন। আহ্নিকতত্ত্ব ১ম যামার্দ্ধ কৃত্য।

* অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃণ্ময়ং বৈদলন্তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥ মনু ৬। ৪৫।

সন্ন্যাসী ব্যক্তি (ধাতুপ্রতিগ্রহ দূরে থাকুক) ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদিও সঙ্গে রাখিবেন না। যথা—

"অতৈজসানি পাত্রাণি।" মনু ৬। ৫৩।

যাহার ধাতু অথবা অন্য কোনরূপ মূল্যবান্ পদার্থ নির্ম্মিত জলপাত্রাদি সঙ্গে রাখিবার আবশ্যক বোধ হয় অথবা প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার সন্ন্যাসগ্রহণ অকর্ত্তব্য।

কুল্লুকভট্ট, উপরের লিখিত এই শ্লোকের টীকায় নিম্নলিখিত (যম) বচনটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন; যথা—

"সুবর্ণরৌপ্যপাত্রেষু তাম্রকাংস্যায়সেষু চ।
দত্বা ভিক্ষাং ন ধর্ম্মোঽস্তি গৃহীত্বা নরকং ব্রজেৎ॥

এই সকল লোকদিগের সম্বন্ধে মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন—

অলিঙ্গী লিঙ্গিবিশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে॥

কোন কোন মহাত্মা কোন প্রকার বস্তু নির্ম্মিত পাত্রই সঙ্গে রাখেন না। উদর অথবা হস্ত মাত্রই তাঁহাদিগের পাত্রের কার্য্য করে। তাঁহারা কখন অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করেন, কখন কৌপীন কন্থাদি মলিন বসন পরিধান করিয়া থাকেন, আবার কখনও বা দিগম্বরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গ্রহের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।* তাঁহারা কোন প্রকার আশ্রম চিহ্ন ধারণ করেন না।

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্ম্মহেতুর্মহাত্মনঃ।
শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ॥
অব্যক্তলিঙ্গো ব্যক্তার্থো মনীষ্যুন্মত্তবালবৎ।
কবির্মূকবদাত্মানং স দৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নৃণাম্॥
ভা, ৭।১৩।৯-১০।

যে ব্যক্তি যথার্থ সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী নহে কিন্তু সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর চিহ্ন (যথা রক্তবস্ত্রাদি) ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহাকে সেই পাপে ব্রহ্মচারীদিগের সমুদয় পাপ হরণ করত কুক্কুরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। পরাশর লিখিয়াছেন—

যতয়ে কাঞ্চনং দত্ত্বা তাম্বুলং ব্রহ্মচারিণে।
চৌরেভ্যোঽপ্যভয়ং দত্ত্বা দাতাপি নরকং ব্রজেৎ॥ প, সং, ১।৫০।

যিনি সন্ন্যাসীকে স্বুবর্ণ দান করেন, যিনি ব্রহ্মচারীকে তাম্বুল দান করেন, যিনি চোরকে অভয় দান করেন, তিনি দাতা হইলেও নিরয়গামী হইয়া থাকেন।

* শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, অবধূতের ইতিহাস কীর্ত্তনচ্ছলে নারদ কর্ত্তৃক যে সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে এই সমস্ত বিষয় পরিস্কৃতরূপে উক্ত হইয়াছে।

ব্যাসনন্দন শুক যে ভাবে পর্য্যটন করিতেন ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে—

তত্রাভবদ্ভগবান্ ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়া গামটমানোঽনপেক্ষঃ।
অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাভতুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধূতবেশঃ॥

নারদ কহিলেন, যে যতি শান্ত এবং যিনি সকল অবস্থাতেই সমচিত্ত, তিনি মহাত্মা (পরমহংস)। আশ্রম আর কোন প্রকারেই তাঁহার ধর্ম্মবৃদ্ধি করিতে পারে না; অতএব তিনি ইচ্ছা হইলে আশ্রমচিহ্ন ধারণ, ও ইচ্ছা হইলে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। তাঁহার কোন চিহ্নই প্রকাশিত থাকিবে না। কেবল আত্মানুসন্ধান তাঁহার প্রয়োজন স্পষ্ট জানা যাইবে। তিনি বুদ্ধিমান হইয়াও মনুষ্যদিগের নিকট আপনাকে উন্মত্ত ও বালকের ন্যায়, এবং পণ্ডিত হইয়াও মূকসদৃশ, প্রদর্শন করিবেন।

মহারাজ ভর্ত্তৃহরি এইরূপ বলিয়াছিলেন—

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।
কদা শম্ভো ভবিষ্যামি কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমঃ॥

বৈ, শ, ৫০।

হে শম্ভো! কবে আমি একাকী, স্পৃহাশূন্য, সদা শান্তিযুক্ত, দিগম্বর হইয়া কর্ম্মসমূহের নির্ম্মূলনে সমর্থ হইব, এবং হস্তদ্বয় আমার ভোজনপাত্র স্বরূপ থাকিবেক?

সন্ন্যাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অসঞ্চয়ী হইবেন, যথা ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে একাদশ শ্লোক—

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা সংগৃহ্নীত ন ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরমাত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী॥

বিপ্রশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ যৎকালে ঋষিগণপরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গা-তীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় ব্যাসনন্দন শুক (গাভীগণের ন্যায়) যদৃচ্ছাক্রমে ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কোন আশ্রমেরই চিহ্ন ছিল না। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই নিরন্তর সন্তুষ্ট ছিলেন। মনুষ্যগণ অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তিনি সেই (অবধূতের) বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্ষিপ্ত ভাবিয়া বালকেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছিল। বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজঃ অনুমান করা যাইত না।

ভিক্ষিত দ্রব্য সায়ংকাল বা কল্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না। হস্ত-মাত্র বা উদরমাত্র পাত্র করিবেন। মক্ষিকার ন্যায় সংগ্রহ করিবেন না।

সন্ন্যাসী ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্যসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া থাকিবেন। যথা দক্ষ বলিয়াছেন—

একো ভিক্ষুর্যথোক্তস্তু দ্বৌ ভিক্ষু মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়ো গ্রামঃ সমাখ্যাত ঊর্দ্ধন্তু নগরায়তে ॥
নগরং হি নকর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
এতত্ত্রয়ন্তু কুর্ব্বাণঃ ন ধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ ॥
রাজবার্ত্তাদি তেষান্তু ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্ ॥
স্নেহপৈশূন্যমাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষান্ন সংশয়ঃ।
লাভপূজানিমিত্তং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যসংগ্রহঃ ॥*

দক্ষ, ৭।৩৬—৩৯।

এক সন্ন্যাসীই সন্ন্যাসী, দুই হইলে সন্ন্যাসী-মিথুন বলা যায়, তিন হইলে সন্ন্যাসী-গ্রাম এবং তাহার অধিক হইলে সন্ন্যাসী-নগর কহা যায়।
সন্ন্যাসীরা কোন প্রকারে নগর গ্রাম কি মিথুন করিবেন না। এই তিনের অন্যতর করিয়াই সন্ন্যাসী স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হন।
গ্রাম, নগর বা মিথুন হইলে পরস্পর রাজার কথা, ভিক্ষার কথা হইবে, এবং একত্র বাসে স্নেহ, পৈশুন্য ও মাৎসর্য্য জন্মিবে, হইাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত একত্র বাসে লাভ ও সম্মানের নিমিত্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শিষ্যসংগ্রহা-দিতেও প্রবৃত্তি হয়।

---

* নারদঋষি যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেৎ বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥ ভা, ৭।১৩।৮।

সন্ন্যাসী ব্যক্তি কাহাকেও প্রলোভন বা বল দ্বারা শিষ্য করিবেন না; অনেক গ্রন্থ অভ্যাস করিবেন না; শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবেন না; এবং কোথাও মঠাদি স্থাপন করিবেন না।

যে সকল সন্ন্যাসী আপনাদিগকে জ্ঞানী ও সাধক বলিয়া লোকের নিকট

জানায়, অথচ গৃহস্থ-আশ্রম সুলভ সুখভোগে আসক্ত থাকিয়া আপনাদিগের উভয় দিক নষ্ট করে, এবং অন্য সকলকেও ভ্রমের পথ প্রদর্শন করে; ভগবান্ শিব তাহাদিগকে কর্ম্মব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট এবং সাধুজন পরিত্যাজ্য অতি হীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কারণ তাহারা সমাজেরও কোন কার্য্য করে না এবং পরমেশ্বরের সাধনাতেও জীবন অর্পণ করে না বরং জগতের অনিষ্টসাধনই করে। যথা—

ধনাহারার্জ্জনে যুক্তা দাম্ভিকা বেশ ধারিণঃ।
ভ্রমন্তি জ্ঞানিবল্লোকে ভ্রাময়ন্তি জনানপি॥ ৭৬।
সাংসারিক সুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনম্।
কর্ম্ম ব্রহ্মোভয় ভ্রষ্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥ ৭৭।
গৃহারণ্য সমালোকে গতব্রীড়া দীগম্বরাঃ
চরন্তি গর্দ্দভাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবন্তিকিং॥ ৭৮।
মৃদ্ভস্মভক্ষণাদ্দেবি মুক্তাঃস্যুর্যদি মানবাঃ।
মৃদ্ভস্ম বাসিনো গ্রাম্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবন্তিহি॥ ৭৯।
তৃণপর্ণোদকহারাঃ সততং বনবাসিনঃ।
হরিণাদি মৃগাদেবি যোগিনস্তে ভবন্তি কিং॥ ৮০।
পারাবতাঃ শিলাহারাঃ পরমেশ্বরি চাতকাঃ।
ন পিবন্তি মহী তোয়ং যোগিনস্তে ভবন্তি কিং॥ ৮১।
শীত বাতাতপ সহা ভক্ষ্যাভক্ষ্য সমাঃ প্রিয়ে।
তিষ্ঠন্তি শূকরাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবন্তি কিং॥ ৮২।
আজন্ম মরণান্তং হি গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতাঃ।
মণ্ডুক মৎস্য নক্রাদ্যাঃ কিন্তে মুক্তা ভবন্তি হি॥ ৮৩।
বদন্তি হৃদয়ানন্দং পঠন্তি শুকশারিকাঃ।
জনানাং পুরতো দেবি বিবুধাস্তে ভবন্তি কিং॥ ৮৪।
তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোকরঞ্জন কারণং।
মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥ ৮৫।

কুলার্ণব তন্ত্র ৫ম খণ্ড ১ম উল্লস।—

গৃহস্থাশ্রম ও নিষ্কাম কর্ম্মসাধন।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

ম, নি, তন্ত্র, ৮।২৩।

গৃহস্থ ব্যক্তি পরব্রহ্মপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করিবেন, এবং যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিবেন তাহার ফল পরব্রহ্মে অর্পণ করিবেন।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় না করিলে যে ধর্ম্মসাধন হয় না, এরূপ নহে। সংসারের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সুন্দররূপে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন করা যায়। অধিক কি, অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য পালন না করিলে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবার সম্যক্ অধিকার মনুষ্যের জন্মে না।* সংসার বা সমাজ হইতে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু

---

* যাঁহারা অন্ততঃ কিছুকালও ঈশ্বরোদ্দেশে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করেন তাঁহারা অন্যরূপে বহুচেষ্টা করিলেও বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানলাভে কৃতকার্য্য হন না। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে সাধকের আদৌ চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। অতএব সাধকমাত্রেই কর্ম্মত্যাগের জন্য ব্যাকুল না হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপনাদিগকে নিয়োগ করিতে সবিশেষ যত্নবান্ হইবেন। যদি এ জীবনে কর্ম্মত্যাগ না হয়, তাহা হইলেও তাঁহারা ব্যাকুল হইবেন না।

যথা, বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

যাথাশাস্ত্রং বিহরতাং ত্বরা কার্য্যা ন সিদ্ধিষু।
চিরকালপরিপক্বা সিদ্ধিঃ পুষ্টফলা ভবেৎ॥

যথাশাস্ত্র কার্য্য কর, সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল হইও না; কারণ সিদ্ধি বহুকালে পরিপক্ব হইয়া যথাসময়ে পুষ্ট ফল প্রদান করে।

"যেরূপ প্রদীপ অন্ধকার নাশ করিবার সময় অন্যকে অপেক্ষা করে না, তদ্রূপ যদিও আত্মাতত্ত্বজ্ঞান ফলদানকালে কর্ম্মকে অপেক্ষা না করে, তথাপি অশ্ব যেমন লাঙ্গলবহনে অনপেক্ষিত হইলেও রথবহনে অপেক্ষিত হয়, তদ্রূপ

নহে, ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর স্বয়ং সংসারাশ্রমের মূলে অবস্থিত আছেন, এবং ইহা সেই মহানেরই রাজ্য। প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধকের পক্ষে সংসারের প্রত্যেক কার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্য। তিনি আহার করেন ঈশ্বরের জন্য, *

ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ফলদানকালে কর্ম্মানপেক্ষ হইলেও উৎপত্তিকালে কর্ম্মকে অপেক্ষা করে।" ইতি বেদান্তসারের অধিকরণ-মালার ৩য় অধ্যায়ে, ৪র্থ পাদে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধিকরণ।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্। ম, নি, ১৪। ১১২।

ক্ষীণতম নির্ম্মলাত্মা ব্যক্তিগণ ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার এবং নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই উভয়ের দ্বারা ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে কৃতকার্য্য হন।

ঋষিপ্রবর অগস্ত্য কহিয়াছিলেন—

উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥
কেবলাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে।
কিন্তুতাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনন্তূভয়ং বিদুঃ॥

যো, বা, বৈ, প্রকরণ ৭।৮ শ্লোক

হে সুতীক্ষ্ণ! যেরূপ পক্ষীগণ উভয় পক্ষদ্বারা আকাশপথে বিচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ জীবগণ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ভগবানের পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব কেবলমাত্র জ্ঞানসাধন বা কর্ম্মসাধন দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়কেই মুক্তির সাধন রূপে জানিবে।

* সাধক মাত্রেই দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া কেবল মাত্র প্রাণ-রক্ষার্থে ভোজন করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধকগণ জানেন যে পরমেশ্বরের এরূপ ইচ্ছা নয় যে আমরা অকারণ ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া দেহ পরিত্যাগ করি। সুতরাং আহারকালেও তাঁহারা মনে করেন যে তদ্দ্বারা তাঁহারা প্রভু পরমেশ্বরেরই কার্য্য করিতেছেন। আর যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের কর্ম্ম সকল ক্রমে

ত্যাগ হইয়া আসিয়াছে, যাঁহারা কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশীভূত হইয়া আর কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তাঁহারা যদিও ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছি ভাবিয়া আহার গ্রহণ না করুন, তথাপি স্বতন্ত্রভাবে) তাঁহারাও দ্রব্যের আস্বাদ বিচার করিয়া আর আহার করেন না। অতএব যে কোন শ্রেণীস্থ সাধক হউন না কেন, সাধক মাত্রেই দ্রব্যের আস্বাদ বিচার করত আহার করেন না। এ সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদ গালবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন ; যথা, "বৎস! বিঘসাশী ব্যক্তিরা দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া কেবল উদর পূরণার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ভোগবিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যাহারা দ্রব্যের রস পরীক্ষা করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়।" ম, ভা, শা, পর্ব্ব, ২৮৮ অধ্যায়।

প্রহ্লাদকে কোন সিদ্ধপুরুষ কহিয়াছিলেন ;—

পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিলেও যে পর্য্যন্ত রসনা জয় না করেন, সে পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না ; কিন্তু রসনাকে জয় করিতে পারিলে সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করা হইল জানিবেন। যথা—ভা, ১১।৮।২১ শ্লোক—

"তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনাং যাবৎ জিতং সর্ব্বং জিতে রসে ॥"

ভগবান্ শ্রীধরস্বামী লিখেন—অতো রসাসক্তিং পরিত্যজ্য ঔষধবৎ ভুঞ্জীতেতি প্রাণবৃত্ত্যৈব সংতুষ্যেদিতি।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন—

"নিম্ব আর প্রতিবিষা অর্থাৎ শুক্ল শিম্বীত্বক্, ক্ষীর, জল এবং অন্নাদি সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধি যে ব্যক্তি সমান আস্বাদন করেন, সেই ব্যক্তিই তত্ত্বজ্ঞ জানিবে"। যথা

নিম্বপ্রতিবিষাকল্কক্ষীরেষু সলিলেঽন্ধসি।
অসক্তবুদ্ধিস্তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যাস্বাদনে চ যঃ ॥ যো, বা, উপ, প্রকরণ।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন—

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মারে।"

স্ত্রীসঙ্গ করেন ঈশ্বরের জন্য, * সামাজিক ও রাজনৈতিক কথাবার্ত্তা কহেন ঈশ্বরের জন্য ; † অধিক কি, অর্থোপার্জনের নিমিত্ত তিনি

---

* কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধক ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রীসঙ্গ না করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের জীবস্রোত রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রীসঙ্গ করিবেন। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ ধার্ম্মিক গৃহস্থগণকে ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীসঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; যথা দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

এতৎ সর্ব্বং গৃহস্থস্য সমাম্নাতং যতেরপি।
গুরুবৃত্তিবিকল্পেন গৃহস্থস্যর্তুগামিনঃ॥ ভা, ৭।১২।১১।

ব্রহ্মচারীর যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম উল্লেখ করিলাম, এইগুলি গৃহস্থ এবং যতিরও কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তবে গৃহস্থকে ঋতুকালে ভার্য্যাগমন করিতে হয় ; অতএব তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যবৃত্তি একবার অবলম্বন আবার পরিত্যাগ করিতে হয়।

শাস্ত্রমধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে, বাহুল্যভয়ে অধিক উল্লেখ করিলাম না। সেণ্ট"পল" ও অবিকল এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন ; যথা—

But this I say, brethern, the time is short; it remaineth, that both they that have wives be as though they had none.

BIBLE. I. CORINTHIANS, VII 29.

† সাধক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করেন তাহার কারণ এই :— ঈশ্বরের এইরূপ নিয়ম যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার আপনার গৃহকার্য্যের ন্যায় নিজ জাতি ও জন্মভূমির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইবেন। অন্যথা সে জাতি বা সে দেশ চিরদিন কখনই কল্যাণের পথে থাকিতে পারিবে না। বিশেষতঃ যে সকল জাতি আমাদের ন্যায় হীনাবস্থাপন্ন হইয়াছে তাহাদিগের উচিত যে অন্য সাংসারিক কার্য্যের কথঞ্চিৎ ক্ষতি করিয়াও সমাজ এবং রাজনীতি সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পান। অধিক কি, নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণ সাধক মাত্রেরই কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা জগতের প্রত্যেক কল্যাণকর কার্য্যকেই তাঁহাদের নিজের (অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরের) কার্য্য রূপে বিবেচনা করিয়া প্রাণপণে তৎসাধনে যত্নবান হন।

যে গুরু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন তাহাও তাঁহার সেই আরাধ্য দেবতা পরমেশ্বরের জন্য। যে কার্য্য ঈশ্বরের নহে (অর্থাৎ তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধি তাঁহাকে যে কার্য্যসম্পাদনের জন্য অনুমতি প্রদান না করে,) অতি সামান্য কার্য্য হইলেও তিনি তাহা প্রাণান্তে সম্পাদন করেন না, (করিতে পারেনও না)। * কারণ, সাধক মাত্রেরই নিজের জন্য করিবার আর কিছুই থাকে না, (যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের নিজের জন্য কিছু করিবার থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃত সাধকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না।) অধিক কি, সাধক যখন আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ মন সমস্ত সমর্পণ করত চিরদিনের জন্য তাঁহার ক্রীতদাসপদে নিযুক্ত হন, তখন তিনি আপনিই আর আপনার থাকেন না। সুতরাং এই অবস্থায় স্ত্রীপুত্রাদির সহিত তাঁহার নিজের যে পুরাতন সম্বন্ধ তাহা আর না থাকিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরমেশ্বরের সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত তাঁহার অপর একটী নূতনতর সম্বন্ধ রচিত হয়। এই অবস্থায় সাধক যেন একটী নূতনতর আশ্রমে আসিয়া প্রবিষ্ট হন। যদ্যপি দ্বিজশব্দ কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে এই অবস্থাপন্ন সাধকের পক্ষেই তাহা অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থায় সাধক কর্ত্তব্য মাত্রকেই ঈশ্বরের সাক্ষৎ আদেশরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং কর্ত্তব্যমাত্রেই তখন তাঁহার সাধন হইয়া উঠে। অধিক কি, কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য যদ্যপি তখন তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে তিনি আপনাকে পরমসৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, সাধক এই অবস্থায় সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন যেন কর্ত্তব্য-সাধন স্রোতে ভাসিয়া শেষে ঈশ্বর হইতে দূরে গমন না করেন। তাহা হইলে তাঁহার জীবন

* সাধকমাত্রেই (স্বীয় পতনসময় ব্যতীত) বৃথাকার্য্যে কখনই সময় যাপন করিতে পারেন না। তাঁহারা যখন যে কোন কার্য্য করেন, উপাসনার ভাবেই করিয়া থাকেন। সাধনের ভাব যাঁহাদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত মাত্র হইয়াছে, তাঁহাদিগের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥ ইত্যাদি

ক্রমে শুষ্ক ও নীরস হইয়া দাঁড়াইবে, এবং ধর্ম্ম-জীবনে তিনি একপ্রকার মৃততুল্য হইবেন। জ্ঞানী সাধক এই আশঙ্কা-নিবারণার্থে উপাসনা ও কর্ত্তব্যসাধন এই দুইটীকে সমভাবে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রাণগত যত্ন করিবেন।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

অন্তঃ সংত্যক্ত সর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃ সর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব॥
অন্ত বৈর্রাগ্যমাদায় বহিরাশোন্মুখঃ স্থিতঃ।
বহিস্তপ্তোঽন্তরঃ শীতো লোকে বিহর রাঘব॥
বহির্ব্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সংকল্প বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

হে রাঘব! মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আশা, অনুরাগ ও বাসনাত্যাগী হইয়া বাহিরে বাসনা বিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সংসারের কার্য্য সমুদয় নির্ব্বাহ কর। অন্তরে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া বাহিরে আশাস্থিত হইয়া এবং অন্তরে শীতল থাকিয়া বাহিরে সংতপ্ত ন্যায় হইয়া লোকে বিহার কর। অন্তরে সকল প্রকার সংকল্প বর্জ্জিত হইয়া এবং অকর্ত্তা ন্যায় থাকিয়া বাহিরে কর্ত্তার ন্যায় কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া সংসার কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন কর। (অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগও করিওনা, এবং কর্ম্মের প্রতি চিত্ত অর্পণ করিয়া তাহার সফল বিফলতায় হর্ষ বিষাদ যুক্তও হইওনা। চিত্ত ঈশ্বরে স্থির রাখিয়া তাঁহার কার্য্য বোধে যাবতীয় সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ কর। তোমার নিজ স্ত্রী পুত্রাদি পালনকেও তোমার নিজ কার্য্য জ্ঞান করিয়া আত্মায় বদ্ধ ভাব (অহংভাব) আনিও না। ঈশ্বরের কার্য্য বোধে সকল কার্য্য করিতে থাক।)——

গৃহী সাধক এইরূপে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবেন। তিনি প্রাণপণে কার্য্য করিবেন বটে, কিন্তু কদাপি তাহার ফল প্রত্যাশী হইবেন না। যথা,

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

গী, ২।৪৩।

তোমার কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ফল প্রত্যাশা করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কর্ম্মের ফলকামনায় যেন তোমার প্রবৃত্তি না জন্মে, এবং অকর্ম্ম করিতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।

নিষ্কামধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ সাধকগণ সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী উচ্চশ্রেণীস্থ সাধকগণের যথোচিত সেবা পরিচর্য্যা করিবেন। যথা,

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন,—

গৃহেষবস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥

ভা, ৭।১৪।১।

রাজন্! গৃহবাসী ব্যক্তি সাক্ষাৎ বাসুদেবে সমর্পণপূর্ব্বক যথোচিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন; * এবং উচ্চশ্রেণীস্থ সাধক (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত) সন্ন্যাসিগণের যথাযোগ্য পূজা করিবেন। ভগবান্ শিব এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা সন্ন্যাস-নামক প্রস্তাবে একপ্রকার বলা হইয়াছে।

ব্যক্তির পক্ষে কার্য্যপরিত্যাগ কথন সম্ভবপর নহে, সুতরাং সে অবস্থায় সাধক কদাচ কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন না। শাস্ত্রকারগণও তাঁহাদিগকে (গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিদিগকে) কার্য্য পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই। যথা, নারদঋষি যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন;—

গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলতা॥
আশ্রমাপসদা হ্যেতে খল্বাশ্রমবিড়ম্বকাঃ।
দেবমায়াবিমূঢ়াংস্তানুপেক্ষেতানুকম্পয়া॥ ভা, ৭। ১৫। ৩৮—৩৯।

গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রতপরিত্যাগ, তপস্বীর গ্রামে বাস, এবং সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়চাপল্য; এই সকল আশ্রমের বিড়ম্বনা। এতাদৃশ ব্যক্তি

গৃহস্থ ব্যক্তি সাংসারিক কার্য্যসমূহের এপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন যেন সর্ব্বদা তাঁহাকে সেই বিষয়ে ব্যস্ত হইতে না হয়। বিশেষতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ধর্ম্ম সাধন করেন। কারণ, সংসারকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলে তাহার পর নূতনরূপে সাধন আরম্ভ করা বড় কঠিন ব্যাপার। এবিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন ;—

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাব-
দ্রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ ॥
যথাময়োঽসাধুচিকিৎসিতো নৃণাং
পুনঃ পুনঃ সংতুদতি প্ররোহান্।
এবং মনোঽপক্বকষায়কর্ম্ম
কুযোগিনং বিধ্যতি সর্বসঙ্গম্ ॥

ভা, ১১। ২৮। ২৭-২৮।

তথাপি, যতদিন মদীয় দৃঢ়ভক্তিযোগ দ্বারা মনোরঞ্জন রাগ নিরস্ত না হয়, ততদিন মায়ারচিত গুণগণের (অর্থাৎ বিষয়সমূহের) সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যেমন মনুষ্যদিগের রোগ সম্যক্‌রূপে চিকিৎসিত না হইলে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ যাতনা দেয়, সেইরূপ রাগ ও রাগমূলক কর্ম্ম সকল দগ্ধ না হওয়ায় যাহারা পুত্রাদি সমুদয়ের প্রতি আসক্ত, তাহাদিগের মন সেই সকল কুযোগীদিগকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করে।

সকল আশ্রমীর মধ্যে অপকৃষ্ট। দৈবী মায়ায় ইহাদিগের মোহ উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব দয়া করিয়া ইহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা।
গৃহস্থোনিয়তং কুর্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ ॥

ম, নি, তন্ত্র ৮। ৯২।

সাধক নিষ্কাম ও নিঃসঙ্গভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আসক্তচিত্ত হইবেন না। বেশবিন্যাসাদিতেও অতিরিক্ত যত্নশীল হইবেন না। * আবশ্যক হইলে সময়ে সময়ে অন্যান্য ব্রহ্মপরায়ণ সাধু গৃহস্থগণের সহিত একত্রিত হইবেন। ইহাঁদের সহিত একত্রিত হওন দ্বারা তিনি সময়ে সময়ে বিশেষ ধর্ম্মবল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। †

---

* নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ॥ ম, নি, তন্ত্র ৮। ৫১।

† বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ আমাদিগের দেশের গৃহস্থ ব্রহ্মোপাসক এবং হরিভক্ত সম্প্রদায়িগণ প্রতি সপ্তাহে তাঁহাদের নিজ নিজ সাধারণ উপাসনা-স্থানে সকলে একত্রিত হন, পূর্ব্বকালেও সেইরূপ পরব্রহ্মোপাসকগণ এবং শক্তিসাধকবৃন্দ সময়ে সময়ে সকলে একত্রিত হইয়া (ঠিক বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় না হউক কথঞ্চিৎ অন্যভাবে) চক্র করিয়া বসিতেন। এবং বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যেও একজন প্রধান আসন গ্রহণ করিয়া "চক্রেশ্বর" (অর্থাৎ আচার্য্য) হইয়া বসিতেন। শক্তিসাধকগণের যে চক্র হইত তাহার নাম "ভৈরবীচক্র।" তথায় সাধকগণ ঘটস্থাপন করত বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান করিতেন। পরব্রহ্মোপাসকগণ যে চক্র করিতেন তাহার নাম "তত্ত্বচক্র" বা "দিব্যচক্র"। এথানে ঘটস্থাপনাদি কোনরূপ বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান হইত না। কিন্তু এই উভয় চক্রেই সাধকগণ একত্রে পান ভোজ-নাদি করিতেন। তত্ত্বচক্র সম্বন্ধে ভগবান্ শিব যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;

তত্ত্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তদুচ্যতে।
নাত্রাধিকারঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান্ সাধকান্ বিনা॥
পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতাঃ॥
নির্ব্বিকারা নির্ব্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যসঙ্কল্পকা ব্রাহ্মাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ॥
ন ঘটস্থাপনাত্রাস্তি ন বাহুল্যেন পূজনম্।
সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবেন সাধয়েৎ তত্ত্বসাধনম্॥

গৃহস্থ সাধক অধিকারিবিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। * বেদে কহেন, যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তি বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক পুত্র ও

ব্রহ্মমন্ত্রী ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবেচ্চক্রেশ্বরঃ প্রিয়ে।
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং তত্ত্বচক্রং সমারভেৎ॥
রম্যে সুনির্ম্মলে দেশে সাধকানাং সুখাবহে।
বিচিত্রাসনমানীয় কল্পয়েদ্বিমলাসনম্॥
ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জয়েৎ।
ন দেশকালনিয়মো ন পাত্রনিয়মস্তথা॥
যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ।
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকত্তমৈঃ।
তত্ত্বচক্রমনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্মকামার্থমুক্তয়ে॥ ম, নি, তন্ত্র ৮ম উল্লাস।

* সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাং॥ মনু ৪।২৩৩।

জলদান, অন্নদান, ধেনুদান, ভূমিদান, বস্ত্রদান, তিলদান, স্বর্ণদান, ঘৃতদান, এই সকল দান অপেক্ষা ব্রহ্মদানই শ্রেষ্ঠ ও মহৎ।

সর্ব্বধর্ম্মময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোঽধিকং যতঃ।
তদ্দদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতম্॥
যাজ্ঞবল্ক্য ১।১২১।

যে হেতু ব্রহ্মই সকল ধর্ম্মের আকর এবং সকল দানীয় বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দানীয় বস্তু, এ কারণ যে ব্যক্তি উপদেশাদি দ্বারা লোক সকলকে ব্রহ্মবস্তু দান করেন, তাঁহার অক্ষয় ব্রহ্মলোক লাভ হয়; সে অবস্থা হইতে তাঁহাকে আর কখনও বিচ্যুত হইতে হয় না।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভি ধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ গী, ১৮।৬৮।

যে ব্যক্তি অতিশয় গোপনীয় এই জ্ঞানশাস্ত্র আমার ভক্তগণকে উপদেশ করিবেন, এবং তদ্দ্বারা আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহ আমাকেই পাইবেন।

অমাত্য প্রভৃতিকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া কাল হরণ করেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তি নাই ; অর্থাৎ তিনি দেহান্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মলোক স্থিতি পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করেন। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

যাঁহারা পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করত সর্ব্বপ্রকার ফলকামনা-বিরহিত হইয়া যথার্থ নিষ্কামভাবে সংসার-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা গৃহবাসী হইলেও সন্ন্যাসী।* সন্ন্যাস প্রধানতঃ দুইপ্রকার—"বিদ্বৎ সন্ন্যাস" ও

শাস্ত্রকারগণ অধিকারিবিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতে বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, অর্দ্ধসেরের পাত্র যে প্রকার একসের দ্রব্য কোন মতেই ধারণ করিতে পারে না, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণও সেইপ্রকার অতিসূক্ষ্ম এই ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুতেই হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। অধিকন্তু তাহারা শেষে ঘোর নাস্তিকবৎ হইয়া পড়ে। এই কারণেই তাঁহারা বলিয়াছেন,

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসিঙ্গনাম্।"—শ্রুতি।

কর্ম্মিদিগের মধ্যে যাহারা নিতান্ত অজ্ঞান তাহাদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাই-বেক না।

ডাক্তার উইলিয়ম্ পেলি তাঁহার NATURAL THEOLOGY নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন

"Yet, the contemplation of a nature so exalted, however surely we arrive at the proof of its existence, overwhelms our faculties. The mind feels its powers sink under the subject. One consequence of which is, that from painful abstraction the thoughts seek relief in sensible images. whence may be deduced the ancient and almost universal propensity to idolatrous substitutions."

Chap. XXIV. OF THE NATURAL ATTRIBUTES OF THE DEITY.

* বেদে কহেন, শ্রদ্ধাধিক্য হইলে উৎকৃষ্ট গৃহস্থগণ দেবতা ও যতির তুল্য হন। যথা,

"শ্রদ্ধাধিক্যাত্তু কৃৎস্নাহ্যেব গৃহিণো দেবাঃ কৃৎস্নাহ্যেব যতয়ঃ।"

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে॥

ম, নি, তন্ত্র, ১৪।১৪৩।

"বিবিদিষা সন্ন্যাস।" পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহার নাম "বিদ্বৎ সন্ন্যাস।" আর সম্প্রতিব্রহ্মপরায়ণ গৃহস্থগণের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-ফল-পরিত্যাগ-রূপ যে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলা যাইতেছে, ইহার নাম "বিবিদিষা সন্ন্যাস।" এই বিবিদিষা সন্ন্যাস অগ্রে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও না করিলে বিদ্বৎ সন্ন্যাসে সাধকের সম্যক্ অধিকার জন্মে না।

এক্ষণে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য পালন না করিলে সাধকের কর্ম্মত্যাগ-রূপ সন্ন্যাসে অধিকার না জন্মে, তবে যাঁহারা দার-পরিগ্রহ না করিয়া ঊর্দ্ধরেতা আশ্রমে গমন করেন (অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট না হইয়া যৌবনাবস্থাতেই যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ-রূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন), তাঁহাদের বিবিদিষা সন্ন্যাস (অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন) কোন্ সময়ে হয়?

বস্তুতঃ ঈশ্বরের নিয়ম সকলের সম্বন্ধেই একরূপ। মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্য মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে সমস্ত সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রত্যেক মনুষ্য-আত্মাকেই সেই সমস্ত নিয়ম-প্রণালীর মধ্য দিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবেক। সুতরাং যে সকল মহাত্মাকে জীবনের প্রথম বিভাগেই সাধন-পর্ব্বতের উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে দেখা যায়, তাঁহাদিগকে যে আদৌ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না, তাহা নহে। শাস্ত্রকারগণ সকলেই, এপ্রকার ব্যক্তিদিগের পূর্ব্ব সংস্কার (অর্থাৎ পূর্ব্বজীবনের সাধন) স্বীকার করিয়া থাকেন। আর পূর্ব্বজীবনের সাধন সত্ত্বেও পুনর্ব্বার বর্ত্তমান জীবনেও তাঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদয় সাধনক্ষেত্র সহজে অতিক্রম করিয়া থাকেন। অতএব ইহ জীবনেও যে তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান একেবারে করেন না, তাহা নহে। নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যসম্পাদন দ্বারা চিত্তের যে পবিত্রতা ও যে মহত্ত্ব লাভ করা যায়, তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই (অপেক্ষাকৃত অতিসামান্যরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা) সে সমস্ত লাভ করিয়া থাকেন।

পিতা মাতা বা ভ্রাতা ভগ্নীগণের প্রতি ব্যবহারে অথবা জনহিতকর কোন মহৎ ব্যাপারের মধ্যে সাধারণের অজ্ঞাতরূপে অতি সামান্য সাহায্যে

বা সাহায্যচেষ্টায় সেই বালক-অবস্থাতেই তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। তদনন্তর সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি অতি অল্পকালের মধ্যেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তদপেক্ষা উচ্চতর সাধনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং যাঁহারা যথার্থ অধিকারী হইয়া উর্দ্ধরেতা আশ্রম গ্রহণ করেন অথবা কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বাহ্নেই নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন হইয়া থাকে।

নির্জ্জনতা ও সাধুসঙ্গ।

ত্যজ্যতে ত্যজ্যতে সঙ্গঃ সর্ব্বথা ত্যজতে ভৃশম্।
অন্যথা ন লভেন্মুক্তিং সত্যং সত্যং ময়োদিতম্॥

শি, সং, ৫। ১৮৪।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার জনসঙ্গ বর্জ্জিত হইবে, ইহার অন্যথাচরণে কথনই মুক্তিলাভ হয় না; আমার এই বাক্য অতীব সত্য বলিয়া জানিও।

নিঃসঙ্গএব মুক্তঃ স্যাৎ দোষাঃ সর্ব্বে হি সঙ্গজাঃ।

কুলার্ণব তন্ত্র।

নিঃসঙ্গতা হইতে মনুষ্য মুক্তিলাভ করে, এবং সঙ্গ হইতে যাবতীয় দোষ প্রাপ্ত হয়।

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সংপশ্যন্ন জহাতি ন হীয়তে॥

মনু, ৬।৪২।

সকলের সহিত সঙ্গবিহীন, একাকী, অসহায় ব্যক্তির মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে—এ কথা যিনি অবগত থাকেন তিনি মোক্ষের জন্য একাকী বিচরণ করিবেন; যিনি একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহারও জন্য দুঃখভোগ করেন না, এবং তাঁহার দুঃখেও কোন ব্যক্তিকে দুঃখিত হইতে হয় না। সুতরাং মমতাশূন্য হইয়া তিনি পরমসুখে মুক্তিলাভ করেন।

সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকৈর্নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্নুতে।
তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্ব্বদা সুখমিচ্ছতা॥

প, দ, ৬।২৭৪।

সঙ্গী দ্বারা মনুষ্য বদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়, এবং সঙ্গরহিত হইলেই সুখী হয়; অতএব সুখাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা সঙ্গ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহাত্মা বেদব্যাস নিজ মুমুক্ষু পুত্র শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠাইয়া দিবার সময় তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে "পথিমধ্যে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের অন্বেষণ করিও না, তাহা করিলে তোমায় সঙ্গপাশে বদ্ধ হইতে হইবেক।"

দেবর্ষি নারদ শুকদেবকে কহিয়াছিলেন—

অদর্শনমসংস্পর্শস্তথা সংভাষণং সদা।
যস্য ভূতৈঃ সহ মুনে স শ্রেয়ো বিন্দতে পরম্॥

ম, ভা, মো, ধ,

যাঁহার কোন জীবের সহিত সন্দর্শন সংস্পর্শ ও সম্ভাষণ না থাকে, তিনিই যথার্থ শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন।

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্যঃ, স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
সদ্ভিঃ সহ প্রকুর্ব্বীত, সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥

সকলের সহিত সঙ্গপরিত্যাগ আবশ্যক। যদি সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগের অধিকারী না হও, তবে সাধুসঙ্গ কর। সাধুসঙ্গ রুগ্ন আত্মার পক্ষে মহৌষধস্বরূপ।*

---

* সাধনের প্রথমাবস্থায় সাধুসঙ্গ সাধকের পক্ষে বিশেষ হিতকারী হইলেও উচ্চতর অবস্থা-বিশেষে যেরূপ (অনেক সময়) মুক্তির বিঘ্নস্বরূপ হইয়া থাকে, দয়া বা পরোপকারপ্রবৃত্তিও সেইরূপ অন্য সকলের পক্ষে পরম ধর্ম্মস্বরূপ হইলেও জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষে অনেক সময় বন্ধনস্বরূপ বোধ হইয়া থাকে।

দেবর্ষি নারদ এ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

রাগো দ্বেষশ্চ লোভশ্চ শোকমোহভয়ং মদঃ।
মানোঽবমানোঽসূয়া চ মায়া হিংসা চ মৎসরঃ॥

সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্।
যস্য নাস্তি নরঃ সোহন্ধঃ কথং নাপদমার্গগঃ॥

কুলার্ণব তন্ত্র।

সাধুসঙ্গ এবং বিবেক এই দুইটী মানবাত্মার নির্ম্মল চক্ষুঃস্বরূপ। এই দুইটী চক্ষু যে ব্যক্তির নাই, সেই অন্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিপথগামী হইয়া থাকে।

শূন্যং সংকীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তির সংসর্গে সুখশূন্য ব্যক্তির শূন্যতা সঙ্কীর্ণ হয়, এবং মৃত্যু

রজঃ প্রমাদঃ ক্ষুন্নিদ্রা শত্রবস্ত্বেবমাদয়ঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সত্ত্বপ্রকৃতয়ঃ ক্বচিৎ॥ ভা, ৭।১৫।৪৩-৪৪।

রজ এবং তমোগুণ জন্য রাগ, দ্বেষ, লোভ, শোক, মোহ, ভয়, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য্য, অভিনিবেশ, অনবধানতা, ক্ষুধা এবং নিদ্রা এই সকল (জেতব্য) শত্রু। কখন কখন সত্ত্বগুণজন্য পরোপকারাদি প্রবৃত্তিও সমাধিস্থ যতির শত্রু হইয়া থাকে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২১৫ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ভীষ্মদেবও যুধিষ্ঠিরকে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা ;—

অথবা মনসঃ সঙ্গং পশ্যন্ ভূতানুকম্পয়া।
অত্রাপ্যুপেক্ষাং কুর্ব্বীত জ্ঞাত্বা কর্ম্মফলং জগৎ॥ ম, ভা, মো, ধ, ৪২।৪।
কৃপয়াপি কৃতঃ সঙ্গঃ পতনায়ৈব যোগিনাং।
ইতি সন্দর্শয়ন্নাহ ভরতস্য ন পোষণম্॥ ইতি টীকাকার।

ভগবান্ অষ্টাবক্র জনককে কহিয়াছিলেন—

ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা।
নাশ্চর্য্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণে নরে॥ অ, সং ১৭।১৬।

যাঁহার সংসার প্রবৃত্তি রহিত হইয়াছে, তিনি কাহারও হিংসা করেন না, কাহারও প্রতি করুণা প্রকাশ করেন না, কোথাও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেন না, কাহারও নিকট কাতরতা প্রকাশ করেন না, কোন বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হন না, এবং কোন বিষয়ে ক্ষোভও করেন না।

উপস্থিত হইলে তাহাও উৎসবের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আর আপৎ সকল সম্পদের ন্যায় প্রকাশ পায়।

যঃ স্নাতঃ শীতসিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥

যো, বা, মু, ব, প্রকরণ।

যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গরূপ নির্ম্মল শীতল গঙ্গাতে স্নাত হন, তাঁহার দান, তীর্থসেবা, তপস্যা, অথবা যজ্ঞাদিতে কি প্রয়োজন?

যস্মিন্ দেশে মরৌ তজ্জ্ঞো নাস্তি সজ্জনপাদপঃ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র নিবসেদ্বুধঃ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

যে মরুভূমিতুল্য দেশে শীতলচ্ছায়াযুক্ত ফলবান্ বৃক্ষতুল্য আত্মজ্ঞ সজ্জন নাই, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সে স্থানে কখনই বাস করিবেন না।

একখণ্ড বরফ যদ্যপি এরূপ স্থানে রাখা যায় যে চতুর্দ্দিক হইতে তাহাতে অগ্নির উত্তাপ লাগিতে থাকে, তাহা হইলে উহা যেরূপ শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞান-মণ্ডলীতে যদ্যপি কোন সাধক অবস্থিতি করেন, তাঁহারও নিশ্চয় পতন সংঘটন হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি সে স্থানে কদাচ বাস করিবেন না।*

---

* মহাত্মা মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ মহাপাপিগণের এবং তাহাদিগের সহিত যাহারা সংসর্গ করে তাহাদিগের একই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন; এবং পাঁচপ্রকার মহাপাপীর মধ্যে তাহাদিগকেও গণনা করিয়াছেন। যথা,—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥ মনু, ১১।৫৫
বীরঘাতী বৃথাপায়ী বীরাণাং স্ত্রীগমস্তথা।
স্তেয়ী মহাপাতকিনস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ ম, নি, তন্ত্র।

কোন সুবিখ্যাত ইংরাজ ডাক্তার বলিয়াছেন যে "দৈহিক সংক্রামক রোগ সকল যেমন অতি সহজে অন্যদেহে সংক্রামিত হয়, আত্মার পাপরোগ

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন—

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি * ॥

গী, ১৩। ১০

অন্যযোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বরে অচলা ভক্তি করিবে, অন্তঃকরণ প্রসন্নতাজনক স্থানে বাস করিবে, এবং সাধক ব্যতীত অন্য লোকদিগের সভাতে যাহাতে রতি না হয়, তাহা করিবে, অর্থাৎ সে স্থানে গমন করিবে না। †

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে সাধুর লক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ কহিয়াছিলেন,—

লোভমোহরুষাং যস্য তনুতানুদিনং ভবেৎ।
যথাশাস্ত্রং বিহরতি স্বকর্ম্মসু স সজ্জনঃ ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

সকলও অতি সহজে সেইরূপে তৎসংসর্গী ব্যক্তির আত্মাতে সংক্রামিত হইয়া থাকে।”

পরাশর বলিয়াছেন—

আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহ ভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দু রিবাম্ভসি ॥৭২।—

পরাশর সংহিতা ১২ অধ্যায় ৭২।

জল নিক্ষিপ্ত তৈল বিন্দু যেমন চতুর্দ্দিকে সংক্রমণ করে তাহার ন্যায় একত্র উপবেশন, শয়ন, একত্র গমন, ভোজন ও সম্ভাষণ দ্বারা পাপ সকল শরীরান্তরে সঞ্চারিত হয়।

* "প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতিঃ"—স্বামী।

† অথর্ব্ববেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদে স্বর্গ ও নরকের সংক্ষেপে এইরূপ লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

কো নরকঃ ?—অসৎসংসারবিষয়ী সংসর্গ এব নরকঃ।
নরক কি ?—অত্যন্ত সংসারাবৃত ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নাম নরক।
কঃ স্বর্গঃ ?—সৎসঙ্গঃ স্বর্গঃ।
স্বর্গ কি ?—সৎসঙ্গের নাম স্বর্গ।

যে ব্যক্তির লোভ মোহ ক্রোধ প্রতিদিন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়, এবং যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র স্বকর্ম্মেতে স্থিত, সেই ব্যক্তিকেই সাধু ও সজ্জন কহা যায়।

শঙ্করাচার্য্য সাধুর লক্ষণ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন; যথা,—

কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগাঃ
অপাস্তমোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ ॥

ম, র, মা, ।

সাধু কাহারা? যাঁহারা (যিনি) সাংসারিক ভাববিষয়ে আসক্তিশূন্য এবং মোহাপনয়ন করিয়া পরব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন।

বাক্যসংযমনের আবশ্যকতা।

বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্গ্রাহিতং মিথঃ।
সংত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্ ॥

যো, বা, স্থিতি, প্রকরণ।

শাস্ত্র চিরকাল অত্যর্থ বিচার করিয়া পরস্পর এই উপদেশ দিয়াছেন, যে, বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক মৌন অবলম্বন না করিলে কখন উত্তম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আপৎকরঞ্জপরশুং পরায়া নির্বৃতেঃ পদম্।
পুষ্পগুচ্ছং শমতরোরালম্ব মুনিবাসতাম্ ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

মৌনিরূপে অবস্থিতি, আপৎস্বরূপ করঞ্জবনের ছেদক পরশু; ইহাই পরম নির্বৃতি-স্থান; এবং ইহাই শান্তিরূপ বৃক্ষের পুষ্পস্তবক। এই মৌনীর অবস্থা অবলম্বন কর।

অবিধেয়ং বিধেয়ং বা মৌনং তন্ন বিধীয়তে।
প্রাপ্তং পাণ্ডিত্যতোমৌনং জ্ঞানবাচ্যুভয়ং যতঃ ॥

নিরন্তরজ্ঞাননিষ্ঠা মৌনং পাণ্ডিত্যতঃ পৃথক্।
বিধেয়ং তদ্‌ভেদদৃষ্টিপ্রাবল্যে তন্নিবৃত্তয়ে॥

বে, সা, ৩।৪।১৪ অধিকরণ।

কহোল ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভার্থে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য জ্ঞানলাভপূর্ব্বক বাল অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিবেক, কিন্তু এ স্থলে বিধি না থাকাতে মৌনত্ব বিধেয় নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পাণ্ডিত্য শব্দ ও মুনি শব্দ একার্থবাচক, সুতরাং একত্রে উভয় পদ প্রয়োগ নিরর্থক হয় বলিয়া নিরন্তর জ্ঞাননিষ্ঠা মুনি শব্দে লক্ষিত হয়। অতএব বিধিলাভ হওয়াতে (নিদিধ্যাসনাদি রূপ*) মৌন বিধেয় হইল।

শ্রীমান্ শঙ্করস্বামী তাঁহার আত্মানাত্মবিবেকবিচার নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বাক্যাদি আকার দ্বারা লিঙ্গদেহ অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ † বিকৃত এবং

---

* শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিলেই ফললাভ হয় না। যেরূপ পুনঃ পুনঃ আঘাত না করিলে ধান্য হইতে তণ্ডুল নির্গত হয় না, তদ্রূপ যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মলাভ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।—বে, সা, ৪।১।১। অধিকরণ।

সুতরাং ব্রহ্মলাভ ঘটিলে সাধক আপনা হইতেই মৌনী হইয়া আসিবেন; অধিকন্তু ব্রহ্মলাভের ইচ্ছা যখন তাঁহার হৃদয়ে জন্মিবে, তখন হইতে তাঁহার বাক্যসংযম অভ্যাস করা আবশ্যক।

† পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥

আত্মবোধ।

অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে উৎপন্ন (প্রকৃতি বা মায়া নামক প্রস্তাবে দেখ) পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সূক্ষ্ম অবয়ব লইয়া মানবাত্মার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ সংরচিত হয়। মৃত্যুর পর উহাই সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য দেহরূপে জীবাত্মার সহগমন করে।

এখানে ইন্দ্রিয় অর্থে ইন্দ্রিয়স্থানস্থিত দর্শনশ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ শক্তি মাত্র, নতুবা স্থূল চক্ষু কর্ণাদি নহে।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং আত্মার স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে; এবং বাক্যাদির সঙ্কোচ হইলেই লিঙ্গদেহের জীর্ণতা হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা আত্মার স্বরূপ সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথা,—

প্রাণ প্রকৃত প্রস্তাবে এক, কিন্তু উহার বৃত্তি অনুসারে শাস্ত্রকারগণ উহাকে পঞ্চ কহেন। যথা, প্রাণ অর্থাৎ নিশ্বাস, অপান অর্থাৎ প্রশ্বাস, ব্যান অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীনক্রিয়াসাধক বায়ু; ইত্যাদি। সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্যেরা কহেন যে, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান ব্যতিরেকে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চ বায়ু আছে; কিন্তু বৈদান্তিকেরা প্রাণাদি পঞ্চবায়ুতে নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্তর্ভাব করিয়া পঞ্চবায়ুই কহিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাণ বায়ু নহে, এবং বায়ুজনিত ইন্দ্রিয়ক্রিয়াও নহে; বেদে প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন; প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের সূক্ষ্মশক্তির ন্যায় অতীব সূক্ষ্ম; তবে কার্য্য-কারণের অভেদলক্ষণায় শাস্ত্রকারগণ প্রাণকে বায়ু কহিয়াছেন মাত্র। যথা; বেদান্ত ২।৪।৯। সূত্র "ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ"। প্রাণ বায়ু নহে এবং উহা জীবাত্মাও নহে। যদি কেহ প্রাণকেই জীবাত্মা জ্ঞান করিয়া ভ্রমে পড়েন এই আশঙ্কায় ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তে ২।৪।১০।১১ সূত্রে মীমাংসা করিয়াছেন যে, প্রাণ জীবাত্মা নহে, উহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় জীবাত্মার অধীন, যথা, "চক্ষুরাদি বত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ।" কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় প্রাণ জীবাত্মার করণ নহে। কারণ জীবাত্মার নিয়োগ ব্যতীত কেবল ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই প্রাণ দেহকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, উহা জীবকে মন বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় দ্বারা সমাধা করিতে হয় না। প্রাণ করণ নহে বলিলে দোষ হয় না, কেননা উহা জীবাত্মার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। যথা, "অধিকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি।"

মন ও বুদ্ধি ইহারা জীবাত্মার করণস্বরূপ অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি মাত্র। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিয়াও যে শাস্ত্রকারগণ উহাদিগকে ভূতজ বলেন; অর্থাৎ জীবাত্মার সহজাত বৃত্তি না বলিয়া পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত হইতে উহাদিগের স্বতন্ত্র উৎপত্তি ধরেন, তাহার কারণ এই যে, কেবল মাত্র বিষয় সম্বন্ধেই উহাদিগের উদ্রেক হইয়া থাকে, নতুবা জীবাত্মা যখন একনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মে

বাগাদ্যাকারেণ পরিণামো বৃদ্ধিঃ।
তৎসংকোচো নাম জীর্ণতা।

সাধক (অপ্রিয়বাক্য, মিথ্যাবাক্য, পরোক্ষে পরদোষাবিষ্কার, এবং রাজা বা পুর সম্বন্ধীয় নিষ্প্রয়োজন গল্প * এই) চতুর্ব্বিধ বাক্যদোষ নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবেন। যথা,—

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥

মনু, ১২।৬।

নির্ভরশীলতা।

পরমেশ্বর যেরূপ সকল অবস্থাতেই সাধকের সহায় থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করেন, সাধকেরও সেইরূপ কর্ত্তব্য যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হন। বিশেষতঃ নির্ভর ভিন্ন, ভালবাসা ভিন্ন, একান্তভাবে আমি ঈশ্বরের, এ কথা কখনই বলিতে পারা যায় না; সুতরাং তাঁহাকেও সম্পূর্ণরূপে আমার বলিতে সাহস হয় না।

রমণ করে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সমাধিস্থ হয় তখন তাহার মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণবৃত্তির অভাব হয় ("জ্ঞান প্রথমতঃ অজ্ঞানকে বিনাশ করে, শেষে আপনিও বিনষ্ট হয়" নামক প্রস্তাব দেখ) অর্থাৎ সে সময় চিত্তবৃত্তিসমূহের উদ্রেক হয় না। যথা, বেদান্ত ২।৩।৩৯ সূত্র "সমাধ্যভাবাচ্চ"।

এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ব্যতিরেকে কারণদেহ নামে জীবাত্মার আর একটী দেহ শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে অবিদ্যাই জীবের ঐ কারণদেহ।

* ঈহা-নামক কোন মুসলমান দরবেশ বলিয়াছিলেন লোকের সঙ্গে অল্প কথা বলিবে, ঈশ্বরের সঙ্গে অধিক কথা কহিবে।

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা॥
তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।

হরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবতন্ত্রের বচন।

যে সকল বিষয় ঈশ্বরলাভপক্ষে অনুকূল সেই সকলের গ্রহণ, এবং তৎপ্রতিকূল বিষয় সকলের পরিত্যাগ, পরমেশ্বর সকল অবস্থাতেই আমার সহায় থাকিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ,* তাঁহার কৃপা হইবার পক্ষে কালক্ষেপ করত আশার আশ্রিত হইয়া থাকা, এবং অপর কামনা বিহীন হইয়া তাঁহার সাধনে আপনাকে নিক্ষেপ করা—এই ছয় প্রকার শরণাগত-লক্ষণ।

পরমেশ্বর যে তাঁহার শরণাগত ভক্তগণকে সকল অবস্থাতেই রক্ষা করেন, ইহা সাধকমাত্রেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন; বিশেষতঃ সাধনের অবস্থায় প্রত্যেক সাধকেরই হৃদয়ে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে আমার প্রেমাস্পদ নিকটে থাকিতে আমি কখনই বিপদে অবসন্ন হইব না। অন্নবস্ত্রাদি কোনরূপ, প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে আমি প্রাণে মরিব না। মহাত্মা শুকদেব বলিয়াছিলেন—

—কিমচ্ছিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

ভা, ২।২।৫

হরি কি ভক্ত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করেন না? তবে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি কারণে ধনমদে অন্ধপ্রায় ধনীদিগের উপাসনা করেন?

---

* ভগবান্ শিব ঈশ্বরের চরণে আপনাকে সমর্পণ করাকেই মানবের আন্তর শৌচরূপে কহিয়াছেন। যথা,—

শৌচন্তু দ্বিবিধন্দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্॥

ম, নি তন্ত্র ৮।৭০

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং * বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোহসৌ বিশ্বম্ভরোদেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় স্বামিধৃত বচন।

ঈশ্বরের সেবকগণ অন্ন বস্ত্রের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। কারণ বিশ্বম্ভর হরি কিরূপে তাঁহার ভক্তগণকে উপেক্ষা করিবেন?

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

পরিস্ফুরতি যস্যান্তর্নিত্যং সত্যচমৎকৃতিঃ।
ব্রাহ্মমণ্ডমিবাখণ্ডং লোকেশাঃ পালয়ন্তি তম্ ॥

যো, বা, স্থিতি প্রকরণ।

যাঁহার অন্তরে অনবরত অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডবৎ অপরিচ্ছিন্নরূপ ব্রহ্ম-চমৎকার ব্রহ্ম-রূপে প্রকাশ পান, লোকেশ্বর ব্রহ্মাদি তাঁহাকে পালন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

গী, ৯।২২।

---

* শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

সংসারমূলং হি কিমস্তি?—চিন্তা।

ম, র, মালা।

সংসারের মূল কি?—চিন্তা।

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ শরীরিণঃ সংস্থতিচক্রশাতনম্।
তদ্ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্ব্বুধাস্ততোভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্ ॥

ভা, ৭।৭।৩৭।

ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করাই রাগদ্বেষাদিদূষিতচিত্ত শরীরীদিগের সংসারচক্র-চ্ছেদনের একমাত্র উপায়। পণ্ডিতেরা উহাকেই নির্ব্বাণ মোক্ষ বলিয়া জানেন। অতএব ভ্রাতৃগণ! তোমরা হৃদয়মধ্যে সেই অন্তর্যামী হৃদয়েশ্বরের ভজনা করিতে থাক।

যে সকল নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি অনন্যভাবে চিন্তা করত আমার উপাসনা করে, প্রার্থনা না থাকিলেও তাহাদিগের অভাবের বস্তু সকল আমি নিজে বহন করিয়া আনি, এবং নিজেই রক্ষণাবেক্ষণ করি।*

---

* ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন—

Therefore I say unto you. Take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much beter than they?

Therefore take no thought, saying what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed.

(For after all these things do the gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

Take therefore no thought for the morrow; for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.

HOLY BIBLE. ST. MATTHEW. VI.

Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee.

PSALM.

পূর্ব্বকালে মহাত্মা মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা-সঞ্চয়-সম্বন্ধে একবাক্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত অসঞ্চয়ী অর্থাৎ যাঁহারা আগামি কল্যকার জন্যও সঞ্চয় করেন না, তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং সর্ব্বলোকজয়ী। যাঁহারা অনধিক তিন দিবসের মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাঁহারা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। যাঁহারা অনধিক এক বৎসর কালের মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাঁহারা আরও নিকৃষ্ট। এবং যাঁহারা তিন বৎসর অথবা তদপেক্ষা অধিক কালের মত ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

অনীহানীহমানস্য মহাহেরিব বৃত্তিদা।*

ভা, ৭। ১৫। ১৫।

যে সাধক চেষ্টাবিহীন, নিশ্চেষ্টতাই অজগর সর্পের ন্যায় তাঁহারও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া দেয়।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে—"যে যোগী আমার শরণ লইয়াছেন, তাঁহাকে বিঘ্ন সকলের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না।" ভা, ১১। ২৯।

পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল সাধক অন্নবস্ত্রের অভাব হইলেও কাতর হইবেন না। সেইরূপ থাকাই মঙ্গলময়ের অভিপ্রায়, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তখনও তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। অধিক কি, যদি অন্নবস্ত্রের অভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, তথাপি তিনি কিছুমাত্র নিরানন্দ হইবেন না।† ক্ষুধাবশতঃ যদি তাঁহার কষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে জলমাত্র পান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন।—যথা, দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

---

* অগর্ না করে চাকরি, পঞ্ছী না করে কাম্।
দাস মুলুকা কহগয়ে, সব্‌কো দাতা রাম্॥

† প্রসিদ্ধ পারস্য কবি হাফেজ বলিয়াছেন—

"যদিও আমি দারিদ্র্য ধূলিতে ধূসরিত হইয়াছি, তথাপি অন্য জলে আমার বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করা লজ্জার বিষয়। আমি দরিদ্রতার মধ্যে যে রাজার ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়াছি, আমি কেন অন্যের প্রতি আশা রাখিব? প্রেমিকদিগকে অনলে বিসর্জ্জন করা বন্ধুর অনুগ্রহের অভিপ্রায় হইলে, তাহাতে যদি আমি কওসা নামক স্বর্গীয় সরোবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, আমি ক্ষীণদৃষ্টি।"

সুপ্রসিদ্ধ খাজা হাফেজের প্রবচনাবলী
"দেওয়ান হাফেজ" নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

অন্য একজন মুসলমান দরবেশ বলিয়াছিলেন;—"দরবেশ যখন ঈশ্বর হইতে দূরে থাকেন, তখন অন্য বস্তুর নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হন, যখন ঈশ্বরকে লাভ করেন, তখন সকল বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হন, ও সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের প্রত্যাশী হইয়া থাকেন।"

সন্তুষ্টঃ কেন বা রাজন্ন বর্ত্তেতাপি বারিণা।

ভা, ৭। ১৫। ১৮।

রাজন্! যাঁহার চিত্ত সন্তুষ্ট, তিনি কেনই বা বারিমাত্র পান করিয়া অবস্থিতি করিতে না পারিবেন?

ব্রহ্মজ্ঞের মহত্ত্ব।

প্রকৃত ব্রহ্মগতপ্রাণ সাধক সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলী হইতে অনেক উচ্চস্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি যে পর্ব্বতে বাস করেন * তথায় রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, † জরা মৃত্যু ‡ দুঃখ দরিদ্রতা এ সকল কিছুই নাই।

---

* ভগবান্ ব্যাস শুকদেবকে কহিয়াছিলেন,—"এক্ষণে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পর্ব্বতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর।" যথা,—

"ভূমিষ্ঠানিব ভূতানি পর্ব্বতস্থো বিলোকয়।"

ম, ভা, মো, ধ, ৭৬। ১৮।

† শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

ক্ব সর্ব্বথা নাস্তি ভয়ং?—বিমুক্তৌ ম, র, মা,

কোথায় ভয়ের লেশমাত্রও নাই?—মোক্ষধামে।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্নবিভেতি কুতশ্চন। প, দ, ১১। ৫। (শ্রুতিবচন।)

পরব্রহ্মের আনন্দস্বরূপকে জানিলে সাধক আর কিছুতেই ভয় প্রাপ্ত হন না।

বস্তুতঃ একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হইতেই কেবল ভয়ের আত্যন্তিক বিনাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে মনুষ্য কদাচ ভয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। যথা, যুধিষ্ঠিরকে নারদ কহিয়াছিলেন—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।

অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥ ভা, ৭। ১৫। ২২।

সঙ্কল্প না করিয়া কামকে, কাম না পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধকে, অর্থকে অনর্থরূপে দর্শন করত লোভকে, এবং তত্ত্বদর্শন দ্বারা ভয়কে, জয় করিবে।

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥

হরিভক্তিবিলাসে অধ্যাত্ম রামায়ণের শ্লোক। রামচন্দ্রের উক্তি। যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া অত্যন্ত কাতরান্তঃকরণে আমার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করে—"হে ভগবান্! আমি তোমার শরণাগত, তোমা ভিন্ন আমার অন্যগতি নাই"; এইরূপ প্রার্থী জনকে আমি সর্ব্বদা অভয় বর প্রদান করিয়া থাকি, কারণ ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ব্রত।

‡ প্রেমিক সাধক পরমাত্মার সহিত আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ স্থাপন করিতে পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ আপনাকে অমর বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারেন)। বস্তুতঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপনার ইষ্টদেবতার চরণে বিক্রয় করিয়া নিত্য আনন্দের অধিকারী হন, তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান যে তাঁহার সে প্রেম ও সে আনন্দ অনন্তকালব্যাপী, কস্মিন্‌কালে কোন জগতে উহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি যাহার সহবাসের আনন্দ ও যে প্রেম সম্ভোগ করিতেছেন, মৃত্যুর পরে পরলোকে যাইয়াও তিনি তাঁহারই নিকটে থাকিবেন এবং সেই প্রেমই সম্ভোগ করিবেন। সুতরাং মৃত্যু তখন আর তাঁহার নিকট প্রকৃত মৃত্যুরূপে অগ্রসর হয় না, (অর্থাৎ উহা তাঁহার পক্ষে আর তখন ইহ পরকালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। উহা তখন তাঁহার পক্ষে কেবল সর্পের নির্ম্মোকপরিত্যাগের ন্যায় বোধ হয় মাত্র। ইহাকেই সাধকের অমর জীবন, অনন্তজীবন, সত্যজীবন বা নবজীবন লাভ করা বলে। যে ভাগ্যবান্ সাধক এই অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি আসন্ন মৃত্যু বা দীর্ঘজীবন এতদুভয়কেই সমভাবে দেখেন। যথা,

ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনেনাভিনন্দতি ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পূজিত হইয়াও প্রীত হন না, নিন্দিত হইয়াও কুপিত হন না। তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হন না, এবং দীর্ঘ জীবনেও আনন্দ প্রকাশ করেন না।

অষ্টাবক্র সংহিতা ১৮।৯৯।

তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও ব্রহ্মলোকবাসী, রুগ্ন হইলেও বলবান্ ও সুস্থ, দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্বর্য্যবান্ * এবং ভিখারী অবস্থাতেও তিনি

সানুরাগাং স্ত্রিয়ং দৃষ্টা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্।
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থোমুক্তএব মহাশয়ঃ॥ অ, সং ১৭।১৪।

যে মহাশয় ব্যক্তি অনুরাগবতী কামিনীকে দেখিয়া অথবা মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া বিহ্বলচিত্ত হন না, প্রত্যুত অবিচলিত ও স্বস্থ থাকেন, তিনিই মুক্ত।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবনম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা॥ মনু, ৬।৪৫।
ম, ভা, শান্তিপর্ব্ব ২৪৫।৮৯২৯।

মরণও অভিলাষ করিবেক না, জীবিত থাকিতেও অভিলাষ করিবেক না, কিন্তু আজ্ঞাবহ ভৃত্য যেরূপ প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ কালের প্রতীক্ষা করিবেক।

* শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—
শ্রীমাংশ্চ কো ?—যস্য সমস্ততোষঃ।
কো বা দরিদ্রোহি ?—বিশালতৃষ্ণঃ॥ মণিরত্নমালা।
ধনী কে ?—যিনি সদা সন্তোষযুক্ত।
দরিদ্র কে ?—যাহার আশা অধিক।
তুলসীদাস বলিয়াছিলেন—
গোধন, গজধন, বাজীধন, আওর রতনধন খান্।
যব আওত সন্তোষধন, সব ধন ধূরিসমান॥

যখন ঈশ্বরকে লাভকরত সাধক আত্মারাম হন, তখন গো, অশ্ব, হস্তী এবং রত্নের খনি প্রভৃতি যাবতীয় ধনকে ধূলীবৎ প্রতীয়মান হয়॥

ভগবান্ বশিষ্ঠ সন্তুষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—
অপ্রাপ্তবাঞ্ছামুৎসৃজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতঃ।
অদৃষ্টদুঃখদোষো যঃ সন্তুষ্টঃ স ইহোচ্যতে॥

যে ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বস্তুতে বাঞ্ছা এবং সম্যক্প্রাপ্ত ধনাদিতে সমতা অর্থাৎ হর্ষ বিষাদ নাই, তিনিই সদা তুষ্ট ইহা জ্ঞানীরা কহেন। (যোগবাশিষ্ঠ)।—

রাজচক্রবর্ত্তী। * বস্তুতঃ তিনি সাধারণ মর্ত্ত্য জীবগণের এত উচ্চে অবস্থিত

* মহারাজ ভর্ত্তৃহরি তদীয় ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের হস্তে উজ্জয়িনীর সিংহাসন অর্পণ করত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বভোগ্য রাজসুখের সহিত তাৎকালিক উপভোগ্য অকিঞ্চনতা-সুখের তুলনা করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—

কৌপীনং শতখণ্ডজর্জ্জরতরং কন্থা পুনস্তাদৃশী
নৈশ্চিন্ত্যং নিরপেক্ষ্যভৈক্ষ্যমশনং নিদ্রা শ্মশানে বনে।
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশং বিহরণং স্বান্তং প্রশান্তং সদা
স্থৈর্য্যং যোগমহোৎসবেঽপি চ যদি ত্রৈলোক্যরাজ্যেন কিম্॥

বৈ, শ, ৮৪।

জীর্ণ শতখণ্ড চীরবসন, এবং তাদৃশ কন্থা, নিশ্চিন্ততা, অপেক্ষাশূন্য ভিক্ষান্নভক্ষণ, বনে বা শ্মশানে শয়ন, আত্মবশে অব্যাঘাতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ, সর্ব্বদা প্রশান্ত অন্তঃকরণ এবং যোগরূপ মহোৎসবে চিত্তের স্থিরতা, যদি এ সমস্ত বিদ্যমান থাকে, তবে ত্রৈলোক্যের রাজ্যে কি প্রয়োজন?

তুলসীদাস বলিয়াছিলেন—

তিন্ টুক্ কপীন্‌কো, আউর ভাজি বিন লোন্।
তুলসী রঘুবর উর বসেঁ, ইন্দ্র বা পুর কোন্॥

চৈতন্যদেবের পুরুষোত্তমে অবস্থিতিকালে তত্রস্থ রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত মিলিবার জন্য একান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে তদ্বিষয়ে সম্মত করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পান; কিন্তু চৈতন্যদেব তাহাতে সম্মত হওযা দূরে থাকুক, তিনি সার্ব্বভৌমকে কহিয়াছিলেন, যে "এ প্রকার বাক্য কদাচ মুখে আনিও না। যদি এরূপ বাক্য সকল আমাকে পুনর্ব্বার বল, তাহা হইলে এ স্থানে আমি আর থাকিব না।" তিনি আরও বলেন,

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ,
হা হন্ত হন্তবিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

করেন যে, প্রাকৃত ব্যক্তিরা তাঁহার সে উচ্চতার পরিমাণ-নিরূপণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দা করে, এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে আর অণুমাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে না; তিনি স্বীয়করতলস্থ শান্তিরূপ মহাখড়্গ দ্বারা তাহাদিগের সকল আক্রমণকেই ব্যর্থ করিয়া থাকেন। * বস্তুত অজ্ঞান মনুষ্যগণ তখন তাঁহার মহত্ত্ব

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

যিনি ভবসাগরের পরম পারে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া দৃঢ়তার সহিত ভগবৎউপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন যাঁহার কর্ম্ম সকল ক্রমে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছে, এপ্রকার ব্যক্তির পক্ষে বিষয়িগণ অথবা স্ত্রীগণের সহিত সন্দর্শন (অর্থাৎ দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন প্রভৃতি কার্য্য) বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অধিকতর অসাধু (অর্থাৎ অনিষ্টকর কার্য্য।) (ঈশারও এই প্রকার অনেক উক্তি আছে)।

যে প্রকার চিত্রপটাদিতে অঙ্কিত কালসর্পের আকৃতিও মনের মধ্যে ভয় উৎপাদন করে, সেই প্রকার সাধকের পক্ষে বিষয়িগণের এবং স্ত্রীগণের প্রতি-মূর্ত্তি দর্শনও ভয়জনক জানিবে।

রাজা চৈতন্যদেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে স্পর্শ করিবার আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, তিনি শেষে স্থির করিলেন যে, রথযাত্রার সময় চৈতন্য যখন হরিনামে উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তনের সঙ্গে যাইবেন, সেই সময় রাজবেশ পরিত্যাগ করত সামান্য বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিবেন। তাহা হইলেই চৈতন্যদেব তাঁহাকে সামান্য বৈষ্ণব বোধে প্রেমালিঙ্গনদানে পবিত্র করিবেন। অতএব সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা যে কত উচ্চ তাহা ভিখারী চৈতন্যদেবের জীবনে স্পষ্ট দেখা যায়।

* ক্ষমাবশীকৃতো লোকঃ ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ॥

ম, ভা, উ, পর্ব্ব ৩২।১০৩০।

অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বর্গস্থ দেবতাগণের নিকট তিনি সে অবস্থায় সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকেন।

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমা দ্বারা কি না সাধিত হয়? শান্তিরূপ খড়্গ যাঁহার হস্তে আছে, দুর্জ্জন ব্যক্তি তাঁহার কি করিতে পারে?

তুলসীদাস বলিয়াছিলেন—

হস্তী চলে বাজার্‌মে, কুত্তা ভূখে হাজার্‌।
সাধুন্‌কে দুর্ভাব নহি, যঁও নিন্দে সংসার॥

যেমন নগরমধ্যে হস্তীগমন করিলে সহস্র সহস্র কুক্কুর তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া শব্দ করে, কিন্তু হস্তী ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে চলিয়া যায়, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা শঙ্কিত হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য সাংসারিক লোক সমবেত হইয়া যদি কোন সাধুকে নিন্দা করে, তথাপি তাঁহার শরীরের বা চিত্তের ভাবান্তর হয় না।

চৈতন্যদেবকে তাঁহার জীবদ্দশায় বিশেষতঃ তাঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততার প্রথমাবস্থায় অনেকেই নিন্দা ও পরিহাস করিত; কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভিত না হইয়া সর্ব্বদা এই বাক্যটী পাঠ করিতেন—

পরিবদতু জনো যথা তথায়ং নন্থু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।

যেখানে সেখানে লোকে পরিবাদ করুক, মুখর বলিয়া তাহাদিগকে আমরা বিচার করিব না।

অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো বা বালেন স্বপিতা তদা।
ন ক্লিশ্যতি ন কুপ্যেচ্চ বালং প্রত্যুত লালয়েৎ॥
নিন্দিতঃ স্তূয়মানো বা বিদ্বানজ্ঞৈর্ন নিন্দতি।
ন স্তৌতি কিন্তু তেষাং স্যাদ্‌ যথা বোধস্তথাচরেৎ॥

প, দ, ৭। ২৮৭-২৮৮।

পিতা যেমন স্তনন্ধয় শিশুর প্রবৃত্ত্যনুসারী হন, অর্থাৎ অধিক্ষিপ্ত বা তাড়িত হইয়াও ক্লিষ্ট বা কোপযুক্ত হন না, বরং তাহাকে লালন করেন, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞগণকর্ত্তৃক নিন্দিত বা স্তুত হইলেও কোনপ্রকার নিন্দা বা স্তব করেন না, কিন্তু যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান হয়, তিনি এরূপ ব্যবহারই করেন।

অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বর্গস্থ দেবতাগণের নিকট তিনি সে অবস্থায় সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকেন।

যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রূক্ষং প্রিয়ং বা
যো বা হতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্য্যাৎ।
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তু-
স্তস্যেহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম্॥

ম, ভা, শান্তি পর্ব্ব ৩০১।১১০০৮।

যিনি অতিমাত্র তিরস্কৃত হইলেও রূক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন না এবং অতি-মাত্র প্রশংসিত হইলেও প্রিয়বাক্য বলেন না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্য্য নিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না, এবং হন্তার অমঙ্গল হয় এরূপ ইচ্ছাও করেন না, * তাঁহাকে এ সংসারে দেবতারাও নিয়ত স্পৃহা করিয়া থাকেন।

বিচারেণ পরিজ্ঞাতস্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রশঙ্করাঃ॥

যো, বা, স্থিতি প্রকরণ।

মনু বলিয়াছেন—

সন্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥
সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥

২।১৬৩-১৬৪।

ব্রাহ্মণ সন্মানকে বিষ এবং অপমানকে অমৃতের ন্যায় জ্ঞান করিবেন। সুতরাং সন্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া বরং অপমানেরই প্রার্থনা করিবেন। কারণ অপমানিত ব্যক্তি সুখে শয়ন করেন, সুখে গাত্রোত্থান করেন, সুখে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অপমানকর্ত্তা বিনাশ প্রাপ্ত হন।

* বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিতে ক্বচিৎ।
ন কুপ্যতি ন বা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥

স্মার্ত্ত ধৃত বৃহস্পতির বচন।

ব্রহ্মবিচার দ্বারা নিজ স্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাত্মার প্রকাশ যাঁহার সম্বন্ধে হয়, তাদৃশ ব্যক্তির দয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র শিব প্রভৃতি দেবতারাও আকাঙ্ক্ষা করেন।

এই শ্রেণীস্থ সাধকগণ শাস্ত্রীয় কোনপ্রকার বিধিনিষেধের অধীন নহেন। তাঁহারা প্রয়োজন-অনুসারে যখন যাহা ভাল বিবেচনা করেন তখন তাহাই তাঁহাদিগের শাস্ত্র। যথা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

ভা, ১১।১৮।২৮।

মুমুক্ষু হইয়া যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, কিংবা (মুক্তি বিষয়ে) অপেক্ষাশূন্য মদীয় ভক্ত হন, তিনি (ত্রিদণ্ডাদি বিশেষ বিশেষ) চিহ্ন সহিত আশ্রম সকল পরিত্যাগ করত বিধিসমূহের কিঙ্কর না হইয়া আচরণ করিবেন।

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথা তথা যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতে॥

অ, সং, ১৮।১০০।

অষ্টাবক্র কহিলেন, যাঁহার বুদ্ধি শান্তি অবলম্বন করিয়াছে, তিনি জনাকীর্ণ নগরে বা গ্রামে ধাবমান হন না, অরণ্যেও প্রবেশ করেন না। তিনি যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে যে কোন রূপে অবস্থান করেন তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকেন।

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলম্।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

কুলার্ণব তন্ত্র, নবমোল্লাস।

পর ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না, যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা আর কোন কার্য্যে আইসে না। *

---

* ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ।
স্বেচ্ছাচারপরাণাস্তু প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে॥

ম, নি, তন্ত্র, ৮।২৬৮।

বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাভিমানো যস্য বিদ্যতে।
তস্যৈব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি॥

প, দ, ধন্যাদীপ ৯।১০০

যে ব্যক্তির বর্ণাশ্রম, জীবিতকাল, বিদ্যা ও অবস্থা, ইত্যাদিতে অভিমান আছে, তাহারই প্রতি বিধি-নিষেধ-শাস্ত্রের অধিকার হয়, কিন্তু অভিমান-শূন্য তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি তাহা বিহিত নহে।*

কিং তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

ম, নি, তন্ত্র, ৩। ৯৭।

শাস্ত্রীয় শাসনের অধীন হওয়া দূরে থাকুক এই সকল অধ্যাত্মবিদ্যা-বিশারদ মহাত্মাগণ অন্যান্য ব্যক্তিগণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করেন তাহাও স্বতন্ত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

চত্বারো বেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পর্ষত্ত্রৈবিদ্যমেব বা।
সাব্রূতে যং স ধর্ম্মঃ স্যাদেকো বাধ্যাত্মবিত্তমঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১।৯।

বেদ ও ধর্ম্মজ্ঞ চারিজনব্রাহ্মণ আর তিন বেদেঅভিজ্ঞ এমন অনেক ব্রাহ্মণের নাম পর্ষৎ অর্থাৎ সভা। আবশ্যক হইলে তাঁহারা যাহাকে ধর্ম্ম বলিবেন তাহাই ধর্ম্ম, অথবা একজন নিপুণ অধ্যাত্মবেত্তা যাহা বলেন, তাহাও ধর্ম্ম।

ঈদৃশ ব্যক্তিগণের যদ্যপি বেদাদি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রকৃত বেদবিৎ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। যথা,

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

বেদকে বেদ বলি না, কিন্তু সনাতন অর্থাৎ নিত্য যে ব্রহ্ম তিনিই বেদ, এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে রত তিনিই বিপ্র ও বেদপারগ।

* যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্ জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতম্॥

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

বশিষ্ঠ দেব রামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন—
ব্রহ্মজ্ঞানের সিদ্ধাবস্থায় সাধকের এতাদৃশ ক্ষমতা জন্মে, যে তিনি অপথ্য অশুদ্ধ বিষসংযুক্ত নষ্ট ও ক্লিষ্ট বস্তুসকল ভোজন করিয়াও শীঘ্র মিষ্টান্ন ন্যায় জীর্ণ করেন। †

যদবধি জ্ঞান না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত মনুষ্যের বর্ণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র) এবং কুল, এতদুভয়ের অভিমান থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই মনুষ্যের জাতি কুলের অভিমান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়।

কা জাতিরিতি—চর্ম্মরক্তবসামাংসমজ্জাস্থীনীত্যুক্ত্বা ন জাতি রাত্মনো জাতিব্যবহারোঽপি কল্পিতঃ। ম, র, মালা,

শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, জাতি কি?—চর্ম্ম, রক্ত, বসা, মাংস, মজ্জা, অস্থি ইহাদিগের ত কোনরূপ জাতি নাই। আর আত্মার যে জাতি তাহাও কল্পনা মাত্র।

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ভা, ১১।২।৪৯

জন্ম, কর্ম্ম এবং বর্ণ (অর্থাৎ রূপ) আশ্রম ও জাতি হেতু যাঁহার এই দেহে অহং (অর্থাৎ আমি) ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই হরির প্রিয়।

মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজকে কহিয়াছিলেন—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতঃ॥
ম, ভা, মো, ধ,

ইহ লোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। আদিতে সমুদয় জগতই ব্রাহ্মণজাতিময়ছিল। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মাহইতে এক ব্রাহ্মণ জাতি রূপে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে।

† অপবিত্রমপথ্যঞ্চ বিষসম্পর্কদূষিতম্।
ভুক্ত্বা জরয়তি ক্ষিপ্রং ক্লিষ্টং নষ্টঞ্চ মিষ্টবৎ॥
যো, বা, উপ, প্রকরণ।

বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দ।

মনুষ্য মাত্রেই চিরদিন সুখের জন্য লালায়িত। তাঁহারা যে কোন কার্য্য করেন তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র কেবল সুখলাভ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রকৃত সুখ যে কোথায় এবং কিরূপ, ইহা কতিপয় তত্ত্বজ্ঞপুরুষ ব্যতিরেকে, অন্য কেহই অবগত নহেন। সংসারসুখাসক্ত ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতা নিবন্ধন ধন এবং পুত্র প্রভৃতি সাংসারিক অনিত্য বস্তু সকলকেই প্রকৃত সুখের আকর বিবেচনা করিয়া শান্তিশূন্যহৃদয়ে চিরজীবন তাহাদিগেরই সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সেই সমস্ত ক্ষণবিনাশী বস্তুকে নিতান্ত দুঃখপূর্ণ ও অশান্তিকর জানিয়া সে সকলের মধ্যে কিছুই কামনা করেন না।* অধিকন্তু সংসারী ব্যক্তিগণ ভ্রান্তবুদ্ধির বশীভূত হইয়া যাহাকে নিতান্ত রসহীন ও কঠোর জীবন বলিয়া বিবেচনা করেন; তাঁহারা শান্তি-প্রদ এবং পরমানন্দপূর্ণ জানিয়া সেই সাধকের জীবনকেই প্রাণগত যত্নের সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।—যথা,

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

গী, ২। ৬৯।

অজ্ঞানী প্রাণী সকলের পরব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা রাত্রিতুল্যা হয়, (অর্থাৎ তাহারা তদ্বিষয়ে কিছুই দেখিতে পায় না;) কিন্তু সংযমী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি কেবল সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই জাগ্রৎ থাকে। আর যে বিষয়সুখেতে

---

* দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া।
পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া॥

প, দ, ৭। ২৫৪।

অজ্ঞানী দুঃখিলোক সকল অনিত্য ভার্য্যাপুত্রাদি কামনা করত সংসারে নিমগ্ন হউক, পরমানন্দে পরিপূর্ণ আমি আর কি ইচ্ছা করিয়া সংসারে আসক্ত হইব।

সর্ব্ব প্রাণীর বুদ্ধি লিপ্ত, তত্ত্বজ্ঞানী মুনিদিগের তাহা রাত্রিতুল্য হয়, (অর্থাৎ মুনিরা বিষয়সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না) *

বিষয়সুখের উল্লেখ করিয়া দৈত্যেন্দ্রনন্দন প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দমহোদধেঃ॥

ভা, ৭।৭।৪৫।

এই সমস্ত রাজ্য সম্পত্তি এবং দেহ সমুদয়ই নশ্বর, এবং বাস্তবিক অনর্থ অথচ অর্থবৎ প্রতিভাত হইতেছে (সুতরাং অতি তুচ্ছ,) এ সমুদায় দ্বারা পরমানন্দ রসের সাগরস্বরূপ যে আত্মা তাহার কি হইবেক ?

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥

ভা, ৭।৯।৪৫।

দদ্রুপ্রভৃতি (চর্ম্মরোগ সকল) হস্তদ্বারা কণ্ডুয়ন করিলে প্রথমতঃ সুখবোধ হইলেও পরিণামে যেপ্রকার দুঃখ অনুভূত হয়, স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ গার্হস্থ্য সুখেরও সেই প্রকার দুঃখই অবসান। † কামুক পুরুষেরা পরিণামে সে সুখে

---

* The world o'erlooks him in her busy search
Of objects more illustrious in her view;
And occupied as earnestly as she,
Though more sublimely, he o'erlooks the world.
She scorns his pleasures, for she knows them not;
He seeks not hers, for he has proved them vain.

Cowper's "Winter Walk at Noon"

† সনৎকুমার নারদকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন—

সুখং বৈষয়িকং শোকসহস্রেণাবৃতং স্বতঃ।
দুঃখমেবেতি মত্বাহ নাস্মেহস্তি সুখমিত্যসৌ॥ প, দ, ১১।২১৮

তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া বস্তুতঃ বহুতর দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। বৈষয়িক সুখ সহস্র দুঃখের দ্বারা আবৃত থাকায় সে সুখও দুঃখমধ্যে পরিগণিত হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি প্রথমতঃ বলিয়াছি যে ক্ষুদ্র বস্তুমাত্রেই সুখ নাই।

রামচন্দ্র কহিয়াছিলেন—

বিষয়াশীবিষাসঙ্গপরিজর্জ্জরচেতসাম্।
অপ্রৌঢ়াত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণম্॥

বিষয়রূপ-কালসর্প-সংসর্গ দ্বারা নিত্য জর্জ্জরিতচিত্ত এবং আত্মবিবেচনাশূন্য ব্যক্তির আয়ুঃ কেবল শ্রমের কারণ হয়।

ইয়মস্মিন্ স্থিতোদারা সংসারে পরিপেলবা।
শ্রীর্মুনেঃপরিমোহায় সাপি নূনং ন শর্ম্মদা॥ যো, বা, বৈ, প্রকরণ।

এই সংসারে অতি সুন্দর মহতী যে শ্রী (ঐশ্বর্য্য) সে কেবল মোহের কারণ মাত্র, নতুবা সুখের কারণ কখনই হয় না।

বেকন বলিয়াছেন; Icannot call riches better than the baggage of virtue.

পঞ্চদশীকর্ত্তা লিখিয়াছেন—

অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥ প, দ, ৭।১৩৮

প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অর্থের উপার্জ্জনে নানা ক্লেশ, পরিরক্ষণে নানা দুঃখ, এতদ্ব্যতীত অর্থ নষ্ট হইলে মহাশোক, এবং ব্যয় হইয়া গেলেও অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে; অতএব যাহার আয় ব্যয় স্থিতি তিনটীতেই সুখ অথবা শান্তি নাই, সেই ক্লেশকারী অর্থে ধিক্ থাকুক।

সন্তানাদি হইতেও যে প্রকৃত সুখের আশা নাই তাহা শাস্ত্রকারগণ এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; যথা,—

অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্।
লব্ধোঽপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে॥
জাতস্য গ্রহরোগাদি কুমারস্য চ মূকতা।
উপনীতেঽপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে॥

কিন্তু ধীর ব্যক্তি কণ্ডূতির ন্যায় জানিয়া কামাভিলাষ সহ্য করিয়া থাকেন। অষ্টাবক্র ঋষি জনককে কহিয়াছিলেন—

আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি নির্বৃতিম্॥

অ, সং, ১৬।৩।

বিষয়-বাসনা হইতেই সকলে দুঃখ ভোগ করে,* অথচ এই গূঢ় উপদেশ কেহই জানে না। যিনি এই উপদেশ দ্বারা নির্বৃতি লাভ করেন, তিনিই ধন্য।

যূনশ্চ পারদারাদি দারিদ্র্যঞ্চ কুটুম্বিনঃ।
পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো ধনী চেন্ম্রিয়তে তদা॥

প, দ, ১২।৬২-৬৪।

সন্তান না জন্মিলে পিতা মাতার চিরকাল দুঃখ থাকে, জন্মিলে গর্ভস্রাব বা প্রসবকালে ক্লেশ হয়, এবং জাত বালকের বাল্যকালে গ্রহরোগাদি জন্য, কুমার বয়সে বাক্যের অস্ফূর্ত্তি নিমিত্ত, আর উপনয়নের পরে বিদ্যা না হওয়া জন্য, অথবা বিদ্বান্ হইলে তাহার বিবাহ নিমিত্ত, পিতা মাতারই দুঃখ হয়। পুত্রের যুবা বয়সে পরদারাদি দোষ হইলে পিতা মাতারই ক্লেশ, এবং তাহার বহু পরিবার হইলে তাহাদিগের ভরণ পোষণ জন্য, আর পুত্র ধনী হইলেও তাহার মরণ শঙ্কা নিমিত্ত, পিতা মাতারই দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে তাঁহাদিগের দুঃখের আর অন্ত নাই।

* ভগবান্ সনৎকুমার মহর্ষিসমূহকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন—

নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষুঃ নাস্তি সত্য সমং তপঃ।
নাস্তিরাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥ ম, ভা, মো, ধ,

বিদ্যার তুল্য চক্ষু নাই, সত্যের তুল্য তপস্যা নাই; অনুরাগের সমান দুঃখ নাই, এবং ত্যাগের তুল্য সুখ নাই।

নারদ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

শোকমোহভয়ক্রোধরাগক্লৈব্যশ্রমাদয়ঃ।
যন্মূলাঃ স্যুর্নৃণাং জহ্যাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থয়োর্ বুধঃ। ভা, ৭।১৩।৩৩

ধন এবং প্রাণ মনুষ্যদিগের শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, অনুরাগ, দীনতা এবং শ্রমাদির মূল। পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুই পদার্থে স্পৃহা পরিত্যাগ করিবেন।

যচ্চ কাম সুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাং॥

ম, ভা, মো, ধ, ১০১। ৬।

কি কামনার পূর্ণতা জনিত পার্থিব সুখ, কি স্বর্গীয় মহৎ সুখ, ইহারা তৃষ্ণাক্ষয় জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোড়শাংশেরও একাংশ নহে।

প্রকৃত জ্ঞানতৃপ্ত সাধকের আনন্দ উপভোগ-সম্বন্ধে অষ্টাবক্র কহিয়াছিলেন,—

আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাশেন গতার্ত্তিনা।
অন্তর্যদনুভূয়েত তৎ কথং কস্য কথ্যতে॥
সুপ্তোঽপি ন সুষুপ্তৌ চ স্বপ্নেঽপি শয়িতো ন চ।
জাগরেঽপি ন জাগর্ত্তি ধীরস্তৃপ্তঃ পদে পদে॥

অ, সং, ১৮। ৯৩-৯৪।

যিনি নিয়ত পরমাত্মাতে বিশ্রামপূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করিতেছেন, যিনি সমুদয় আশা অর্থাৎ ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি কোন বিষয়েই কষ্ট অনুভব করেন না, তিনি অন্তঃকরণমধ্যে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা কাহার নিকট কিপ্রকারে ব্যক্ত করা যাইতে পারে?

সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সুষুপ্তি অবস্থায় থাকিয়াও সুপ্ত নহেন, নিদ্রিত থাকিয়াও শয়িত নহেন, জাগরিত থাকিয়াও জাগরিত নহেন; তিনি (নিয়ত পূর্ণ আনন্দ অনুভব করিয়া) কেবল পদে পদে পরিতৃপ্ত * হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন—

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্॥
অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥

ভা, ১১।১৪।১২-১৩।

---

* শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাসার নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

"নহি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্।"

তৃপ্তির অপেক্ষা অধিক ফল কোথাও নাই।

হে সভ্য, যিনি কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া আমাতে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যে সুখ উপভোগ করেন, বিষয়ীদিগের সে সুখ কোথায়? †

---

† নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য স্বাত্মারামস্য যৎ সুখম্।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ॥

ভা, ৭।১৫।১৬।

যিনি সন্তুষ্টচিত্ত, চেষ্টাবিহীন, এবং আত্মানন্দ-সম্ভোগে রত, তাঁহার যে সুখ; যাহারা অভীষ্ট-লোভে ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত দিকে দিকে ধাবিত হইতেছে তাহাদিগের সে সুখ কোথায়?

বস্তুতঃ পার্থিব অভিষ্ট সিদ্ধির আশার সফলতাতেও, মনুষ্যের প্রকৃত-সুখ লাভ ঘটে না। আশার সম্পূর্ণ অভাব হওয়াই মানবের পক্ষে প্রকৃত সুখ লাভের এক মাত্র অবস্থা। কারণ দেখা যায় একটী আশা পূর্ণ হইতে না হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ অপর দশটী নূতন আশা আসিয়া তাহার স্থানে উপস্থিত হয়; এবং এইরূপে আশার সফলতার সহিত আশা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। সুতরাং আশাগ্রস্ত ব্যক্তি চিত্তের অস্থিরতা বা ব্যাকুলতা নিবন্ধন শান্তি সুখ কখনও লাভ করিতে পারেন না। অধিকন্তু যদি কোন একটি আশা সবিশেষ চেষ্টা দ্বারাও সফল না হয়, অথবা যদি কোন একটী বিশেষ প্রিয় ও আয়ত্তাধীন বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আশাভঙ্গ-জনিত দারুণ ক্লেশে অনেক সময় তাঁহার হৃদয় ভগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই জন্য ব্যাস লিখিয়াছেন,—

আশা বলবতী কষ্টা নৈরাশ্যং পরমং সুখং।

ম, ভা, মো, ধ, ৫।৮।

আশাই বলবতী কষ্ট, এবং আশাত্যাগই পরম সুখ।

শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেনঃ—

কোবা মৃত স্যাৎ?—সুখদা নিরাশা।

মণিরত্ন মালা।

অমৃত পদার্থ কি?—আনন্দপ্রসূ আশা-বিহীনতা।

যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, সমচেতা ও আমাকে লইয়া সন্তুষ্ট, তাঁহার সমুদয় দিক্ই সুখময়। *

It is a pleasure to stand upon the shore, and to see ships tossed upon the sea ; a pleasure to stand in the window of a castle, and to see a battle and the adventures thereof below : but no pleasure is comparable to the standing upon the vantage ground of truth (a hill not to be commanded and where the air is always clear and serene), and to see the errors, and wanderings and mists and tempests in the vale below.

Translation from Lucretius, Bacon's Essay on Truth.

* মহারাজ রামকৃষ্ণের সাংসারিক সুখের নিতান্ত অপ্রতুল ছিল না ; কিন্তু যখন তিনি পরমার্থ রসের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, তখন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে "ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।"

মহাত্মা ভীষ্মকে শম্পাক নামে এক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং শরশয্যায় থাকিয়া ভীষ্মদেবও পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি ;—যথা,—

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ং।
অত্যরিচ্যত দারিদ্রং রাজ্যাদপি গুণাধিকং ॥
আকিঞ্চন্যেচ রাজ্যেচ বিশেষঃ সুমহানয়ং।
নিত্যোদ্বিগ্নো হি ধনবান্ মৃত্যো রাস্য গতো যথা ॥
নৈবস্যাগ্নি র্নচাদিত্যো ন মৃতু র্ন চ দস্যব।
প্রভবন্তি ধনত্যাগাদ্বিমুক্তস্য নিরাশিষঃ ॥

ম, ভা, মো, ধ, ৩। ১০, ১১, ১২।

রাজ্য এবং অকিঞ্চনতা এই উভয়কে তুলাদণ্ডের উভয় দিকে স্থাপন করিলে দেখা যায় যে অকিঞ্চনতা অপেক্ষা রাজ-সুখ অনেকাংশে নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ উহাদের মধ্যে এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে, যে রাজা কিম্বা ধনবান্ ব্যক্তি ইঁহারা সর্ব্বদাই কালগ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন, কিন্তু আশা বিহীন মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগ নিবন্ধন অগ্নি, সূর্য্য, মৃত্যু, দস্যু বা অন্য কোন বস্তু হইতে কিছু মাত্র ভয় বা দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না।

ভগবান্ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে কহিয়াছিলেন—

পূর্ণে মনসি সংপূর্ণং জগৎ সর্ব্বং সুধারসৈঃ।
উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য যথা চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

সেই পূর্ণ পুরুষ দ্বারা মন পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ সুধারস দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। যেমত যে ব্যক্তির চরণ পাদুকাবৃত, তাহার নিকটে সকল ভূমিই চর্ম্মাবৃত বোধ হয়, সেইরূপ।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে কহিয়াছিলেন,—

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য।
সর্ব্বাণি ভূতানি মধু॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৫।১২।

এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদয় প্রাণীর মধুস্বরূপ; সমুদয় প্রাণীও এই সত্যের নিকট মধুরূপে প্রকাশবান্।

পঞ্চদশীকর্ত্তা শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ মুনি পরিতৃপ্ত ভূপতির সুখের সহিত আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সুখের তুলনা করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন;—

যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্।
সৈন্যোপেতঃ সর্ব্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্॥
সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ।
যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ তমশ্নুতে॥

প, দ, ১৪।২১-২২।

যুবা পুরুষ, রূপবান্, বিদ্বান্, নীরোগশরীর, বুদ্ধিমান্ ও বহুসৈন্যবিশিষ্ট হইয়া বিত্তপূর্ণ সসাগরা পৃথিবী শাসন করত সমুদয় মানুষানন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত ভূপতিরা যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তত্ত্বজ্ঞানী সতত তাহা উপভোগ করেন।

নিষ্কামত্বে সমেঽপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে।
দুঃখমাসীদ্ভাবিনাশাদতিভীরনুবর্ত্ততে॥

নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাতস্তদানন্দোঽধিকোঽন্যতঃ।
গন্ধর্ব্বানন্দ আশাস্তি রাজ্ঞোনাস্তি বিবেকিনঃ॥

প, দ, ১৪।২৬-২৭।

পূর্ব্বোক্ত রাজা ও বিবেকী উভয়েরই কামনার অভাববিষয়ক সুখ সমান হইলেও রাজ্যরক্ষার সাধনসঞ্চয়জন্য ও ভবিষ্যদ্বিনাশের ভয় জন্য রাজার দুঃখ হয়; কিন্তু বিবেকীর সে উভয়ই হয় না, অতএব তাঁহার আনন্দকে অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায়।* আর রাজার গন্ধর্ব্বানন্দে বাঞ্ছা হয়, বিবেকীর তাহাতেও বাসনা হয় না।

---

* বশিষ্ঠদেব এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—

ন তথা ভাতি পূর্ণেন্দুর্ন পূর্ণঃ ক্ষীরসাগরঃ।
ন লক্ষ্মীবদনং কান্তং স্পৃহাহীনং যথা মনঃ॥

যো, বা, উপ, প্রকরণ।

পূর্ণিমার চন্দ্র তেমন দীপ্তি পায় না, পরিপূর্ণ ক্ষীরসাগরের তরঙ্গলহরী তেমন দীপ্তি পায় না, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ব্যক্তির মুখ তেমন দীপ্তি পায় না, মানবের মন স্পৃহাপরিশূন্য হইলে যেমন দীপ্তি পায়।

নচ ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যান্ন কোষাদ্রত্নধারিণঃ।
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্মহত্বোপবৃংহিতাৎ॥

যো, বা,

মহাচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফল লাভ হয়, অপর ব্যক্তির রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার এবং ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য লাভেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

কল্পান্তপবনা বান্তু যান্তু চৈকত্বমর্ণবাঃ।
তপন্তু দ্বাদশাদিত্যা নাস্তি নির্ম্মনসঃ ক্ষতিঃ॥

কল্পান্ত-পবন বহন করুক, কিংবা সপ্তসমুদ্র একত্ব প্রাপ্ত হউক, অথবা দ্বাদশ সূর্য্য জগৎকে সন্তপ্ত করুক, মনোহীন নিস্পৃহ ব্যক্তির কিছুতেই ক্ষতিবোধ নাই।

সংসারের সুখমাত্রেই দুঃখমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারের কোন পদার্থেই নাই; কিন্তু সাধকগণ যে পথে গমন করেন, তথায় নিরবচ্ছিন্ন সুখই বর্ত্তমান। অধিক কি সাধকগণ যে মুক্তি লাভের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করেন,

দুঃখের আত্যন্তিক অভাব হওয়াই তাহার স্বরূপ। ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি গৌতম অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির স্বরূপ এইরূপ বলেন;—যথা, "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের অপবর্জ্জন বা অভাবরূপ যে সম্পূর্ণ সুখাবস্থা তাহারই নাম অপবর্গ বা মুক্তি।

যে সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই তাঁহারাও বিবিধপ্রকার দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মনুষ্যগণকে মুক্তি সাধন করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাংখ্য দর্শন যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তথাপি মুক্তি সাধন করিতে সকলকেই অনুরোধ করিয়াছেন। সাংখ্যের মতে মুক্তি এই যে, "আত্মার সহিত সুখ দুঃখাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্মের যে বিম্ব প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ আছে তাহার উচ্ছেদ সংঘটনের নামই মুক্তি। যথা, কপিল, পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।" সুখদুঃখাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম সকল যখন আত্মাতে লিপ্ত না হয়, কপিলের মতে তখনই আত্মার মুক্তাবস্থা।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক রাজপুত্র গৌতম জীবাত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে এক "কর্ম্মের" উল্লেখ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার পাকতঃ (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) উভয়ই স্বীকার করা হইয়াছে। তিনি জরা মরণ ও পীড়া জনিত দুঃসহ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই "নির্ব্বাণ" সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাণের অর্থ রিজ ডেভিড্ সাহেব তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন;—

"Nirvana is therefore the same thing as a sinless, calm, state of mind; and if translated at all, may best, perhaps, be rendered 'holiness'—holiness, that is, in the Buddhist sense, perfect peace, goodness, and wisdom."

"Buddhism" by Rhys David, Chap. Iv, p. 112.

বুদ্ধবংশলেখক নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, নির্ব্বাণ অর্থে মনুষ্যের সত্তা বিলোপ বা একেবারে মহাবিনাশ নহে; কেবল

প্রকৃতি বা মায়া।

এই জগতের সৃজন-পালনাদিতে পরমেশ্বরের যে শক্তি নিযুক্ত আছে তাহারই নাম প্রকৃতি বা মায়া।* ইহাকে স্বভাব, প্রধান, বা অব্যক্ত শব্দেও

মাত্র ভ্রম, ঘৃণা এবং তৃষ্ণা এই তিনটীর আত্যন্তিক উচ্ছেদই নির্ব্বাণশব্দে কথিত হয়।

এ বিষয়ে প্রফেসার মোক্ষ মূলার এইরূপ কহেন—

"If we look in the dhamma-pada at every passage where Nirvana is mentioned there is not one which would require that its meaning should be annihilation, while most if not all, would become perfectly unintelligible if we assigned to the word Nirvana, that signification."

Buddha Ghosha's Parables p. xli.

এতাবতা মুক্তিসম্বন্ধে যে কয়েকটী শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মুক্তির ভাব পক্ষে অনৈক্য থাকিলেও অভাবপক্ষে প্রায় সকলেরই ঐকমত্য আছে। এই রোগ, শোক, জরা মৃত্যুময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানিব্যক্তিগণ চিরকালই "মুক্তি" রূপ নিরাপদ স্থান লাভ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা আনন্দের প্রস্রবণ-স্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের শরণাগত না হইয়া অন্য উপায়ে মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছিলেন তাঁহারা বহু সাধন দ্বারা নিজ নিজ আত্মাতে নিদ্রার ন্যায় একপ্রকার সুখদুঃখবর্জ্জিত অবস্থা আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ রূপ যথার্থ মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন নাই। অতএব যাঁহারা এই পৃথিবীতে যথার্থ সুখ চান, তাঁহারা সুখস্বরূপ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করুন। নতুবা সংসারে সুখ অন্বেষণ করা কেবল মরীচিকায় জল অন্বেষণ করার ন্যায় বৃথা মাত্র।

---

* ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধজগদ্বিচিত্রনির্ম্মাণসমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ। "নিরালম্বোপনিষদ্।"

সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী। জ্ঞা, স, তন্ত্র।

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥ ভা, ৩।৫।২৬।

হে মহাভাগ, ভগবান্ আপনার যে সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহারই নাম মায়া।

পরমেশ্বরের এই সৃষ্টি শক্তিকেই দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তিদিগের উপাসনার সুবিধার নিমিত্ত তন্ত্রাদি শাস্ত্রে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যথা,

"যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ৫।

ভগবান্ শিব পার্ব্বতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

মহত্তত্ত্বাদি ভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ॥

নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্।

তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা॥

করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কলিকা পরা॥

কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে॥ ৪র্থ উল্লাস।

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ।

অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্মনসগোচরম্॥

মনসোধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।

সূক্ষ্মধ্যান প্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥

অরূপায়াঃ কলিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।

গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥ ম, নি, তন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস।

ভগবান্ মহেশ্বর কল্পিত কলিকামূর্ত্তির স্থূলধ্যান কহিতেছেন।

মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীম্।

পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিলসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্॥ ইত্যাদি। ৫ম উল্লাস।

প্রকৃতির এইরূপ স্থূলধ্যান শুনিয়া পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব, প্রকৃতিসম্ভূত এই যে জগৎকার্য্য কেবল ইহারই রূপ (অর্থাৎ বাহ্যদৃশ্য) আছে।

কিন্তু যে, আদি শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি হইতে মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা অতিসূক্ষ্ম (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম), অতএব তাহার রূপনিরূপণ কিরূপে সম্ভবে?—যথা,

দেব্যুবাচ

মহদ্যোনেরাদিশক্তের্ম্মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্॥
রূপপ্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা।
এতন্মে সংশয়ং দেব! বিশেষাচ্ছেত্তুমর্হসি॥

শ্রীসদাশিব উবাচ

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্॥

ভগবান্ শিব এক্ষণে কোন্ কোন্ গুণক্রিয়ার অনুসারে কি কি প্রকার দেবীরূপ কল্পনা করা হইয়াছে তাহাই বলিতেছেন।

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥
অতস্তস্যাঃকালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্॥
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নিত্যৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥ ইত্যাদি
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥

ম, নি, তন্ত্র ১৩শ উল্লাস।

বস্তুতঃ অগ্নি হইতে যে প্রকার অগ্নির দাহিকা শক্তির অতিরিক্ত সত্তা নাই, সৎবস্তু পরব্রহ্ম হইতেও সেইরূপ পরমেশ্বরের মায়া বা সৃষ্টিশক্তির অতিরিক্ত সত্তা নাই, উহা ব্রহ্মেরই শক্তি। সুতরাং স্বতন্ত্র দেবীরূপে তাহার যে বর্ণনা সে কেবল কল্পনা মাত্র। (প, দ, ২য় পরিচ্ছেদ দেখ।)

স্থানে স্থানে উল্লেখ করা হয়, উহা তিন অংশে বিভক্ত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।* যাহা প্রকৃতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সূক্ষ্ম, শান্ত ও উজ্জ্বল গুণ তাহাই, সত্ত্ব; যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থূল ও মলিন গুণ তাহা তমঃ। রাজোগুণ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং চঞ্চল ধর্ম্ম প্রযুক্ত এই উভয় গুণের পরিচালক। সৃষ্টির প্রাক্-কালে প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় উক্ত সত্ত্বাদি গুণত্রয় সাম্য, সঙ্কোচ, বা যুক্ত অবস্থায় অবস্থিতি করে। এই কারণবশতঃ পরমেশ্বরের মায়া বা সৃষ্টিশক্তিকে শাস্ত্রে অনেক স্থলে যোগমায়া † শব্দে উল্লেখ করা হয়। (গী, ৭।২৫) এত-দ্ব্যতীত শাস্ত্রকারগণ উহাকে মহামায়া, গুণময়ী মায়া, মহাযোগিনী ইত্যাদি শব্দেও কোন কোন স্থলে অভিহিত কয়িয়াছেন।

কালসহকারে উক্ত গুণত্রয় বৈষম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিলেই সৃষ্টিকার্য্য প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। পুরুষপদবাচ্য পরমেশ্বরের ইচ্ছা ‡ বা কামনার সংযোগে প্রকৃতির বিকার বা গুণবৈসম্যরূপ যে প্রথম

এ সম্বন্ধে ভগবান্ শিব বলিয়াছিলেন—

অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ।
ঈশ্বরান্নির্গতা সা হি প্রকৃতির্গুণবন্ধনা॥ জ্ঞা, স, তন্ত্র,

ঈশ্বর স্বয়ং অবিনাশী। এবং প্রকৃতিও অক্ষরা অর্থাৎ অবিনাশশীলা বলিয়া কথিত হয়। সেই অক্ষর পরমেশ্বর হইতেই এই ত্রিগুণযুক্তা প্রকৃতি নির্গতা হইয়াছে।

* সত্ত্বরজস্তমঃসমতারূপৈব মূলপ্রকৃতিঃ। মনু ১।১৬। কুল্লুকভট্ট।
"গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ।" স্বামিগীতা ১৪।৫।

† সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন সত্ত্বাদিগুণত্রয় সাম্য বা যুক্ত অবস্থায় থাকে, তখন পরমেশ্বর সৃষ্টি সম্বন্ধে একপ্রকার নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থিতি করেন; একারণ শাস্ত্রকারগণ তাঁহার সেই অবস্থাকে যোগনিদ্রা শব্দে কহিয়া থাকেন।

‡ কারণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে শক্তি কার্য্য করিতে পারে না। ইচ্ছাবিহীন শক্তি জড়মাত্র। পরমেশ্বরের ইচ্ছাই এই জগতের নিমিত্ত কারণ; এবং তাঁহার শক্তি এই জগতের পরিণামী বা উপাদান কারণ স্বরূপ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে পরমেশ্বরই এই জগতের সম্পূর্ণ কারণ।

এই কারণ বশতঃই বেদান্তশাস্ত্রে পরমেশ্বরকে এই জগতের কেবল ‘ বিবর্ত্ত ’ কারণ রূপে উপদেশ করা হইয়াছে।

“যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ।

* * * *

তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ মু, উ, ১।১।৭। শ্রুতি।

ঊর্ণনাভি যেমন ইচ্ছাবশতঃ আপনার উদর হইতে তন্তু সৃজন করে, এবং ইচ্ছা হইলে সেই তন্তু পুনর্ব্বার আপনার উদরমধ্যে সংহরণ করিয়া থাকে, সেই রূপ সত্যকাম পরমেশ্বর ইচ্ছাক্রমে নিজ অব্যক্ত শক্তি হইতে এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং ইচ্ছা হইলে পুনর্ব্বার এই ব্যক্ত শক্তিস্বরূপ বিশ্ব সংসারকে ইহার অব্যক্ত কারণাবস্থাতে সংবরণ করিতেও পারেন।

উন্মীলতি জগৎ সর্ব্বং চক্ষুষো যস্য মীলনাৎ।
নিমীলনাৎ লয়ং যাতি জগৎ সসুরমানুষম্॥
সৃজত্যবতি সংহারং করোতি শক্তিশক্তিধৃক্॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১।১৫-১৬।

যে ভগবানের চক্ষুর উন্মেষণকালে এই সমস্ত জগৎসংসারের উৎপত্তি হয়, পুনর্ব্বার যাঁহার চক্ষুর নিমীলনকালে দেবমনুষ্যাদি-সহিত এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়, সেই শক্তিধর পরম পুরুষ স্বীয় শক্তি দ্বারা অবিরত সৃজন পালন এবং নিধন রূপ লীলা করিয়া থাকেন।

আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুনা।
আরম্ভপরিণামাদিচোদ্যানাং নাত্র সম্ভবঃ॥ প, দ, ৬।১৮৬।

অতএব যখন ঈশ্বরের জগৎআবির্ভাব ও তিরোভাব করিবার শক্তি আছে; তখন কেবল মাত্র পরিণামি কারণ বা নিমিত্তকারণবাদীদিগের মত তাঁহাতে সম্ভব হয় না। তিনি এই জগতের সম্পূর্ণ কারণ ইহাই সিদ্ধ হয়।

পরমেশ্বর যে স্বয়ং এই জগৎকার্য্য রূপে পরিণত হইয়াছেন তাহা কখনও সম্ভব নহে। কারণ অংশ সম্ভব বিহীন একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মবস্তু যদি স্বয়ং জগৎকার্য্য রূপে পরিণত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত অংশই একবারে জগৎকার্য্য স্বরূপ হইয়া যাইত; তিনি আর নিজে স্বতন্ত্র ব্রহ্ম স্বরূপে থাকিতে পারিতেন না। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিরংশ

সৃষ্টি হয় তাহার নাম "মহৎ"। * মহৎ বা মহত্তত্ত্ব শব্দের অর্থ ঈশ্বরের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় বুদ্ধি। † সৃষ্টির প্রাক্‌কালে পরমেশ্বর যোগনিদ্রাভিভূত ছিলেন; এক্ষণে জাগরিত হইলেন, অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলেন। এবং তৎফলস্বরূপ সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহাতে সৃষ্টিসম্বন্ধীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। সৃষ্টিসম্বন্ধীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ার পরেই শাস্ত্রকারগণ পরমেশ্বরে যে অহং বা আমিত্ব-বোধ উৎপন্ন হওয়ার কল্পনা করিয়াছেন তাহারই নাম অহংতত্ত্ব বা অহংকারতত্ত্ব। ‡

পরমেশ্বরে অংশ সম্ভব হয় না। (প, দ, ২।৫২।) (সগুণব্রহ্ম ও নির্গুণব্রহ্ম নামক প্রস্তাব দেখ।)

বেদান্তসারের অধিকরণ মালায় এইরূপ লিখিত আছে; যথা,—

মায়াভি র্ব্বহুরূপত্বং ন কার্ৎস্ন্যান্নাপিভাগতঃ।

যুক্তোঽনবয়বস্যাপি পরিণামোঽত্র মায়িকঃ॥ বে, সা, অ, ২।১।৯।

মায়া অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি দ্বারা বহুরূপত্ব কথিত হইয়াছে। নতুবা যথার্থতঃ ঈশ্বর স্বয়ং জগৎ কার্য্যরূপে পরিণত হন নাই। এমন কি তাঁহার একটু ক্ষুদ্র অংশ পর্য্যন্ত ও, জগৎকার্য্য রূপে পরিণত হয় নাই।

"ন কার্ৎস্ন্যান্নাপি ভাগতঃ" সাম্যক্ রূপেও নয়, ভাগ বা অংশ রূপে ও নয়। কেবল তাঁহার বিচিত্র মায়াশক্তি দ্বারা তিনি এই জগৎকে অসৎ হইতে সৎভাবে আনিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে ইহার পরিনামী (বা উপাদান) কারণ রূপে বলা হয় মাত্র।

* "আদ্যস্তু মহতঃ সর্গোগুণবৈষম্যমাত্মনঃ।" ভা, ৩।১০।১৪।

† মনোমহান্ মতি র্ব্রহ্মাপূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।

প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সংবিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুধৈঃ॥

বায়ু ব্রহ্মাণ্ড এবং লিঙ্গ পুরাণ।

'মনঃ,' 'মহৎ,' 'মতি,' 'ব্রহ্মা,' 'পুর,' 'বুদ্ধি,' 'খ্যাতি,' 'ঈশ্বর,' 'প্রজ্ঞা,' 'চিতি,' 'স্মৃতি,' 'সংবিৎ,' বিরুদ্ধ জ্ঞানের অভাব বা 'বিপুর' এই ত্রয়োদশটী মহৎ বা মহত্তত্ত্বের অর্থ।

‡ মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদহংতত্ত্বং ব্যজায়ত। ভা, ৩।৫।৩০।

(বিষ্ণুপুরাণে মহৎ ও অহংকারের পর পর সৃষ্টি না হইয়া একত্রে সৃষ্টি হওয়ার উল্লেখ আছে)।

বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে পরমেশ্বর একেবারেই অহংবুদ্ধিশূন্য ও জ্ঞান বিরহিত ছিলেন তাহা নহে। (ভা, ৩।৫৪-২৬।) এরূপ হইলে আদৌ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও তাঁহাতে উদয় হইতে পারিত না। এখানে পরমেশ্বরে অহং বা আমিত্ব বোধ উৎপন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, সৃষ্টি উৎপন্ন করিতে গিয়া পরমেশ্বর সৃষ্টি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিলেন। অর্থাৎ আপনাকে 'অহং' এবং সৃষ্টিকে 'ইদং' বলিয়া বোধ করিলেন। * পৌরাণিক শাস্ত্রকারগণ এই "অহংতত্ত্বকে পুনর্ব্বার সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক এই তিন প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ তামসিক অহংকার তত্ত্ব বিকৃত হইলে তাহা হইতে পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চের উৎপত্তি হয়। † (ভা, ২।৫।২৫-২৯) তদনন্তর ঐ ভূতসমষ্টির মিলিত সত্ত্বাংশে সাত্ত্বিক অহংকার দ্বারা মন এবং রাজসিক অহংকার দ্বারা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। প্রাণ রাজসিক অহংকার দ্বারা ভূতসমষ্টির মিলিত রজ অংশে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ এক একটী করিয়া প্রত্যেক ভূতের সত্ত্বাংশে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ এক একটী করিয়া প্রত্যেক ভূতের রজ অংশে রাজসিক অহংকার দ্বারা উৎপন্ন হয়। যথা, আকাশ শব্দগুণের আধার এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধ, একারণ আকাশের সত্ত্বাংশে শ্রবণেন্দ্রিয়; জ্যোতির গুণ রূপ এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত রূপের সম্বন্ধ, একারণ জ্যোতির

---

* যাবৎ কিঞ্চিদ্ভবেদেতদিদংশব্দোদিতং জগৎ।

প, দ, ২।১৩।

† পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে স্থূল আকাশের উপাদান স্বরূপ সূক্ষ্ম আকাশের উৎপত্তি হয়। ঐ সূক্ষ্ম আকাশের মধ্যে সূক্ষ্মবায়ুর বীজ নিহিত থাকায় তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্ম বায়ু উৎপন্ন হইল। ঐ সূক্ষ্ম বায়ু হইতে সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ, সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ হইতে সূক্ষ্ম জল, এবং সূক্ষ্ম জল হইতে সূক্ষ্ম পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্তগুলিকে প্রধান ও শেষোক্ত গুলিকে অপ্রধান কহে, কিন্তু প্রথমোক্তগুলি হইতে শেষোক্তগুলির এক একটী করিয়া গুণসংখ্যা অধিক; যথা আকাশের কেবল শব্দগুণ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, জ্যোতির শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ; জলের শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

সত্ত্বাংশে দর্শনেন্দ্রিয়; ইত্যাদি। * (ভা, ২।৫। এবং প, দ, ১।১৯-২২।) এতদ্ব্যতীত বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের অধিষ্টাতা চন্দ্র, এবং দিক্, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দশ দেবতার উৎপত্তি হওয়ারও উল্লেখ আছে। †

যে প্রকৃতি হইতে এই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, জীবাত্মার উৎপত্তি সেই প্রকৃতি হইতে (অর্থাৎ প্রকৃতির সে অংশ হইতে) হয় নাই। জীবাত্মার জন্মস্থান সাক্ষাৎ পরমাত্মস্বরূপ বিশুদ্ধ প্রকৃতি। যথা,

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কারইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

গীতা, ৭।৪-৫।

---

* মন প্রাণ ও বুদ্ধি ভূতসমষ্টির একত্রীভূত সত্ত্ব ও রজ অংশে উৎপন্ন না হইয়া যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় এক একটী বিশেষ ভূতের সত্ত্ব বা রজ অংশে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে এক একটী বিশেষ ভূতের প্রতি উহাদের অসাধারণ অনুরাগ থাকিত) কিন্তু তাহা নহে।

† বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ ॥ ভা, ২।৫।৩০

ইহাদিগকে পাছে কেহ জীবন্ত দেবতারূপে বিবেচনা করেন এই আশঙ্কা নিবারণার্থে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার বেদান্তের ২।৪।১৪-১৫-১৬ সূত্রে এইরূপ মীমাংস করিয়াছেন, যথা—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদা মননাৎ।" জ্যোতি প্রভৃতির অধিষ্ঠান দ্বারা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়গণের দীপ্তিস্বরূপ বিধায় দেবতা ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা শব্দের বাচ্য; নতুবা উহারা যদি জীবন্ত দেবতা হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা হইত তবে উহারাই ইন্দ্রিয়গণের ফল ভোগ করিত। কিন্তু তাহা নহে, "প্রাণবতা শব্দাৎ" প্রাণবিশিষ্ট যে জীবাত্মা তিনিই ইন্দ্রিয়ের ফল ভোগ করেন। "তস্য চ নিত্যত্বাৎ।" আরও ভোগ বিষয়ে জীবাত্মা নিত্য, অর্থাৎ

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার এই আটটী (এবং শেষ তিনটীর কারণ-স্বরূপ অহংতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব এবং অবিদ্যা *) ইহারা আমার অপর অর্থাৎ নিকৃষ্ট প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু জীবরূপে যে প্রকৃতি এই জগৎকে ধারণ করে তাহাকেই আমার উৎকৃষ্ট প্রকৃতিরূপে জানিবে।

শঙ্করাচার্য্য ঐ বচনের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,

অন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি।

অর্থাৎ যে বিশুদ্ধ প্রকৃতি হইতে জীবাত্মা জন্মিয়াছে তাহাকে "মমাত্মভূতা" (অর্থাৎ আমার স্বরূপ) বলিয়া জানিবে। †

যেরূপ সূক্ষ্ম ভূত সকলকে (পঞ্চ) তন্মাত্র কহে, সেইরূপ জীবাত্মার সহিত ইন্দ্রিয়াদিকে "আত্মমাত্র" কহা যায়। (মনু ১।১৬।) শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে ইহাকে প্রজ্ঞামাত্রা কহিয়াছেন। (১।১।৩১।) এই সকল সৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম; ভাগবতে এই সৃষ্টিকে কেবল ভাবরূপী বলিয়াছেন। যাহা

মৃত্যুর পরেও জীবাত্মা সূক্ষ্ম দেহের সহযোগে ইন্দ্রিয়াদির ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

* ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে অবিদ্যাসৃষ্টির কথা আছে। উহাই জীবগণের অবুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। অবুদ্ধি দ্বিবিধ, আবরণ ও বিক্ষেপ। যে অজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত বস্তু আচ্ছন্ন থাকে তাহার নাম আবরণ। আর যদ্দারা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম হয় তাহার নাম বিক্ষেপ। যথা, রজ্জুতে সর্পের ভ্রম স্থলে আবরণ জন্য উহাতে রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হইল না, এবং বিক্ষেপ নিবন্ধন উহাতে সর্পের ভ্রম হইল।

† মুণ্ডকোপনিষদের ২।১।১ শ্রুতিতে এবং মনুসংহিতার ১২।১৫ শ্লোকে সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি হওন বিষয়ে, অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হওয়ার উপমা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা যেন কেহ এরূপ বিবেচনা না করেন যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ অগ্নিব্যতীত অপর কিছু নহে, জীবাত্মাও সেইরূপ পরমাত্মা ব্যতীত অপর কিছু নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনু স্বতন্ত্র জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (এই জীবাত্মার ভোগের জন্যই জগতের যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে। যথা প, দ, ১।১৮।)

হউক, এই সকল সূক্ষ্ম মাত্রা বহুকাল পর্য্যন্ত অসংহত অর্থাৎ অমিলিত বা অপঞ্চীকৃত অবস্থায় ছিল; তখন ইহারা কোনরূপে জগৎনির্ম্মাণের উপযুক্ত ছিল না। পশ্চাৎ উপযুক্ত সময়ে সূক্ষ্ম ভূতগণ পঞ্চীকৃত * হইল, এবং আত্ম-মাত্রা সকল উহাদের সহিত সমবেত হইয়া রহিল। সেই পঞ্চীকৃত ভূত সকল হইতেই ভূরাদি লোক সকল সৃষ্ট হইয়াছে।

(বেদান্ত ভিন্ন) অপরাপর শাস্ত্রের মত এই যে, মিলিত পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীবাত্মা কালক্রমে হিরণ্য ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী একটা বৃহৎ অণ্ডরূপে পরিণত হইল। † প্রথমে পঞ্চভূত একাকারে মিশ্রিত থাকায় উহা

---

* পঞ্চভূতের আদিম সূক্ষ্মাবস্থা জগৎনির্ম্মাণের উপযুক্ত ছিল না। কালক্রমে এক এক সূক্ষ্ম ভূতের অর্দ্ধেকের সহিত অপর চারি চারি ভূতের অষ্টম অংশ মিশ্রিত হইয়া প্রত্যেকেই পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করে। সেই পরিণতিকে পঞ্চীকরণ কহে। যথা,

পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্॥
দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে॥

প, দ, ১।২৬-২৭।

পরমেশ্বর আকাশাদি পঞ্চভূতকে পঞ্চীকৃত করিলেন। অর্থাৎ আকাশাদি প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া পশ্চাৎ সেই দুই দুই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া (স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধ অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশেতে সেই চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে সকল ভূতই প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ হইল। যথা, স্থূল আকাশ = $\frac{১}{২}$ সূক্ষ্ম আকাশ, + $\frac{১}{৮}$ সূক্ষ্ম বায়ু, + $\frac{১}{৮}$ সূক্ষ্ম তেজ, + $\frac{১}{৮}$ সূক্ষ্ম জল, + $\frac{১}{৮}$ সূক্ষ্ম পৃথিবী। ইত্যাদি।

† "তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।"
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ মনু ১।৯।

মনু বলেন, পরমাত্মা প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে, কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে এই মনে করিয়া প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে তাহাতে স্বীয় শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন। (টীকাকার কুল্লুক ভট্ট কহেন, এখানে মহদহঙ্কারাদি

সৃষ্টি হইলে তবে জল সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবেক।) অর্পিত বীজ হেমনির্ম্মিতের ন্যায় ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত একটী অণ্ড হইল; ঐ অণ্ডে সর্ব্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম্যপরিমিত এক বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক (অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মার এইরূপ অধিষ্ঠান প্রাকৃতিক প্রলয়ের পরে বুঝিতে হইবেক; নতুবা প্রতি নৈমিত্তিক প্রলয়ের পরে নহে) অণ্ড দ্বিধা হউক এই চিন্তামাত্র সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিলেন। ব্রহ্মা সেই দুই খণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ ও অধঃখণ্ডে পৃথিবী করিলেন। এবং মধ্যভাগে আকাশ অষ্ট দিক এবং চিরস্থায়ী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় প্রস্তুত করিলেন (মনু ১।৮-১৩।) এখানে (ঊর্দ্ধভাগ অর্থে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ জ্যোতিঃ বায়ু ও আকাশরূপ মণ্ডলাকার আবেষ্টন বুঝিতে হইবেক; তাহা অণ্ডেরই অন্তর্গত। নতুবা পৃথিবীর ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ হওয়া অভিপ্রায় নহে। কারণ, প্রকৃত ঊর্দ্ধ অধঃ বিশ্বসংসারের মধ্যে নাই; যেখানে অনন্তের ব্যাপার, সেখানে ঊর্দ্ধ-অধঃ কোথায়? আমরা যদি ঊর্দ্ধমস্তকে ঊর্দ্ধে থাকি, আমেরিকা-বাসিগণ তাহা হইলে ঊর্দ্ধপদে নিম্নমস্তকে নিম্নে আছেন; এবং আমেরিকা-বাসিগণ যদি ঊর্দ্ধে থাকেন, আমরা তাহা হইলে নিম্নে আছি, কারণ আমরা মূল অণ্ডস্বরূপ পৃথিবীর যে দিকে বাস করি, তাঁহারা তাহার বিপরীত দিকে বাস করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা যে কেবল বর্ত্তমান ইউরোপীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত তাহা নহে আমাদিগের দেশের প্রাচীন আচার্য্যগণও জ্যোতিষ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ভাগবত-পাঠে জানা যায়, মহর্ষি কর্দ্দম তাঁহার পত্নী দেবহুতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া কামচারী মহৎ বিমানে আরোহণ করত পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তথায় পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে; যথা,

প্রেক্ষয়িত্বা ভুবোগোলং পত্নৈ যাবৎ স্বসংস্থয়া। ••
বহ্বাশ্চর্য্যং মহাযোগী স্বাশ্রমায় ন্যবর্ত্তত॥ ভা, ৩।২৩।৪৩।

মহাযোগী কর্দ্দম এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বীপবর্ষাদি রচনা অনুসারে অশেষ-আশ্চর্য্য-পূরিত এই পৃথিবী যে গোলাকার ইহা পত্নীকে প্রদর্শন করিয়া অবশেষে আপন আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে লেখা আছে "ভূমেঃ অয়ং পিণ্ড-

কৃতঃ।" এই পৃথিবীরূপ অণ্ড গোলাকার। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন, "সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈ শ্চিতঃ। কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেসরপ্রসরৈরিব।" কদম্বপুষ্পের গ্রন্থি যেরূপ কেসরসমূহ দ্বারা বেষ্টিত থাকে তদ্রূপ পৃথিবীরূপ অণ্ড বন, পর্ব্বত গ্রাম, চৈত্য দ্বারা সম্যক্ বেষ্টিত রহিয়াছে। তিনি ইহার আরও এই যুক্তি দিয়াছেন যে, যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে বিনা আধারে এই পৃথিবী শূন্যে স্থিতি করিতে পারে না সুতরাং পৃথিবীর কোন মূর্ত্তিমান্ আধার আছে, তথাপি সেই আধারের আশ্রয় জন্য দ্বিতীয় আধার আবশ্যক, এবং সেই দ্বিতীয় আধারের জন্য তৃতীয় আধারের আবশ্যক। এই প্রকারে আধারের আর শেষ হয় না। অতএব যদি অবশেষে এমন এক আধারের কল্পনা করিতে হয় যে, সে স্বীয় শক্তি দ্বারা শূন্যে অবস্থিতি করিতে পারে; তবে প্রথম যে পৃথিবী তাহারই এমন শক্তি কেন না স্বীকার কর। বিশেষতঃ অন্যান্য গ্রহগণ যখন শূন্যে স্থিতি করিতেছে, তখন পৃথিবীই বা সেরূপ না পারিবে কেন? আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন "ভ-পঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্ত্যাবৃত্ত্য প্রতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহানাম্।" নক্ষত্রমণ্ডল স্থির আছে, কেবল পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে, তাহাতেই গ্রহনক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইতেছে। ঋগ্বেদসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম বর্গে এইরূপ শ্রুতি আছে,—

প্রজানন্মিত্রোদাধার পৃথিবী ভূতদ্যাঃ মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে।

জগদ্বন্ধু সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রত্যেক বস্তুধৃত হইয়া আছে, পৃথিবী প্রভৃতিকে সূর্য্যই আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, সূর্য্যের আকর্ষণ হইতে পৃথিবী মুহূর্ত্ত কালের জন্যও মুক্ত নহে। অতএব সূর্য্য যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে না, পৃথিবীই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে—এই শ্রুতি বচন দ্বারা ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। কারণ আকর্ষণকর্ত্তা আকৃষ্ট বস্তুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে এ কথা সঙ্গত নহে; আকৃষ্ট বস্তু যে আকর্ষণকর্ত্তার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, ইহাই সঙ্গত।

ভাগবতে আছে, "ঐ সকল তন্মাত্র ও আত্মমাত্রা পূর্ব্বে অমিলিত থাকায় জগৎনির্ম্মাণের অনুপযুক্ত ছিল। পরে পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া পরস্পর প্রধানত্ব ও অপ্রধানত্ব স্বীকারপূর্ব্বক সমষ্টিব্যষ্টিময় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিল। (অর্থাৎ প্রধান ভূতগুলি অপ্রধান ভূতগুলিকে বেষ্টন করিল।) এই

অতি তরল ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে মূল অণ্ডস্বরূপ পৃথিবীর গাত্রে জল, জ্যোতিঃ, বায়ু এবং আকাশ পৃথক পৃথক্ ভাবে জমিতে লাগিল। জল পৃথিবীর কারণ এবং পৃথিবী অপেক্ষা লঘু, সুতরাং জল পৃথিবীকে বেষ্টন ও প্লাবিত করিয়া রহিল। * এইরূপে জ্যোতিঃ জলকে, বায়ু জ্যোতিকে, এবং আকাশ বায়ুকে বেষ্টন করিল। (অর্থাৎ প্রধান ভূতগুলি অপ্রধান ভূতগুলিকে বেষ্টন করিয়া পরস্পর তাহাদের আবরণ স্বরূপ হইয়া থাকিল। এতদ্ব্যতীত মহৎ ও অহঙ্কারকে পৌরাণিকেরা

অণ্ড সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জলে পতিত হইয়া থাকিলে পর চৈতন্যদাতা পরমাত্মা অদৃষ্ট (অর্থাৎ যে জীবের যে প্রকার দেহ, ইন্দ্রিয় ও জীবাত্মা হইবে বলিয়া তিনি ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহাই তাহার অদৃষ্ট) কর্ম্ম ও স্বভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়াছেন। সেই পুরুষই সহস্রপাদ, সহস্রাক্ষ সহস্রবদন ও সহস্রমস্তকযুক্ত বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করত অণ্ডভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছেন। পণ্ডিতগণ কল্পনা করেন যে এই পুরুষেরই উত্তম ও অধম অঙ্গসমূহ হইতে ভূলোক ও দ্যুলোকসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।”

ভা, ২।৫।৩২-৩৯।

বর্ত্তমান কালের দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন এবং আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র পাঠেও জানা যাইতেছে যে, এই জগৎ একদিনে (অথবা ১ সপ্তাহে) জীবের বাসযোগ্য হয় নাই। অনেক সহস্র বৎসরে এই জগৎ মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে। এক একটী ভৌতিক কার্য্য কার্য্যান্তরের উপাদানস্বরূপ হইয়া অতীব সূক্ষ্ম অপ্রস্ফুটিত অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে এই জগৎকে প্রস্ফুটিত করিয়াছে। (যাহা হউক, স্মরণ রাখা উচিত, শাস্ত্রকারদিগের মতে এপ্রকার অণ্ড একটী নহে; এপ্রকার শত শত সহস্র সহস্র অণ্ড যে পরমেশ্বর সৃজন করিয়াছেন এবং করিতেছেন ইহা “ব্রহ্মে সকল ও ব্রহ্ম সকলে” নামক প্রস্তাবে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।)

* বর্ত্তমান সময়ের ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে “ভূতলস্থ জল প্রথমে ভূগর্ভের উত্তাপের আতিশয্যবশতঃ বাষ্পাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়াছিল। কালক্রমে পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল হইলে ঐ বাষ্পরাশি জলে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে প্লাবিত ও বেষ্টন করে।”

দুইটী আবরণস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় চতুর্দ্দিকে কেবল জলই দৃশ্য হইল; † পশ্চাৎ সেই জলমগ্ন পৃথিবী উন্নত হইয়া উঠিল। অর্থাৎ জলগর্ভ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য *

---

† জলগর্ভ হইতে পৃথিবীকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর নিয়ন্তারূপে ঐ জলেতে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা এই অবস্থাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে নারায়ণ কহেন। (মনু ১।১০)। (নার অর্থাৎ জল, তাহাতে যিনি পূর্ব্বে অবস্থিত ছিলেন, তিনিই নারায়ণ।)

And the Spirit of god moved upon the face of the waters.

BIBLE GENESIS I. 2.

* জল হইতে উদ্ধার করা লইয়াই শাস্ত্রে কল্প কল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক কল্পারম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া (পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অনুযায়ী) পৃথিবী পৃষ্ঠে সৃষ্টি রচনা করেন। ঐ সময়ে ব্রহ্মা জাগ্রৎ থাকেন, ইহাকেই তাঁহার দিন কহে; এবং প্রতিকল্পান্তে তাঁহার রাত্রি আগত হইলে যখন পৃথিবী রূপ অণ্ড জলে প্লাবিত হইয়া যায়, তখন তিনি পুনর্ব্বার নিদ্রিত হন, কিন্তু জলব্যাপী নারায়ণ তখন জাগ্রৎ থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, পরমেশ্বরের পৃথিবীপৃষ্ঠের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বস্বরূপ যে কল্পিত ব্রহ্মারূপ তাহা নিদ্রিত হয়, কিন্তু জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য নিয়ন্তা রূপে অবস্থিত যে জলব্যাপী নারায়ণ রূপ তাহা জাগ্রৎ থাকে। ব্রহ্মার এইরূপ সৃষ্টিকে দৈনন্দিন বা প্রাত্যহিক সৃষ্টি কহে। (ভা, ৩।১১।২৬)। যাহা ব্রহ্মার সৃষ্টি তাহা প্রত্যেক কল্পান্তে নৈমিত্তিক প্রলয়ে নষ্ট হয়; কিন্তু যাহা প্রাকৃত সৃষ্টি তাহা "প্রাকৃতিক" প্রলয় অর্থাৎ "মহাপ্রলয়" ব্যতিরেকে নষ্ট হয় না। প্রাকৃতিক প্রলয়ে মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্র, আত্মমাত্রা, বা স্থূল জগৎ ইহার কিছুই থাকে না; সব গিয়া প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় বিলীন হয়। জীব সকলও প্রকৃতির উৎকৃষ্টাংশের বীজাবস্থায়, (সুষুপ্তি-অবস্থার ন্যায়) কারণদেহে অবস্থিতি করে। ঐ কারণদেহেও পরমেশ্বর জীবের সখা-স্বরূপে অবস্থিতি করেন। এ সময় পরমেশ্বরের পৃথিবী পৃষ্ঠের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বস্বরূপ যে কল্পিত ব্রহ্মা রূপ তাহাও থাকে না, এবং জলব্যাপী যে নারায়ণরূপ তাহাও থাকে না; কেবল নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা আপনি আপনার স্বভাবে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থিতি করেন মাত্র।

পরমেশ্বর এক দিকে ভূধর অর্থাৎ পর্ব্বত সকল সৃষ্টি করিলেন, এবং অন্যদিকে স্বতন্ত্র স্থানে, সমুদ্র স্থাপিত হইল। † এ পর্য্যন্ত যে সৃষ্টীর কথা বলা হইল তাহার নাম সর্গ বা প্রাকৃত সৃষ্টি; সম্প্রতি যে সৃষ্টির কথা বলা হইবে তাহার নাম বিসর্গ বা বৈকৃত সৃষ্টি। এই বৈকৃত সৃষ্টিকে ব্রহ্মার সৃষ্টিও * কহে। (ভা, ২।১০।৩) ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি উদ্ভিদ্, দ্বিতীয়

ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্ব বা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বম্॥ যো, বা, বৈ, প্রকরণ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র আর সকল দেবাদি প্রাণী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গম বস্তু ইহারা সকলেই জল যেমত বাড়বাগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় তদ্রূপ কালেতে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

যোগবাশিষ্ঠের স্থিতি প্রকরণে ভৃগুর প্রতি কালের এইপ্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়;—

সংসারাবলয়োগ্রস্তা বিশীর্ণা রুদ্রকোটয়ঃ।
ভুক্তানি বিষ্ণুবৃন্দানি ক ন শক্তা বয়ং মুনে॥

হে মুনে, আমি সংসারসমূহ গ্রাস করিয়াছি, কোটি কোটি রুদ্রকে নষ্ট করিয়াছি, এবং বিষ্ণুসমূহকে ভোজন করিয়াছি। কোন্ ব্যক্তিকে নাশ করিতে শক্ত না হই?

† And god said. Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.

BIBLE. GENESIS I. 9

* ব্রহ্মা কে এ বিষয়টী এক্ষণে বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ু ব্রহ্মাণ্ড ও লিঙ্গপুরাণ 'মহৎ' বা ঈশ্বরের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় মন বা বুদ্ধিকেই ব্রহ্মা নামে অভিহিত করিয়াছেন। "মহান্ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানঃ সিসৃক্ষয়া।" বায়ু পু,। 'মহৎ' পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আলোচিত হইয়া সৃষ্টি রচনা করিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের স্থিতি প্রকরণে রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠদেবের উক্তিতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—

স্থিরেব মিয়ং রাম সর্গেঽস্মিন্ স্থিতিমাগতা।
বিরিঞ্চিরূপান্মনসঃ পুষ্প লক্ষ্মী রিবক্রমাৎ ॥

হে রাম? পুষ্প লক্ষ্মী যেমন বৃক্ষ হইতে প্রকাশ পায় তদ্রূপ সেই সর্গে এইরূপ সৃষ্টি বিরিঞ্চ স্বরূপ মন হইতে প্রকাশ পায়।

মনু অণ্ডজাত পুরুষকে অর্থাৎ অণ্ডমধ্যে পরমেশ্বরের যে নিয়ন্তা রূপে অধিষ্ঠান তাহাকেই স্বতন্ত্র ব্রহ্মা নামে অভিহিত করেন। (১।৯।) কিন্তু কল্লুক ভট্ট এই শ্লোকের টীকায় লিখেন "স্বয়ং পরমাত্মৈব হিরণ্যগর্ভরূপতয়া প্রাদুর্ভূতঃ।" স্বয়ং পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভরূপে অণ্ডমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ভাগবতের একস্থানে দেখা যায়, বিষ্ণুর নাভিদেশজাত পদ্মে ব্যাসদেব ব্রহ্মার উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু স্থানান্তরে তিনিই স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, সৃষ্টিক্রিয়ার প্রত্যেক পরিণতি উপলক্ষে সেই এক পরমাত্মাকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে মাত্র। যথা,

সত্ত্বং রজস্তমইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যা জয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ * * * ॥ ভা, ১।২।২৩।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ, একমাত্র পুরুষই সত্ত্ব, রজ ও তমোনামক প্রাকৃতিক গুণত্রয় সহযোগে হরি, বিরিঞ্চি ও হর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে পরমেশ্বরের যে কর্তৃভাবে স্থিতি তাহারই মাম বিরিঞ্চি বা ব্রহ্মা। এবং পালন ও সংহার কার্য্যে তাঁহার যে কর্তৃত্বভাব নিযুক্ত হয় তাহারই নাম বিষ্ণু ও শিব।

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" তৈত্তিরীয় উপনিষদ্।
জগৎ সৃজন করিয়া পরমেশ্বর তাহাতে (একাংশে) প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মের এই অনুপ্রবেশকেই শাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলে ব্রহ্মার জন্মগ্রহণ রূপে কল্পনা করিয়াছেন (কঠ, উপ, ৪।৬ শ্রুতি)। বিষ্ণুপুরাণের ১ম সর্গে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে "বিষ্ণুই ব্রহ্মারূপে অণ্ডে বাস করিয়াছিলেন, বিষ্ণুই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন"। ফলে ব্রহ্মার জন্মকথন কেবল সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব জ্ঞাপনার্থে, নতুবা ব্রহ্মের জন্ম হওয়া অসম্ভব। যথা, "অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ।" (বেদান্ত ২।৩।৯ সূত্র।) সদ্রূপ ব্রহ্মের জন্ম হওয়া অসম্ভব। তবে যে জন্ম হওনের কথা আছে তাহা ঔপাধিক বা আরো-

সৃষ্টি তির্য্যক্, তৃতীয় সৃষ্টি মনুষ্য এবং দেবতা, চতুর্থ (কৌমার অর্থাৎ) সনৎ-কুমারাদির সৃষ্টি (দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব এতদুভয়াত্মক) ; ইহাকে প্রাকৃত বৈকৃত সৃষ্টি কহে। এই সকল সৃষ্টি ব্যতীত ব্রহ্মার আর এক প্রকার সৃষ্টির কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম "অনুগ্রহ সৃষ্টি।" যথা,

পঞ্চমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ স চতুর্দ্ধা ব্যবস্থিতঃ।
বিপর্যয়েণাশক্ত্যা চ সিদ্ধ্যা তুষ্ট্যা তথৈব চ ॥

পদ্ম ও মৎস্যপুরাণ।

পঞ্চম অনুগ্রহ সর্গ। উহা চারি প্রকার ; বিপর্য্যয়, আশক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টি।

স্থাবরেষু বিপর্য্যাসস্তির্য্যগযোনিষশক্তিতা।
সিদ্ধাত্মানো মনুষ্যাস্তু তুষ্টির্দ্দেবেষু কৃৎস্নশঃ ॥ বায়ুপুরাণ।

স্থাবর অর্থাৎ উদ্ভিদপদার্থসমূহের বিপর্য্যয় অর্থাৎ বাধ, তির্য্যক্ অর্থাৎ পশু পক্ষীদিগের আশক্তি, দেবতাদের তুষ্টি (অর্থাৎ দেবতাদের ধ্রুব তুষ্টি ও গন্ধর্ব্বাদির বিষয়েই তুষ্টি), এবং মনুষ্যদিগের সিদ্ধি।

মনুষ্যদিগকে যে পরমেশ্বর গন্ধর্ব্বাদির ন্যায় বিষয়তুষ্টি দেন নাই, ইহা দ্বারা মনুষ্যগণের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহই প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতাদিগকেও পরমেশ্বর ধ্রুবতুষ্টি দিয়াছেন বটে, কিন্তু মানবগণকে তৎপরিবর্ত্তে সিদ্ধি দেওয়াতে পরমার্থ সম্বন্ধে মানবেরাই জয়ী হইয়াছেন। যাহা হউক, শাস্ত্রকারগণ এই কথা দ্বারা মনুষ্যজীবনের অতি মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সিদ্ধিলাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এবং উহাই মনুষ্যের শেষ লাভ। ভাগবতে এই অনুগ্রহ সৃষ্টির কোন উল্লেখ নাই।

পণ মাত্র। "তস্মাৎ সদ্ব্রহ্ম নৈব জায়তে" বে. সা, ২।৩।৩ অধিকরণের টীকা।

বস্তুতঃ পরমেশ্বর তাঁহার এই সৃষ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া ইহাকে এই বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন, এখনও তিনি তাঁহার এই সৃষ্টির প্রত্যেক অংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এবং চিরদিনই এই ভাবে অবস্থিতি করিবেন। (ভা, ২।৬।৩৩।)

সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার যে এই একাংশে অবস্থিতি, শাস্ত্রকারগণ সৃষ্টিক্রিয়ার প্রত্যেক পরিণতি উপলক্ষে উহা নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন ; যথা, পুরুষ, ঈশ্বর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, অন্তরাত্মা ইত্যাদি।

সাধন-চতুষ্টয়।

সাধন-চতুষ্টয় কি ? কি ?

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (১), ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ (২), শমদমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ (৩), মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি (৪)।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক কাহার নাম ?

নিত্যং বস্ত্বেকং ব্রহ্ম, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বমনিত্যম্, অয়মেব নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ।

একমাত্র পরমেশ্বরই নিত্য বস্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্তই ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য; এই প্রকার যে নিশ্চয় জ্ঞান তাহারই নাম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ * কাহাকে বলে ?—

ইহস্বর্গভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যম্।

ঐহিক বিষয়-সুখ বা মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ এই উভয়প্রকার সুখভোগেই বিন্দুমাত্র আস্থা বা ইচ্ছা না থাকার নাম ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ।

শমদমাদিষট্‌কসম্পত্তি কাহার নাম ?—

শমদমোপরতিতিতিক্ষাশ্রদ্ধাসমাধানঞ্চেতি।

শমঃ কঃ ? শম কাহাকে বলে ?—"মনোনিগ্রহঃ।" অন্তরিন্দ্রিয় যে মন তাহারই নিগ্রহের নাম শম। †

দমঃ কঃ ? দম কাহাকে বলে ?—

"দমোনাম চক্ষুরাদিবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।"

চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দমনের নাম দম।

---

* ইহাস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনবনিতাদিষু বান্তাশন (বমনান্ন) মূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলোকফলভোগবিরাগঃ। অমুত্র স্বর্গলোকাদিব্রহ্মলোকান্তর্বর্ত্তিষু রম্ভাসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ।

† শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ।" ঈশ্বরনিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহারই নাম শম।

উপরতিঃ কা?—উপরতি কাহাকে বলে?

উপরতির্নাম বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা ত্যাগঃ।

বিহিত কর্ম্ম সকলের সংন্যাস বিধান দ্বারা যে পরিত্যাগ তাহার নাম উপরতি। কিংবা শব্দাদি বিষয় শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মনের প্রত্যাহারপূর্ব্বক ব্রহ্মবিষয় শ্রবণাদিতে যে বর্ত্তন তাহার নাম উপরতি। যথা,—

"শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিষ্বেব বর্ত্তনং বোপরতিঃ।"

তিতিক্ষা কা?—তিতিক্ষা কাহাকে বলে?

"তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বসহনং দেহবিচ্ছেদ ব্যতিরিক্তম্।"

যাহাতে শরীরের বিচ্ছেদ না ঘটে অর্থাৎ যাহাতে মৃত্যু না হয়, এ ভাবে যে শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি পরস্পরবিপরীত বিষয় সকল সহ্য করা, তাহার নাম তিতিক্ষা।

শ্রদ্ধা কীদৃশী?—শ্রদ্ধা কি প্রকার?

"গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।"

গুরু এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা।

সমাধানং কিং?—সমাধান* কাহাকে বলে?

"চিত্তৈকাগ্রতা।" পরমেশ্বরেতে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান। এই শমদমাদিষট্‌ক সম্পত্তি বলা হইল।

মুমুক্ষুত্ব কাহাকে বলে?

"মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছাবত্ত্বম্।"

মুক্তিতে অতিতীক্ষ্ণ ইচ্ছাবত্তার নাম মুমুক্ষুত্ব।

এষা সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিঃ, তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ।

এই সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি, এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন। এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই আত্মানাত্মবিবেক-বিচার প্রশস্ত জানিবে।

---

* "শ্রবণমননাদিষু বর্ত্তমানং মনো বাসনাবশাৎ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানম্।"

এই সাধনচতুষ্টয়রূপ সম্পত্তির অভাব থাকিলেও যদ্যপি কোন ব্যক্তি এই আত্ম অনাত্ম বিচার করেন, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ প্রত্যবায় নাই, অধিকন্তু তাহাতে তাঁহার মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। যথা,

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মানে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্তু তীব শ্রেয়োভবতি।

একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তি-যোগ ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না।

তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

শ্রুতি।

সেই পরমাত্মাকে জানিলে মনুষ্য মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়, মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ব্যতিরেকে যাগযজ্ঞাদিরূপ লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা অথবা কোন প্রকার সাকার দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনাদি দ্বারা বা তীর্থস্নান দ্বারা আত্মা কখনও মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না।

যথা যথোপাসতে তৎ ফলমীয়ুস্তথা তথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ॥
মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নং হীয়তে যথা॥

প, দ, ৬।২০৯-২১০।

যে ব্যক্তি যে কোন বস্তুকে যে প্রকারে উপাসনা করে, সে অবশ্যই তাহার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়; আর পূজ্য বস্তুর স্বরূপ ও পূজানুষ্ঠানের তারতম্য অনুসারে ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্তিফল প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, যেমন স্বীয় স্বপ্ন-অবস্থা-নিবারণের নিমিত্তে স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥

ম, নি, তন্ত্র ১৪।১১৮।

যদি মন দ্বারা কল্পিতা মূর্ত্তিই * জীবের মোক্ষসাধিকা হয় বল, তবে স্বপ্নকালীন কল্পনা দ্বারা মনুষ্যগণ যে রাজ্য প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা তাহারাও রাজা হউক। (অর্থাৎ কল্পিত সাকার উপাসনাতে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জীবের কদাচ মুক্তিলাভ হয় না)।

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশাঙ্গমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়ন্তি॥

১ম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৭ম শ্রুতি।

অঙ্গিরা কহিলেন, হে শৌনক, যজ্ঞরূপ কর্ম্ম সকল বিনাশী, তন্মধ্যে অষ্টাদশাঙ্গ কর্ম্ম নিকৃষ্ট। ঐ নিকৃষ্ট কর্ম্মকে যে সকল অজ্ঞান ব্যক্তি শ্রেয় বলিয়া জানে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরামরণরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়।

---

* শাস্ত্রে যতপ্রকার সাকার দেব দেবীর উল্লেখ আছে, সে সমস্তই শাস্ত্রকারদিগের কল্পনাসম্ভূত মাত্র। বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রত্যেক শাস্ত্র হইতেই এই সত্য লাভ করা যাইতে পারে।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥

ইতি একাদশী তত্ত্বে বিষ্ণুপূজা প্রকরণের প্রারম্ভে (রঘুনন্দন) স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নির বচন। বিভিন্ন-অধিকারস্থ সাধকগণের সুবিধার জন্য জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীররহিত পরমেশ্বরের রূপকল্পনা করা হইয়াছে, সুতরাং রূপকল্পনা স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বেরও কল্পনা করিতে হয়।

ভগবান্ শিব এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা "প্রকৃতি বা মায়া" নামক প্রস্তাবে একপ্রকার বলা হইয়াছে।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিল্লোকে জুহোতি।
যজতে তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি॥

বৃ, উপ, ৪।৯।১১ শ্রুতি।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে গার্গি! কোন ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও ইহলোকে বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যাদি করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

ম, নি, তন্ত্র ১৪।১১৯।

ভগবান্ শিব কহিয়াছেন—মৃত্তিকা প্রস্তর ধাতু অথবা কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তি-সমূহে ঈশ্বরবুদ্ধি করত অজ্ঞানী তপস্বী সকল কষ্ট ভোগ করেন, কিন্তু মুক্তিরূপ যে উৎকৃষ্ট শান্তি তাহা অবগত হইতে পারেন না।

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ॥
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে।

জ্ঞা, স, তন্ত্র।

শিব অন্য স্থানে, শক্তি অন্য স্থানে, বায়ু অন্য স্থানে, এবং মন অন্য স্থানে; এইরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট তমোগুণযুক্ত লোক সকল এই তীর্থ এই তীর্থ এতদ্রূপ ভ্রমেতে আচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে। হে বরাননে, তাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত নহে, অতএব কি প্রকারে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে?

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমঈশধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ॥

ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৮৪ অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাক্য।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ঋষিগণ, যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় দেহে আত্মবোধ হয়, আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আপনার ভাব এবং মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত বস্তুতে দেবতা

জ্ঞান হয়, আর জলেতে তীর্থ বোধ হয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীতে সেরূপ হয় না সে ব্যক্তি বড়গরু অর্থাৎ অতিমূঢ়। *

---

* তুলসীদাস বলিয়াছেন—

তুলসী জপ্ তপ্ পূজিয়ে, সব্ গোড়িয়া কি খেল্।
যব্ প্রিয়সে সরবর হোয়ি, তো রাখ্ পেটারি মেল্॥

হে তুলসী! তুমি জপ তপ প্রতিমাপূজাদি যাহা করিতেছ, ঐ সমস্তই বালিকাগণের সাংসারিককর্ম্মবোধিকা পুত্তলিকা খেলার ন্যায়। যে পর্য্যন্ত তাহাদের স্বামীর সহিত সহবাস না হয়, তাহারা সেই পর্য্যন্ত খেলে, তৎপরে তাহারা সেই সকল পুত্তলিকা পেটিকায় তুলিয়া রাখে।

শ্রীকৃষ্ণ আপনার অবতারত্ব সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিয়াছিলেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মামব্যয়মনুত্তমম্॥

গীতা, ৭ম অধ্যায়।

আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না, একারণ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার মায়া দ্বারা সম্যক্ আচ্ছন্ন হওত উৎপত্তিহ্রাসবৃদ্ধিরহিত আমাকে জানিতে পারে না। সংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ নিত্য সত্য স্বভাব অল্পবুদ্ধি লোক সকল তাহা জানিতে না পারিয়া অজ্ঞতা প্রযুক্ত আমাকে মনুষ্যাদির ন্যায় অবয়বাদিবিশিষ্ট অবতারস্বরূপ জ্ঞান করে।

নির্ঘণ্ট।

এই গ্রন্থে যতগুলি পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তন্মধ্যে যে গুলির নাম সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে তাহাদের

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

অষ্টাবক্র সংহিতা	অ, সং,
আত্মবোধ	আ, বো,
উত্তর গীতা	উ, গী,
কঠোপনিষদ	কঠ, উপ, অথবা কঠ, উ,
কল্কি পুরাণ	ক, পু,
কুলার্ণব তন্ত্র	কু, ত,
জীবন্মুক্তিগীতা	জী, গী,
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র	জ্ঞা, স, তন্ত্র,

দক্ষ স্মৃতি	দক্ষ,
পঞ্চদশী	প, দ,
পরাশর সংহিতা	প, সং,
প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক	প্র, চ, নাটক,
প্রশ্নোপনিষদ্	প্রশ্ন, উপ,
প্রসাদ প্রসঙ্গ	প্র, প্র,
ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ	ব্র, বৈ, পুরাণ।
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু	ভ, র, সি,
মণি রত্ন মালা	ম, র, মা, অথবা, ম, র, মালা,
মনু সংহিতা বা মনু স্মৃতি	মনু,
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র	ম, ত, অথবা, ম, নি, তন্ত্র,
মহাভারত (অনুশাসন পর্ব্ব) ...	ম, ভা, অনুশা,
মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব্ব) ...	ম, ভা, উ, পর্ব্ব,
মহাভারত (মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়) ...	ম, ভা, মো, ধ,
মহাভারত (শান্তি পর্ব্ব) ...	ম, ভা, শান্তি, পর্ব্ব,
মুণ্ডকোপনিষদ্	মু, উপ, অথবা, মু, শ্রুতি,
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা বা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ...	যাজ্ঞবল্ক্য,
যোগবাশিষ্ঠ (উৎপত্তি প্রকরণ) ...	যো, বা, উৎ, বা, উ, প্রকরণ,
যোগবাশিষ্ঠ (উপশম প্রকরণ) ...	যো, বা, উপ, প্রকরণ,
যোগবাশিষ্ঠ (নির্ব্বাণ প্রকরণ) ...	যো, বা, নি, প্রকরণ,
যোগবাশিষ্ঠ (মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ)	যো, বা, মু, (বা, মু, ব,) প্রকরণ,
যোগবাশিষ্ঠ (বৈরাগ্য প্রকরণ) ...	যো, বা, বৈ, প্রকরণ,
বিষ্ণু পুরাণ	বি, পু,
বেদান্ত সার	বে, সা,
বেদান্তসারের অধিকরণমালা	বে, সা, অধিকরণ, অথবা, শা, সূ, অধিকরণ,
বেদান্ত সূত্র	বে, সূ,
বৈরাগ্য শতক	বৈ, শ,
শিব সংহিতা	শি, সং,
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	গীতা, অথবা, গী,
শ্রীমদ্ভাগবত	ভা,

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ পত্র সমূহের এবং পণ্ডিত মণ্ডলীর মত।

পুস্তক খানির জন্য আমরা গ্রন্থকারকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ অনুসন্ধান, বিস্তৃত সংগ্রহ, ও সরল অনুবাদের ভাষায় আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর পুস্তক আমরা যতগুলি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এ খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ভারতী। ফাল্গুন ১২৮৮।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। আর্য্য ধর্ম্ম যে কত উন্নত এবং উহার যে কত গাম্ভীর্য্য এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রণয়নে কিরূপ পরিশ্রম এবং উহা আর্য্যধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের তদনুসন্ধান কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত কত যত্ন করিয়াছেন তাহা সমগ্র গ্রন্থ পাঠ না করিলে বুঝিতে পারা যাইবে না, এই নিমিত্ত আমরা স্থল বিশেষ উদ্ধার করিতে বিরত হইলাম। বিপিন বাবু এই গ্রন্থ খানি সঙ্কলন করিয়া হিন্দু সমাজের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

নববিভাকর, ২রা কার্ত্তিক ১২৮৮।

সংগ্রহ অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে বহু পরিশ্রম স্বীকার করা হইয়াছে বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই সংগ্রহ দ্বারা আমরা সঙ্কলয়িতার চিত্ত অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারি। গ্রন্থখানি জ্ঞানযোগ প্রধান। ভক্তি যে সংস্পৃষ্ট হয় নাই তাহা নহে। সর্ব্বথা কর্ম্মত্যাগকে গ্রন্থকার সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অর্পণ করিয়াছেন, ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্তু প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় বিরহিত হইলে ব্রহ্মকর্তৃক পরিচালিত সাধক কর্ম্মী যোগী ভক্ত সকলই হইতে পারেন এ কথা স্বীকার করিলেই যথেষ্ট। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ইহাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই আশ্বিন, ১৮০৩।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। সঙ্কলয়িতা সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার বাঙ্গালা প্রাঞ্জল ও সুখ-পাঠ্য। এবং তিনি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদের প্রণালীতে পুস্তকস্থ বিষয়গুলির সন্নিবেশ করিয়াছেন। বিষয় গুলি বিশদ করিবার জন্য তিনি কখনও ইংরাজী হইতে, কখনও পারসী হইতে, কখনও হিন্দী হইতে, কখনও বা কোন প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকাদি হইতে ভাবসংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে কোথাও অপ্রতুলতা লক্ষিত হয় না। আবার বিরক্তিকর বাহুল্যও তাঁহার পুস্তককে স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রাচ্য বিদ্যাবত্তা, পাশ্চাত্য সংক্ষিপ্ততার সহিত সংযুক্ত করিয়া, সঙ্কলয়িতা বঙ্গভাষায় এক অদ্ভুত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালিদের মধ্যে এই পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত হইবে।

এই পুস্তকের সমালোচনা করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা আমাদের নাই। * * * প্রকৃতপক্ষে ইহা একখানি ইতিহাস; প্রাচীন আর্য্যেরা মুক্তি কাহাকে বলিতেন, মুক্তির কি কি উপায় তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, মুক্তিলাভের পক্ষে কি কি প্রতিবন্ধক হইতে তাঁহারা ভীত হইতেন, ঐ ঐ প্রতিবন্ধকের নিরাকরণার্থে তাঁহারা কি কি উপদেশ দিয়াছেন, সেই সমস্তই এই পুস্তকে অতি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। * * *

বান্ধব, ফাল্গুন ১২৮৮।

ঘোষাল মহাশয় এই পুস্তকখানিতে নিজের মত কিছুই প্রকাশ করেন নাই; আর্য্য ঋষিগণ মুক্তি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তিনি ইহাতে তৎসমুদায় সংকলিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রশংসার যোগ্য।

আজিকাল বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। এমন সময়ে বেদ বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রাদি হইতে উপদেশ সংগ্রহ করা এবং পাঠকদিগের উপকারার্থ জনসমাজে অর্পণ করা অতি গৌরবের কার্য্য বিপিনবিহারি ঘোষাল তাহা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন।

সোম প্রকাশ, ৩০ এ কার্ত্তিক ১২৮৮।

* * * * বিপিন বাবু যে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ করি। এ গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণরূপ নূতন রকমের। হিন্দু ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকল একত্র করিয়া তাহাদিগকে আধুনিক জ্ঞান সভ্যতার উপযোগী করিয়া সাধারণের জন্য পুস্তকাকারে প্রচার করার দৃষ্টান্ত আমরা অল্প মাত্রই দেখিয়াছি। আজ কাল বিজাতীয় সভ্যতা এবং বিজাতীয় সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে,তাহাতে এরূপ পুস্তক যে নিতান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কল্যাণময়ী ও স্নিগ্ধতা প্রদায়িনী গঙ্গা যেরূপ প্রথমে শঙ্করের জটার মধ্যেই বদ্ধ ছিলেন, তিনি নিজে পতিতপাবনী হইলেও সাধারণের তাঁহাতে কোন অধিকার ছিল না, সংস্কৃত ভাষা এবং বর্ত্তমানকালের অনুপযোগী ভাবের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম আবদ্ধ থাকায় ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছে। ইহাও সাধারণের আয়ত্তের সম্পূর্ণ অতীত হইয়া আছে। হিন্দুধর্ম্মে কিছুই নাই, ইহা কেবল কতকগুলি কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার আকর ইহাই এখন অনেকের বোধ। এ অবস্থায় আমাদিগের গ্রন্থসঙ্কলনকর্ত্তার ন্যায় যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ সত্য সকল সাধারণের আয়ত্তাধীন করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রীভগীরথের ন্যায় পরোপকারী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিব। হিন্দু ধর্ম্ম প্রকাণ্ড সমুদ্র সদৃশ কিন্তু এখনকার লোকদিগের যেরূপ রুচি, তাহাতে তাঁহাদিগকে অধিক অধ্যয়ন করিতে বাধ্য করা বৃথা। এই কারণে বিপিন বাবুর গ্রন্থখানির কলেবর তাদৃশ বৃহৎ না হওয়া সুবিধারই বিষয় হইয়াছে। অনেকানেক গ্রন্থের একত্র সারসংগ্রহ পুস্তক সকল এখন অনেক পাওয়া যায়, একথা স্বীকার করিলেও আমাদিগের গ্রন্থকারের যে অনেক অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে আমরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। এ জন্য হিন্দু সমাজের ধর্ম্মানুরাগী নেতা ভদ্র মহোদয়গণ বিপিন বাবুকে বিশেষরূপ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, আমরা তাহা দেখিলে আহ্লাদিত হইব।

আমরা এই গ্রন্থখানির ও ইহার সঙ্কলনকর্ত্তার বার বার প্রশংসা করিতেছি গ্রন্থখানি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়স্থ লোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। ধর্ম্মানুরাগী, হিন্দুমাত্রেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

সুলভ সমাচার, ১২ অগ্রহায়ণ, ১২৮৮।

বিপিন বাবু যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে। পুস্তক খানি হিন্দুমাত্রেরই আদরের সামগ্রী হইয়াছে। হিন্দুমাত্রেরই ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া সঙ্কলন কারের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

প্রভাতী, ৬ই মাঘ, সন ১২৮৮ সাল।

ইহাতে অনেক সার কথা আছে। এই পুস্তক খানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। আমাদের মতে এদেশের যাবতীয় হিন্দু ধর্ম্মানুরাগীরই এরূপ গ্রন্থ প্রকাশকের উৎসাহ বর্দ্ধন করা উচিত। যাঁহারা মুক্তিলাভের বাসনা করেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিবেন।

সমাচার চন্দ্রিকা, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১২৮৮।

গ্রন্থকারের বহু অধ্যয়ন, বহু দর্শন, ও বহু পরিশ্রম স্বীকারের পরিচয় পুস্তকের পত্রে পত্রে প্রকাশিত রহিয়াছে। সঙ্গতিপন্ন সাধু মহাত্মারা এই পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করেন, ইহা আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

বিশ্বাসী—অগ্রহায়ণ ১৮০৩ শক।

গ্রন্থখানি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর ও বহু মূল্য বস্তু হইয়াছে। যাঁহাদের ক্ষমতা আছে সকলেরই এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড গ্রহণ করা উচিত।

সংবাদ প্রভাকর,—আন্দাজী ২০।২২ মাঘ।

---

* * * "ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ খানি অত্যন্ত উপাদেয় পদার্থ। * গ্রন্থখানির গুণের ভাগ এত অধিক যে আমরা কোন্ অংশ পরিত্যাগ করিয়া পাঠকদিগকে কোন্ অংশ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইব, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। * * গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। * * * চিন্তাশীল পাঠকগণ, হিন্দুশাস্ত্রের গভীর মর্ম্মানুসন্ধায়ী সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিলে সহজে বহুদর্শন লাভ করিতে পারিবেন।

তত্ত্ব কৌমুদী,—১লা পৌষ ১৮০৩ শক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মত।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইয়াছি, ইহা জ্ঞানলিপ্সুদিগের বিশেষ অবলম্বন হইবার যোগ্য। অধিকাংশ প্রাচীন আর্যদিগের মত ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলিত সংস্কৃত কবিতাসমূহের বঙ্গানুবাদ অধিক বিস্তৃত হয় নাই বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা মূল অর্থ বুঝিবার ব্যাঘাত নাই।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত।

* * * এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ইতি পূর্ব্বে কখন রচিত হয় নাই। ফলতঃ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে হিন্দুশাস্ত্র সিদ্ধ মুক্তি বিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা।

---

* * * It is an excellent work in every way. The author has shown good taste and exercised sound judgment in everything that he has done, and his notes on difficult passages are as valuable as they are profound and interesting. We are charmed with the liberal and catholic character of his creed. * * * * We shall carefully keep his book with us and use it for reference whenever necessary.

THE SUNDAY MIRROR,
October 16, 1881.

Every honest and patriotic attempt to revive the lost treasures of ancient Arya Dharma must command our deepest sympathy. We really believe that in the unfathomable ocean of the Hindu scriptures lie buried most precious truths, which would do honor to any nation, and prove most helpful to the spiritual enlightenment and advancement of the world. Upon the surface of hinduism floats what is popular, superstitious and erroneous. Its deeper spirituality does not often come within the range of our observation. He therefore who dives below and rescues and restores the buried pearls will have done most valuable service not only to his own country but to the whole religious world. * * *

It is a laborious undertaking, but even the smallest contribution to it is so much gain and therefore is deserving of grateful encouragement. We therefore hail with delight the publication of a work in Bengali, on "The teachings of Hinduism regarding salvation and the means of attaining it." The book is a compilation, and the author contents himself with the modest title of a compiler. As such the volume may not possess the merit of originality, and may furnish little or no matter for comment or criticism. Nevertheles this unpretending work is valuable, and has its uses as a text book. When every body talks of Hindu idolatry and superstition, and sees nothing but gross error in the national scriptures it is of the highest importance to possess a handy volume in which all the deeper truths and doctrines are clearly arranged for ready reference and use. such a book is the one before us. Though we may not accept some of the doctrines set forth in the book, we bow before the central argument stated above, and trust with the help of such works our countrymen will be enabled to accept the essence and spirit of true Hinduism, throwing away idolatry and empty rites as chaff. * * THE NEW DISPENSATION,

September 30, 1881.

In these days of the revival of Sanskrit learning it is gratifying to hail the appearance of such a book, which we feel sure, will meet with the support it so eminently desrves.

THE OMRITA BAZAR PATRIKA,

December 22, 1881.

The subjects treated of are interesting in more ways than one. * * * * And we suppose we are not mistaken in thinking that there is every probability of the book holding a very high place in the religious literature of Bengal.

THE INDIAN CHRISTIAN HERALD,

December 23, 1881.

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে

হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং নানাবিধ ধর্ম্ম, যোগ,
ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত
প্রমাণাদি সম্বলিত

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষাল
সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

৯৭নং কলেজষ্ট্রীট, মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৮৪।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মজগতের যেরূপ হীনভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে মুক্তি এবং তাহার সাধন বিষয়ক গ্রন্থ লেখাকে অনেকে পাগলামি বলিয়াও মনে করিতে পারেন; বিশেষতঃ বিশ্বাস এবং সত্যের অনুরোধে কর্ম্মত্যাগ প্রভৃতি এরূপ কয়েকটী প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে বাধ্য হইয়াছি, যে, তদ্দ্বারা হয়ত ধর্ম্মপরায়ণ স্বদেশবৎসল মহাত্মাগণের মধ্যেও অনেকের সহানুভূতি-লাভে বঞ্চিত থাকিব। তবে এইমাত্র ভরসা যে, এই গ্রন্থের মধ্যে আমার নিজের মত কোথাও প্রকাশ করা হয় নাই, মহামান্য আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ অনেক চিন্তা, চর্চ্চা, আলোচনা, উপাসনা, অনুভব ও তর্কযুদ্ধের পর ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন সেইগুলিই কেবল ইহাতে উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র। যাহা হউক, এই গ্রন্থ সংকলন করিতে আমি যে গুরু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি তাহাতে যদি একটী আত্মারও মুক্তির পথে ইহা বিশেষ সাহায্যকারী হয়, তাহা হইলে সেই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

শাস্ত্রকারগণ যত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, মুক্তিবিষয়ক উপদেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। উহাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। অধিক কি, দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা মুক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থিতি করেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে মনুষ্যগর্ভজাত গর্দ্দভ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,

মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন—

জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধু-জীবিতাঃ।
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে, শেষা জঠরগর্দ্দভাঃ॥

যো, বা, বৈ, প্রকরণ।

এই সংসারে যে ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম না হইবে (অর্থাৎ যিনি মুক্তিলাভের অধিকারী হন,) সেই ব্যক্তিই সত্যজাত, তাঁহারই জীবন সাধু এবং সফল; অন্য সকল জাত ব্যক্তি মানবোদরজাত গর্দ্দভ তুল্য।

কলিকাতা,
১ লা আশ্বিন, ১২৮৮ সাল।

সঙ্কলয়িতা।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ যে এত অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইবে পূর্ব্বে আমার এরূপ আশা ছিল না। এক্ষণে উহাকে ধর্ম্ম পীপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই আদরের বস্তু হইতে দেখিয়া আমি আমার সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিলাম। নূতন সংস্করণে স্থান বিশেষে পরিবর্ত্তন এবং কোন কোন স্থানে দুই একটী নূতন শ্লোক সন্নিবেশিত করায় যদিও পুস্তকের কলেবর পূর্ব্ববারের অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে; তথাচ মূল্য সমভাবেই রাখা হইল।

কলিকাতা;
১লা চৈত্র, ১২৯০ সাল।

সঙ্কলয়িতা।